মাসুদ রানা

সবাই চলে গেছে

প্রথম খণ্ড

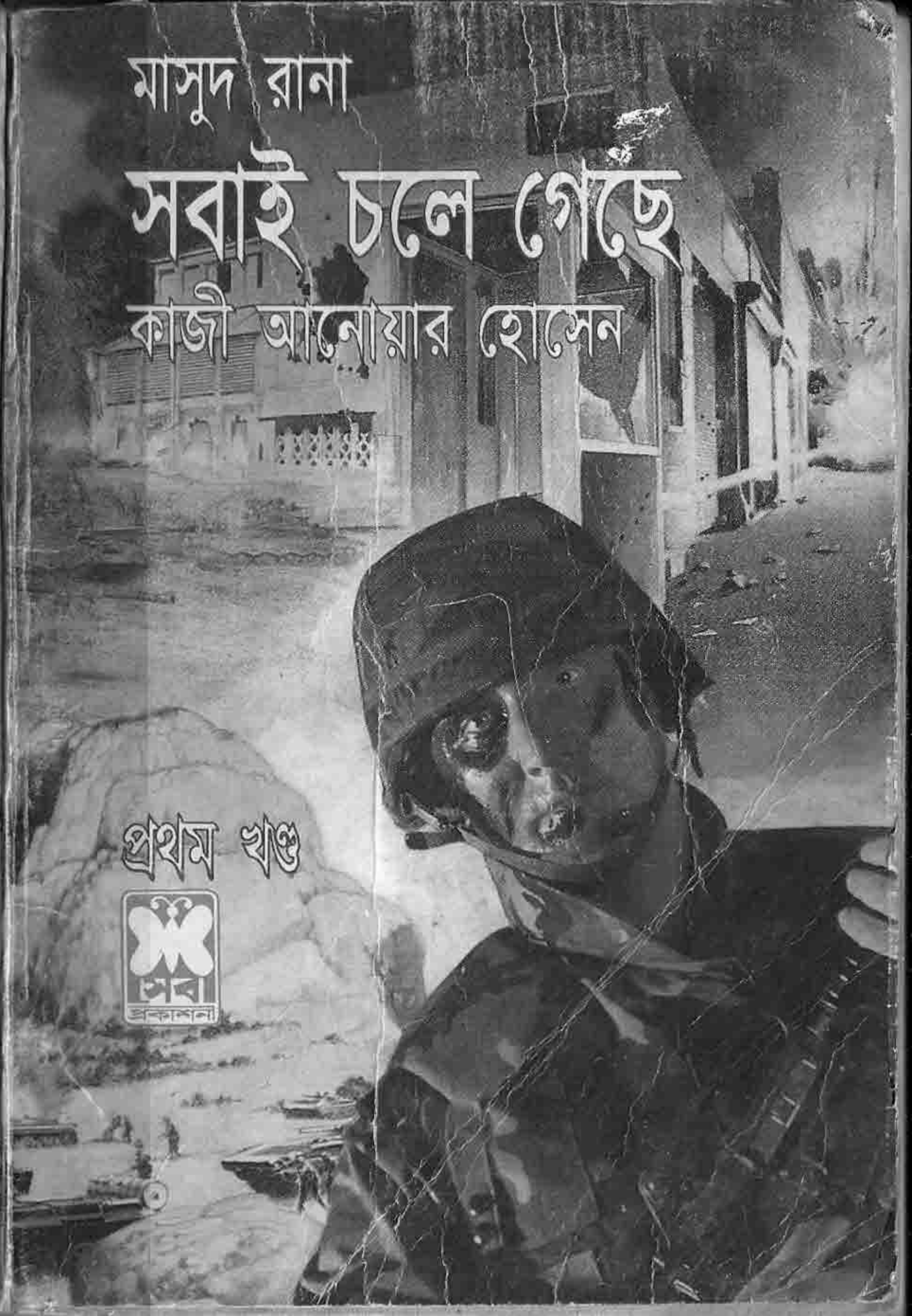
কাজী আনোয়ার হোসেন

এবার মধ্য আফ্রিকার একটা দেশে সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে মাসুদ রানা। মানবিক কারণে, কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিচ্ছে ও; বাংলাদেশের জন্যে নগদ প্রাপ্তিও কিছু আছে।
ইস্পাতের মত কঠিন চরিত্রের পঞ্চাশজন মার্সেনারিকে সঙ্গে নিয়েছে রানা, চুক্তি হয়েছে কঙ্গোর সামরিক স্বৈরাচার উবাণ্ডি বুটার কবল থেকে মুক্ত করতে হবে সে-দেশের জনপ্রিয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউনুস উসুমবুরাকে।
শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী থেকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত ত্রিশ হাজার সৈনিকের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেয়ারও দায়িত্ব নিয়েছে ও। এ এক দুঃসাহসিক অভিযান, তবে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েই রওনা হলো ওরা। সকালে উসুমবুরাকে মেরে ফেলা হবে, তাই রাতেই সামরিক ব্যারাক আক্রমণ করা হলো। তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা সবাই চলে গেছে প্রথম খণ্ড কাজী আনোয়ার হোসেন সেবা



এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

এক

রাতের অন্ধকার আকাশ চিরে ছুটে চলেছে সুইসএয়ার-এর ডিসি-এইট। জুরিখ থেকে রওনা হয়েছে দু'ঘণ্টা আগে, গন্তব্য কায়রো। প্রায় সবগুলো আসনেই ঝিমাচ্ছে আরোহীরা, কেবিনের ভেতরটা অন্ধকারই বলা যায়, নিষ্প্রভ আলো ছড়াচ্ছে শুধু মাথার ওপর প্যাসেঞ্জার লাইট।

ফ্লাইট ডেক থেকে একজন স্টুয়ার্ডেস বেরিয়ে এল, হাতে খালি কাপ সহ ট্রে; অপর হাত দিয়ে আস্তে করে বন্ধ করল দরজাটা। ধীর পায়ে এগোল সে, দু'পাশের আসনে ঘুমের ঘোরে নেতিয়ে পড়া আরোহীদের ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

কয়েকটা আসনের সামনে রিডিং ল্যাম্প জ্বলছে। এক ভদ্রলোক তাঁর ব্যবসার কাগজ-পত্রে চোখ বুলাচ্ছেন। উপন্যাস পড়ছেন একজন মা, তাঁকে জড়িয়ে ধরে কোলের ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে শিশুকন্যাটি। অল্প হলেও, একটু একটু কাঁপছে প্লেন। অস্পষ্ট এঞ্জিনের শব্দও শোনা যায়।

প্লেনের মাঝামাঝি জায়গায় ঘুমন্ত এক আরোহীর পাশে থামল সে। আরোহীর আসন যতটা সম্ভব পিছন দিকে কাত করা, শিথিল হাত দুটো আর্ম রেস্টে পড়ে আছে। লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ, কাপড়ের নিচে পেশীর গঠন দেখে বক্সার বলে মনে হয়, বয়েস হবে পঁয়ত্রিশ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ, মাথায় এলোমেলো কোঁকড়া চুল। স্টুয়ার্ডেস তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তার শরীরে চিতাবাঘের সৌষ্ঠব লক্ষ করার মত। কঠিন, নির্দয় চেহারা। ঠোঁট আর

চোখের কোণে সূক্ষ্ম কিছু রেখা ফুটে আছে। তরুণী স্টুয়ার্ডেস আজ রাতে তৃতীয় বারের মত সিদ্ধান্ত নিল, এরকম আকর্ষণ-ক্ষমতা আগে কোন পুরুষের মধ্যে দেখেনি সে। একটু ঝুঁকে তার কাঁধ স্পর্শ করল কি করল না, পুরোপুরি খুলে গেল আরোহীর চোখ। তারপর ঢিল পড়ল মুখের পেশীতে, ক্ষীণ হলেও বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। স্টুয়ার্ডেস অনুভব করল, তার মুখ গরম হয়ে উঠেছে। দেখতে না পেলেও জানে, লাল হয়েও উঠেছে।

'আপনি আমাকে জাগিয়ে দিতে বলেছিলেন,' ফিসফিস করল স্টুয়ার্ডেস, গলায় রাগ।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। হাইহিলের ওপর ঘুরল মেয়েটা, আইল ধরে দ্রুত পায়ে ফিরে যাচ্ছে।

হাতঘড়ি দেখল কোঁকড়া চুল, তারপর পাশের ঘুমন্ত ভদ্রলোকের দিকে ফিরে খুক করে কাশল একবার। কথা বলার সময় শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রকাশ পেল, 'স্যার। স্যার, প্লীজ।'

তার পাশের ভদ্রলোক একজন মধ্য বয়স্ক আফ্রিকান। কালো হলেও, তাঁর চেহারায় দার্শনিক বা ঋষি সুলভ একটা ভাব আছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িও তাই, বন্ধ চোখ দুটো বিশাল, সাদা-কালো ঘন ভুরু, উন্নত ললাট। ঘুম ভাঙার পর চোখ দেখে মনে হলো ওখানে যেন দুঃখ আর বিষাদের মেঘ জমেছে। তাঁর দুঃখ আর উদ্বেগ সম্পর্কে সাংবাদিকরা বিস্তারিত জানে। তিনি ছিলেন দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। তাঁর দুঃখ হলো, আন্তর্জাতিক মহল এই অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করেনি। প্রাণভয়ে এখান থেকে সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি, আর ওদিকে সামরিক জান্তা নিরীহ দেশবাসীর ওপর অকথ্য শোষণ আর অত্যাচার চালাচ্ছে, বিশেষ করে উপজাতীয় গোষ্ঠি আর মুসলমানদের ওপর। উদ্বেগ বোধ করার এটাই তাঁর কারণ।

পকেট হাতড়ে ছোট একটা কৌটা বের করলেন প্রধানমন্ত্রী, কৌটা খুলে দুটো ট্যাবলেট পুরলেন মুখে। তাঁর কব্জিতে রূপার একটা চেইন বাঁধা, চেইনের সঙ্গে একটা মেডিকেল অ্যালার্ট প্লেট। আবার ফিরে এল স্টুয়ার্ডেস, ট্রে করে কফি আর পানি নিয়ে এসেছে। দেহরক্ষীর দিকে একবারও না তাকিয়ে আফ্রিকান নেতার হাতে পানির গ্লাস ধরিয়ে দিল সে। ভদ্রলোক মিষ্টি করে হাসলেন, ধন্যবাদ জানাতেও ভুললেন না। কপাল থেকে কোঁকড়া চুল সরিয়ে মেয়েটার শরীরে চোখ বুলাচ্ছে দেহরক্ষী, সন্দেহ নেই, মনে মনে কাপড় খুলে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। পানির সঙ্গে ট্যাবলেট দুটো গিলে ফেললেন আফ্রিকান নেতা, আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরিয়ে দিলেন গ্লাসটা। ট্রে নিয়ে ফিরে গেল স্টুয়ার্ডেস।

'স্যার, আপনার ঘুম হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল দেহরক্ষী। তার বাচনভঙ্গিতে সুইডিশ-আমেরিকান টান স্পষ্ট।

'অল্প একটু,' বললেন আফ্রিকান নেতা।

'স্যার, আপনার শরীর ঠিক আছে তো?'

দেহরক্ষীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আফ্রিকান নেতা জানতে চাইলেন, 'আর কতক্ষণ?'

আবার হাতঘড়ি দেখল দেহরক্ষী। 'দু'ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট, স্যার।'

'চিন্তা কোরো না, আমি ভাল আছি,' বলে জানালার দিকে ফিরলেন আফ্রিকান নেতা। অসুস্থ মানুষ তিনি, সময় তাঁর জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আসনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল দেহরক্ষী।

খালি হাতটা দিয়ে ফ্লাইট ডেকের দরজায় নক করল স্টুয়ার্ডেস। দরজাটা খুলছে সে, হাতে পিস্তল নিয়ে তার ঠিক পিছনে আসন ছেড়ে সিধে হলো এক লোক, পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল ফ্লাইট ডেকে। আরেক লোক প্লেনের পিছন থেকে আসন ছাড়ল, আইল ধরে সোজা হেঁটে আসছে। তার হাতেও একটা আগ্নেয়াস্ত্র। তারপর হঠাৎ করেই

ওভারহেড কেবিন লাইটগুলো সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল, ফাঁপা আওয়াজ করে জ্যান্ত হয়ে উঠল লাউডস্পীকার।

নরম আসনে ডুবে রয়েছে দেহরক্ষী, চোখ দুটো বন্ধ, যদিও তার শরীর টান টান হয়ে আছে, যেন পরীক্ষা করছে প্রতিটি পেশী। তারপর, অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, সামনের দিকে লাফ দিল সে, ডান হাত জ্যাকেটের ভেতর বাম বগলের নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আসন থেকে আইলে পৌঁছুনোর আগেই পা দুটো দুমড়ে যেতে শুরু করল, যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। চোখে নগ্ন আতঙ্ক আর তীব্র ব্যথার ছাপ, চিৎকার করার জন্যে মুখ খুললেও কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না।

আফ্রিকান রাজনীতিক তাকিয়ে আছেন তাঁর পাশের আসনের দিকে। পিছন থেকে আসনের পিঠ ভেদ করে লম্বা ছুরির ধারাল ফলা ইঞ্চি পাঁচেক বেরিয়ে এসেছে, চকচক করছে উজ্জ্বল আলোয়। এক চুল নড়লেন না তিনি। অস্পষ্টভাবে কানে এল ক্যাপ্টেন তাঁর আরোহীদের আশ্বস্ত করে বলছেন, প্লেন হাইজ্যাক করা হলেও, তিনি লক্ষ রাখছেন কারও যেন কোন ক্ষতি বা বিপদ না হয়।

দেহরক্ষীর হাতের পিস্তল মেঝেতে পড়ে গেল। সরু আইল ধরে এগোবার চেষ্টা করছে সে। শরীরের গভীর থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, হাত দুটো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিঠে সদ্য তৈরি ক্ষতটার নাগাল পেতে চাইছে। পিঠের ওপর দিকে ওটা, ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর।

চিৎকারটা বাড়ছে। ঝাঁকি খেতে শুরু করল শরীর। হাত দিয়ে খামচে ধরেছে ক্ষতটা। কাঁকড়ার মত আড়াআড়ি ভঙ্গিতে কয়েক ফুট এগোল সে। তারপর আবার তার হাঁটু ভেঙে যেতে শুরু করল। একটা আসনের পিঠ ধরে পতনটা ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। ধীরে ধীরে হাঁটু গাড়ল মেঝেতে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে, অসম্ভব ধীর গতিতে মাথাটা তুলে তাকাল পাশে বসা আরোহীর দিকে। কোলে শিশুকন্যা নিয়ে সেই মা

বসে আছেন ওখানে, হাত থেকে আগেই পড়ে গেছে বইটা।

শ্বেতাঙ্গ দেহরক্ষী কাশছে। ঠোঁটের কোণে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে তরুণী মাকে ধরার চেষ্টা করল সে, আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখছে চোখে। কারও ছোঁয়া না পেয়ে একা মরতে হবে, এটা উপলব্ধি করে মরিয়া একটা ভাব এসে গেছে তার মধ্যে।

'হেলপ মি,' কাতর অনুনয় বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। 'আমি আহত হয়েছি...মারাত্মক আঘাত...' বাচ্চাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তাকিয়ে আছেন মহিলা, নড়ছেন না। 'ওহ্ গড!' দেহরক্ষী ফিস ফিস করল আবার। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ছিটকে জানালার দিকে সরে গেলেন মহিলা, চোখ বুজে চিৎকার শুরু করলেন। চিৎকার তখনও থামেনি, আইলের ওপর তার পায়ের কাছে এক মিনিট পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল লোকটা।

তার আসনের পিছন থেকে খুলে নেয়া হলো ছুরিটা। সুবেশী একজন শ্বেতাঙ্গ বসল আসনটায়, বয়েস হবে পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। 'মোহাম্মদ ইউনুস উসুমবুরা?' অমায়িক হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে, প্রশ্ন করা হলো ফরাসী ভাষায়।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন আফ্রিকান নেতা। লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। চেহারায় আতঙ্ক বা ঘৃণা, কিছুই নেই। শুধু কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ঠোঁট জোড়া সামান্য নড়ছে, সম্ভবত মনে মনে কোন সুরা পড়ছেন। সাবধানে, ধীরে ধীরে পকেট থেকে সিল্কের একটা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। ফরাসী লোকটা বাতাসে হাত নাড়ল, যেন গত কয়েক মুহূর্তের বিভীষিকা মুছে দিতে চায়।

'কারা তোমরা?' ভরাট গলায় প্রশ্ন করলেন ইউনুস উসুমবুরা, যদিও উত্তরটা তিনি আন্দাজ করতে পারছেন। 'কে তোমাদের পাঠিয়েছে?'

'ঝামেলা হওয়ার জন্যে দুঃখিত,' বলল লোকটা। 'আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার এক পুরানো বন্ধু আবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আফ্রিকান নেতার মনে প্রবল একটা সন্দেহ জাগল। ব্যাপারটা পরিষ্কার, কেউ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি এই প্লেনে উঠবেন, তা শুধু একজন মাত্র মানুষ জানে। মাসুদ রানা। পরস্পরের ভক্ত তাঁরা—রানাকে তিনি স্নেহ করেন, ওর দেশপ্রেম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতা তাঁকে মুগ্ধ করে; আর রানা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। না, এ অসম্ভব, রানা কখনই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তাহলে কে? কিভাবে ওরা জানল যে তিনি এই প্লেনে আছেন?

তারপর তাঁর মনে পড়ল, রানাকে তিনি খবরটা পাঠিয়েছিলেন সিআইএ-র মাধ্যমে। 'কে?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ফরাসী লোকটা অমায়িক হাসল। 'কে আবার, পুরানো বন্ধু তো আপনার একজনই—জেনারেল উবাণ্ডি বুটা। আশা করি আপনি তাঁকে ভুলে যাননি।'

ইউনুস উসুমবুরা চিন্তা করছেন। 'তুমি কে? এই কাজের জন্যে তোমাকে কত টাকা দেয়া হবে?'

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল লোকটা।

'আরও সরাসরি প্রশ্ন করি।' ইউনুস উসুমবুরা এতটুকু নার্ভাস হননি, অন্তত তাঁর আচরণ দেখে তাই মনে হবে। 'কত টাকা পেলে আমাকে তোমরা ছেড়ে দেবে?'

'টাকা আমি আগেই পেয়েছি,' নরম সুরে বলল ফরাসী লোকটা। 'আপনি শুধু শুধু চেষ্টা করছেন। মাফ করবেন, আপনাকে আমার সার্চ করতে হবে।'

শ্বেতাঙ্গ দেহরক্ষীকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, আইলের

ওপর ঝাঁকি খাচ্ছে তার অসাড় দেহ। আরোহীদের কেউ নড়ল না। কয়েক সারি পিছনে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল, ঝট করে মুখে হাতচাপা দিল তার মা। জানালার দিকে ফিরলেন ইউনুস উসুমবুরা, অনুভব করলেন ফরাসী লোকটা দক্ষ হাতে সার্চ করছে তাঁকে। তিনি ভাবছেন, কায়রোয় পৌছুতে পারলেই বেঁচে যেতেন এ যাত্রা, তাঁর নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিত রানা। নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে ও। কিন্তু হাইজ্যাকাররা অবশ্যই ঘুরিয়ে নেবে প্লেন। প্লেন যদি কায়রোয় না পৌছায়, কিছুই করার থাকবে না রানার। তবে অসম্ভব বুদ্ধি আর সাহস রাখে ছেলেটা, প্লেন পৌছায়নি দেখে যা বোঝার বুঝে নেবে। জানেন যে আশা করার কিছু নেই, তবু ভাবছেন, তাঁকে হাইজ্যাক করা হয়েছে শুনে নিশ্চয়ই কিছু একটা করবে রানা। তারপর একটা অশুভ চিন্তা ঢুকল মাথায়। প্লেন হয়তো কায়রোতেই ল্যাণ্ড করবে, কিন্তু রানা সেখানে থাকবে না। রানার ব্যবস্থা ওরা হয়তো আগেই করে রেখেছে।

উদ্বেগ উত্তেজনায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে, বুকে ব্যথা অনুভব করলেন ইউনুস উসুমবুরা। 'আমার ট্যাবলেট।' শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে তাঁর। 'আই হ্যাভ আ কার্ডিক কণ্ডিশন। ট্যাবলেট।'

কৌটার ভেতর ট্যাবলেটগুলো পরীক্ষা করল লোকটা, তারপর ইউনিস উসুমবুরার কব্জিতে বাঁধা মেডিকেল অ্যালার্ট প্লেটটা দেখল। 'অবশ্যই।' শিথিল হাসি ফুটল তার মুখে। 'তবে কৌটাটা আমার কাছে থাকবে, মঁসিয়ে উসুমবুরা। মনটাকে শান্ত করুন, প্লীজ। বরং একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। জার্নিটা বেশ লম্বা।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আলজিরিয়া,' বলল লোকটা, সম্ভাব্য পরবর্তী প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে আরও জানাল, 'আলজিরিয়া পর্যন্ত আপনি আমার দায়িত্বে থাকবেন। তারপর কি হবে আমি জানি না। তবে, মাসুদ রানার আশা

আপনি ছেড়ে দিতে পারেন। সে আপনার কোন উপকারে আসছে না।'

আবার জানালার দিকে ফিরলেন ইউনুস উসুমবুরা। তারমানে রানা কিছুই জানে না, এবং যখন জানবে তখন এত দেরি হয়ে যাবে যে কিছুই ওর করার থাকবে না। কিংবা ওরা হয়তো রানাকে মেরেই ফেলেছে। না, সত্যি আর কোন আশা নেই। এখন আর নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছেন না তিনি, ভাবছেন তাঁর দেশ আর দেশবাসীর কথা। জেনারেল উবাণ্ডি বুটা সিমবাস উপজাতির লোক, তিনি ক্ষমতা দখলের পর সিমবাসরা অন্যান্য উপজাতির লোকদের পাইকারীভাবে খুন করছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, ধর্ষণ করছে, লুট করছে। সিমবাসদের নিষ্ঠুরতা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বর্বর, পশু বললেও ওদের সম্পর্কে কিছু বলা হয় না। খুন করার আগে মানুষকে যতভাবে সম্ভব নির্যাতন করে ওরা। সিমবাসদের সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য বাচ্চা ছেলেমেয়ের নরম মাংস। জ্যান্ত বাচ্চার নিতম্ব বা উরু থেকে মাংস কেটে নিয়ে সেদ্ধ করে খায় ওরা। কোন কোন আফ্রিকান উপজাতি যে এখনও নরমাংস ভক্ষণ করে, এটা শুধুই গুজব নয়, সিমবাসরা তার প্রমাণ। তাঁর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে, জ্যান্ত শিশুদের কলজে বের করে কাঁচা খেয়ে ফেলে ওরা। ওদের বর্বরতার আরও যে-সব কাহিনী তাঁর কানে এসেছে সেগুলোর কথা শুধু ভাবলেই বমি পায়, মনে হয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। বয়স্ক পুরুষদের ধরে এনে নির্দয় ভাবে তাদের ছাল ছাড়ানো হয়। চামড়া তোলার পর লবণ মাখিয়ে জ্যান্ত অবস্থায় সেদ্ধ করতে দেয়া হয় আগুনে। কিশোরী আর যুবতী মেয়েরা গণ ধর্ষণের শিকার হয়। তারপরও যদি কোন মেয়ে বেঁচে থাকে, ক্ষতবিক্ষত স্তন আর নিতম্ব কেটে নিয়ে খেয়ে ফেলা হয়—সেদ্ধ করে, বা কাঁচা।

জানালার বাইরে রাতের আকাশ কালো ঘোমটা পরে আছে, আজ রাতে চাঁদ ওঠেনি। 'হে আল্লাহ, এর কোন বিহিত তুমি করবে না?'

বিড়বিড় করলেন ইউনুস উসুমবুরা। তাঁর চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

দুই

দু'বছর পরের ঘটনা।

হিথরো এয়ারপোর্ট। প্লেন থেকে নামছে সুদর্শন এক পুরুষ। পরনে থ্রী পীস সুট, চোখে সানগ্লাস, হাতে ছোট একটা ব্রিফকেস। ব্যাকব্রাশ করা চুল, তবে জুলফি জোড়া অস্বাভাবিক লম্বা, ঘন ও চওড়া একজোড়া গোঁফও আছে। বসের নির্দেশ, তাই চেহারা একটু পাল্টে লণ্ডনে পা ফেলতে হচ্ছে মাসুদ রানাকে।

গোপন মিশন নিয়ে দেশ-দেশান্তরে সেই যে কত বছর আগে ঘোরা শুরু হয়েছে, আজও তার সমাপ্তি ঘটেনি। কিংবদন্তীর নায়ক, ওর বয়স কখনও বাড়ে না, দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই হিসেবে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি পাবার পরও নিজেকে লুকিয়ে রাখার অভ্যাস বা প্রয়োজন আজও ওর ফুরায়নি। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্টই নয় শুধু, মাসুদ রানা আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর ও। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টা। জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সদস্য। তাছাড়াও, অনেক ধরনের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওর, প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধারের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ করেছে জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা আন্দোলন আর আফ্রিকার মুক্তিকামী বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সমর্থনে। মার্সেনারি অর্থাৎ ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গেও একটা

সম্পর্ক রক্ষা করছে রানা। এমনকি প্রয়োজনে সাহায্য করেছে রুশ ও আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে। তবে, সর্বক্ষেত্রেই, দেশের স্বার্থটাকে বড় করে দেখেছে ও। কোন না কোনভাবে বাংলাদেশের উপকার না হলে কখনই শুধু টাকার জন্য কাউকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি।

রানা লণ্ডনে এল আমস্টারডাম থেকে। ওখানে কিছু কাজ ছিল ওর. কাজ সেরে হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফিরে যাবার কথা। প্লেন ধরার কয়েক ঘণ্টা আগে ঢাকা থেকে রাহাত খানের মেসেজ এল, ও যেন আরও একটা দিন আমস্টারডামে থেকে যায়। কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি, শুধুই থেকে যাবার নির্দেশ। মেজর জেনারেল (অব.)-এর নির্দেশ, লঙ্ঘনের প্রশ্ন ওঠে না। হাতে একটা দিন সময় পাওয়ায় ওর ভক্ত ও বন্ধু ফরহাদের সঙ্গে দেখা করেছে, দেখা করেছে চার্টার পাইলট সেলিনা নাসিমের সঙ্গেও। ওকে দেখেই ফরহাদ ধরে নিয়েছিল, আবার তাকে কোন যুদ্ধে নিয়ে যেতে এসেছে রানা। ম্লান হেসে তাকে হতাশ করেছে ও, বলেছে এই মুহূর্তে কোন যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে ওর নেই। আর নাসিম ওকে নিয়ে আমেরিকার লাস ভেগাসে বেড়াতে যেতে চেয়েছে। রানাকে পাশে নিয়ে লাস ভেগাসে জুয়া খেলার খুব শখ তার। তাকেও হতাশ করতে হয়েছে। সবশেষে গোনজালেসের সঙ্গে দেখা করতে যায় রানা, কিন্তু গিয়ে শোনে গোনজালেস তার অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার শাখা খুলেছে লণ্ডনে, এক মাস হলো সেখানেই আছে।

পরদিন ঢাকা থেকে আরও একটা মেসেজ পাঠালেন বিসিআই চীফ রাহাত খান। এই মেসেজটাও অসম্পূর্ণ, তাতে বলা হয়েছে সিমসন নামে এক ভদ্রলোক রানার সঙ্গে লণ্ডনে কথা বলতে চান। রানা যদি দুপুরের ফ্লাইটে হিথরোয় পৌঁছায় তাহলে এক লোক ওকে সিমসনের কাছে নিয়ে যাবে।

সিমসন কে, কেন ওর সঙ্গে কথা বলতে চান, কি নিয়ে কথা বলবেন, মেসেজে এ-সব কিছুই ছিল না। কেমন যেন রহস্যময়

ব্যাপারটা। তবু বিনা প্রতিবাদে লণ্ডনে চলে এসেছে রানা।

কাস্টমস আর ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দীর্ঘদেহী এক শ্বেতাঙ্গ যুবক রানার সামনে দাঁড়াল। 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?'

চট করে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'স্যার, আমি আপনাকে মি. সিমসনের কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। প্লীজ, এদিক দিয়ে আসুন।' কথা না বাড়িয়ে বিজনেস সুট পরা তরুণের পিছু নিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ঝকঝকে একটা নতুন ক্যাডিলাকে চড়ল ওরা। শোফার গাড়ি ছেড়ে দিল। তরুণের দিকে ফিরে রানা জানতে চাইল, 'মি. সিমসন কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল তরুণ। 'আমি জানি না। আমার কাজ শুধু আপনাকে ডেলিভারি দেয়া।'

স্মৃতির পাতা ওল্টাল রানা। সিমসন নামে কাউকে কি চেনে ও? উঁহুঁ, মনে পড়ছে না।

ও ভাবল, বস্ যখন দেখা করতে বলেছেন তখন নিশ্চয় সিমসন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তিই হবেন। আন্দাজ করা যায়, আলোচনাটাও হবে সিরিয়াস কোন ব্যাপার নিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, কৌতূহলে মরে যাচ্ছে ও। সামান্য হলেও, বিপদ আর রোমাঞ্চের গন্ধ পাচ্ছে। এই বিপদ আর রোমাঞ্চ ওর জীবনে একটা নেশার মত হয়ে গেছে। সমস্ত ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করে জীবনের ঝুঁকি নিতে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকে।

আবার জানতে চাইল রানা, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'লণ্ডন আপনার পরিচিত শহর,' জবাব দিল তরুণ। 'কোথায় যাচ্ছি দেখতেই পাবেন।'

লণ্ডন ছেড়ে এল ক্যাডিলাক, ব্রাইটনের ফ্রীওয়ে ধরে ছুটছে। নভেম্বর মাস, দিনের বেলাও চারদিকে হালকা কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বাম

দিকে বাঁক ঘুরল গাড়ি, প্রায় চোখের আড়ালে পড়ে থাকা একটা রাস্তা ধরল। ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, যেন একটা গলি। ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। ভাল শীত পড়েছে, বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ।

গ্রামটাকে পিছনে ফেলে তিন মাইল এগোবার পর লোহার একজোড়া কবাট সহ বিশাল একটা গেট দেখা গেল। গেটের দু'ধারে সাত ফুট উঁচু লাল ইঁটের পাঁচিল, বহুদূরে আবছা হয়ে মিলিয়ে গেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিল শোফার। ধীরে ধীরে খুলে গেল লোহার কবাট। ভেতরে ঢুকল গাড়ি। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট।

কাঁকর ছড়ানো রাস্তা, দু'ধারে সারি সারি গাছ পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে। কয়েক শো গজ এগোবার পর সামনে পড়ল বিশাল একটা দোতলা বাড়ি। পুরানো জমিদারবাড়ি হলেও, সংস্কারের ফলে আধুনিক একটা চেহারা পেয়েছে। প্রথমেই সাদা শ্বেতপাথরের একপ্রস্থ সিঁড়ি। দরজা খুলে গেল ওটার সামনে রানা পৌঁছুতেই। ধোপদুরস্ত উর্দি পরা একজন বাটলার কোট খুলতে সাহায্য করল ওকে।

বাটলার সবিনয়ে পিছু নিতে অনুরোধ করল। লোকটা প্রায় বুড়ো হলেও গর্বিত ভঙ্গিতে শিরদাঁড়া খাড়া করে রেখেছে, হাবভাবে স্পষ্ট কর্তৃত্ব, যেন এ-বাড়ির অতি পুরাতন ভৃত্য সে। ওদের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে। বিশাল হলঘরের মেঝেও শ্বেতপাথরের তৈরি। পালিশ করা ওক কাঠের একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। তবে সিঁড়ির দিকে না এগিয়ে হলঘরের শেষ মাথায় রানাকে নিয়ে এল বাটলার। পাঁচটা দরজা দেখল রানা, বাড়ির পাঁচদিকে চলে গেছে। বাম দিকের প্রথম দরজায় নক করল বাটলার। ভেতর থেকে সাড়া দিল কেউ। বাটলার দরজা খুলল।

'মি. মাসুদ রানা, স্যার।'

কামরার ভেতর ঢুকল রানা। কাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া খুব সুন্দর একটা স্টাডি, আকারে বেশ বড়, চার-পাঁচ জায়গায় আলো জ্বলছে। প্রতিটি দেয়ালে বুককেস, বই-পুস্তকে ঠাসা, প্রতিটি বইয়ের কাভার ফায়ারলাইটের আভায় চকচক করছে। বাতাসে লেদার আর দামী সিগারের গন্ধ। লগ ফায়ারের সামনে দুটো চেয়ারে বসে আছেন দুই ভদ্রলোক। রানাকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। দু'জনেই ইভনিং ড্রেস পরে আছেন। একজনের বয়েস হবে পঁয়তাল্লিশের মত, মাথায় চুলের রঙ ধূসর, মাঝারি গঠন, চেহারায় স্থায়ী উদ্বেগের ছাপ—দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়ালেন।

'এত তাড়াতাড়ি আসতে পারার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ, মি. রানা,' বললেন তিনি। 'আমারই নাম সিমসন। উইলফোর্ড সিমসন।' কথার সুরে সামান্য স্কটিশ টান লক্ষ করল রানা। 'আপনি তো মি. রাহাত খানের কাছ থেকে আমার নাম আগেই জেনেছেন, তাই না?' প্রশ্নটা করা হলো যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। উত্তরে মাথা ঝাঁকাল রানা। ঘাড় ঘোরালেন সিমসন। 'আসুন, আপনার সঙ্গে স্যার এডওয়ার্ড বোথাম-এর পরিচয় করিয়ে দিই।'

স্যার এডওয়ার্ডের বয়েস সত্তর বা আরও কিছু বেশি হতে পারে। সরু বাঁশের মত লম্বা, ছ'ফুট চার ইঞ্চির কম নন। মাথায় খুলি কামড়ানো সাদা চুল, মুখে সামরিক গোঁফ, অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে টিয়াপাখির মত টিকালো নাকের আড়ালে। মুখে অসংখ্য ভাঁজ, তবে রোদে পোড়া চামড়া। সিমসন যখন কথা বলছিলেন, গভীর মনোযোগ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে লক্ষ করছিলেন তিনি। রানা খেয়াল করল, ভদ্রলোকের চোখের পাতা খুব কমই ওঠানামা করে।

হ্যাণ্ডশেক করেই রানার হাতটা ছেড়ে দিলেন স্যার এডওয়ার্ড বোথাম। মুঠোর চাপটা শক্ত, হাতটায় যেন শুধু হাড়ই আছে। হ্যাণ্ডশেক করার পর ইঙ্গিতে রানাকে একটা চেয়ার দেখালেন, বললেন, 'ব্র্যাণ্ডি

চলবে তো, মি. রানা? যা শীত পড়েছে বাইরে। প্লীজ, বসুন।' টেবিল থেকে নিজের গ্লাসটা হাতে নিলেন।

আগুনের ওপর হাত লম্বা করে আঁচ নিচ্ছে রানা। 'স্যার এডওয়ার্ড বোথাম—মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর ডিরেক্টর?' প্রশ্ন করার পর ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল ও।

মাথা ঝাঁকালেন স্যার বোথাম। তারপর বললেন, 'রাহাত খান আমার পুরানো বন্ধু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একই সঙ্গে লড়েছি আমরা। সমস্যায় পড়ে তাঁর সাহায্য চেয়েছি। আপনি বসবেন না, মি. রানা?'

বসার পর রানা বলল, 'আমার শুধু কফি চলবে, প্লীজ।'

'কিভাবে শুরু করব, বুঝতে পারছি না,' বললেন স্যার বোথাম। 'রাহাত খান আপনাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছেন। সব শোনার পর ভাল মনে করলে কাজটা আপনি করবেন। ভাল মনে না করলে করবেন না। আমি বলতে চাইছি, রাহাত খান আমাকে কোন কথা দেননি। তবে আপনার যোগ্যতা বা সুনাম সম্পর্কে মোটামুটি সবই আমাদের জানা আছে। আমরা জানি এ কাজ শুধু আপনার পক্ষেই সম্ভব।'

'তাহলে প্রথমেই আপনাদের সমস্যাটা কি ব্যাখ্যা করুন,' পরামর্শ দিল রানা।

'সরি, মি. রানা, তার আগে প্রাসঙ্গিক দু'একটা প্রশ্ন করে নিতে চাই আমি,' বললেন স্যার বোথাম। 'কয়েকটা ব্যাপার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে কথা বলতে সুবিধে হবে আমার।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। চোখে কৌতূহল ও প্রশ্ন।

সিমসন এখনও দাঁড়িয়ে, স্যার বোথাম তাঁর দিকে তাকাতে খুক করে কাশলেন, তারপর প্রথম প্রশ্নটা করলেন, 'প্রথমেই আমরা জানতে চাই, মার্সেনারিদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে কিনা। প্রয়োজন হলে পঞ্চাশ বা একশো জন মার্সেনারিকে আপনি ডাকতে পারবেন কিনা।'

'নির্ভর করে কি ধরনের চুক্তি হতে যাচ্ছে তার ওপর,' জবাব দিল রানা। 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, চুক্তি ছাড়া কোন কাজে হাত দেয় না ওরা। আর এ-ধরনের চুক্তি সাধারণত কোন সরকারের সঙ্গে হয়।'

'কেন?'

'কারণ শুধু কোন সরকারই ওদেরকে ভাড়া করার সামর্থ্য রাখে।'

সিমসন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে স্যার বোথাম বললেন, 'আমি একটা সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিত্ব করি, মার্সেনারি ভাড়া করার সামর্থ্য আমার আছে। আপনি শুধু জানান যে...'

'ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, আমি ডাকলে অনেকেই তারা আসবে,' বলল রানা। 'তবে রাজি হবার আগে জানতে হবে কি কাজ করতে হবে ওদের।'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন,' বললেন স্যার বোথাম; দেখে মনে হলো খানিকটা স্বস্তিবোধ করছেন তিনি। 'কঙ্গোর বিতাড়িত প্রধানমন্ত্রী ইউনুস উসুমবুরার কথা তো আপনার মনে আছে, তাই না? এ-ব্যাপারে কাউকে আমি কোন প্রশ্ন করিনি, এমন কি রাহাত খানকেও না। তবে আমাদের কানে এসেছে যে দু'বছর আগে তাঁকে রক্ষা করার যে দায়িত্বটা আপনি পান, সেটায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন।'

রানার চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, শান্ত ও নির্লিপ্ত। 'একটু ভুল হলো,' বলল ও। 'ইউনুস উসুমবুরাকে রক্ষা করার কোন দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। কায়রোয় আসছেন বলে আমাকে তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কায়রোয় তিনি পৌঁছুনোর পর আমি যেন তাঁর নিরাপত্তার দিকটা দেখি। এয়ারপোর্টে ছিলাম আমি, কিন্তু প্লেনটা পৌঁছায়নি। মাঝ আকাশে তাঁকে কিডন্যাপ করে সিআইএ। কাজেই এ-ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা যায় না।'

'প্রসঙ্গক্রমে বলছি, শোনা গেছে আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের সুসম্পর্ক ছিল। অথচ বিপদের সময় তাঁকে আপনি সাহায্য করেননি।'

'আপনি বোধহয় প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলছেন। সিআইএ-র যে এজেন্টের মাধ্যমে উসুমবুরা আমাকে খবর পাঠান সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। উসুমবুরা মারা গেছেন, এ খবর পাবার পর তাঁকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?' মনে মনে বিরক্ত বোধ করছে রানা, কাউকে জেরা করার সুযোগ দিতে অভ্যস্ত নয় ও।

'কিছু যদি মনে না করেন, ইউনুস উসুমবুরার সঙ্গে আপনার কি কোন ধরনের চুক্তি হতে যাচ্ছিল?' এ প্রশ্নটা সিমসনের।

অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্যে চুপ করে থাকল রানা।

'যদি মনে করেন আমরা আপনাকে জেরা করছি, তাহলে আমাদের ওপর অন্যায় করা হবে,' বললেন সিমসন। 'সব কথা শোনার পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, এত কথা জানতে চাওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। প্লীজ, মি. রানা।'

মনে মনে বসের মুণ্ডুপাত করছে রানা। এ কাদের কাছে ওকে পাঠিয়েছেন তিনি? 'হ্যাঁ, তবে সেটা টাকার বিনিময়ে নয়। কথা ছিল উসুমবুরা ক্ষমতায় ফিরে যেতে পারলে কম দামে বাংলাদেশের কাছে তামা বিক্রি করবেন। অত্যাচারী জেনারেল উবাণ্ডি বুটাকে উৎখাত করার একটা চুক্তি হতে যাচ্ছিল।'

'একটা দেশের সামরিক জান্তাকে উৎখাত করা, প্রায় অসম্ভব একটা কাজ নয়?' জিজ্ঞেস করলেন স্যার বোথাম।

একদৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'কঙ্গোয় একটা বাদে সবগুলো উপজাতির ওপর নির্যাতন চলছে। সবচেয়ে বেশি ভুগছে মুসলমান আর বালুবারা। এরা সবাই আমাদের সাহায্য করত। জেনারেল বুটা ক্ষমতা গ্রহণের পর আর্মিকে প্রথমে নিরস্ত্র, পরে ছাঁটাই করা হয়েছে, কারণ তারা প্রায় সবাই ছিল বৈধ প্রধানমন্ত্রী ইউনুস উসুমবুরার পক্ষে। অস্ত্র সরবরাহ করতে পারলে এদের সাহায্যও পেতাম আমরা। কাবু

করতে হত শুধু প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড আর প্যারামিলিটারি পুলিস ইউনিটকে। এ-দুটোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে গড়ে তুলেছেন জেনারেল বুটা। কাজটা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু এ-সব কথা তুলে এখন আর লাভ কি। আসল মানুষটাই তো বেঁচে নেই।'

'না,' বললেন স্যার বোথাম। 'তিনি বেঁচে আছেন।' চোখের পলকে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিলেন স্যার বোথাম। বললেন, 'খুবই অসুস্থ তিনি। প্রতিপক্ষ এবার তাঁকে মেরেও ফেলবে। তবে আজও তিনি বেঁচে আছেন, মি. রানা।' আবার হাত তুলে বাধা দিলেন রানাকে। 'আমি বরং প্রথম থেকে শুরু করি, কেমন? তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আমাদের মাথাব্যথাটা কোথায়।'

বাটলার কফি পরিবেশন করে ফিরে গেল।

মৃদুকণ্ঠে অনেকক্ষণ কথা বললেন স্যার বোথাম, খেই হারিয়ে ফেললে সেটা তাঁকে মাঝে মধ্যে ধরিয়ে দিলেন উইলফোর্ড সিমসন। কোন বাধা না দিয়ে তাঁর কথা শুনল রানা।

সেই যখন প্রথম টাকার প্রচলন শুরু হলো প্রায় তখন থেকেই মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর যাত্রা শুরু। এ এমন একটা পারিবারিক ব্যবসা, যা কোন সীমান্ত বা পরিধি মানে না। যুদ্ধ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, সমস্ত পরিচিত বিপদ এড়িয়ে আজও প্রতিষ্ঠানটা টিকে আছে। অতীতের মত আজও সরকার পরিবর্তনে এই ব্যাংক সূক্ষ্ম ভূমিকা রাখে, এমনকি সরকারকে বিপুল পরিমাণে টাকাও কর্জ দেয়।

ভাল যে-কোন ব্যাংক কাজ শুরুর প্রথম দিকেই গড়ে তোলে নিজস্ব একটা ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম। কাজকর্ম যত বাড়ে, তত বেশি তথ্য দরকার হয়, জানার প্রয়োজন পড়ে সারা দুনিয়ার রাজধানীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী কিভাবে এগোচ্ছে। এই প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয় দক্ষ একটা কুরিয়ার

সার্ভিস। বহুকাল ধরে সচেতন সরকারগুলো এই সার্ভিসের ওপর নির্ভর করছে। মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস দুনিয়ার সেরা সার্ভিসগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর তাই তাঁরা জানেন যে ইউনুস উসুমবুরা বেঁচে আছেন। শুধু তাই নয়, কোথায় তাঁকে রাখা হয়েছে তা-ও তাঁরা জানেন।

মার্চেন্ট ব্যাংকিং বিশাল একটা সাম্রাজ্যের মত, বা তারচেয়েও বড় কিছু। পরিবারের অনেক শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে, সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ব্যাংক। মার্চেন্ট ব্যাংকিং স্বাধীনভাবে কাজ করলেও, পারিবারিক অন্যান্য অসংখ্য ব্যাংকের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা একটা সিণ্ডিকেট তৈরি করেছে, যদি বা যখন কোন বড় ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তখন সবাই মিলে সেটার সমাধান খুঁজে বের করে। এই মুহূর্তে মার্চেন্ট ব্যাংকিং একটা সমস্যায় পড়েছে। কাজেই স্যার বোথাম কথা বলছেন সেই সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি হিসেবে।

এ কথা অনেকেরই জানা নেই যে কঙ্গোয় বড় ধরনের অনেক স্বার্থ আছে ব্রিটেনের। কঙ্গোয় দ্বিতীয় বৃহত্তম কনসর্টিয়ামের মালিক ব্রিটেন। কঙ্গোর সমস্ত হীরা বাজারজাত করার একচেটিয়া অধিকার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের। বেনগুয়েলা রেলওয়েও ব্রিটিশদের তৈরি। কাতাঙ্গা থেকে কপার আর কোবাল্ট সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত পরিবহনের কাজে লাগে এই রেলপথ।

অনেক বছর আগে ওঁদের সিণ্ডিকেট কঙ্গোর কপার মাইনে বিপুল টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সব মিলিয়ে বলতে হবে, অত্যন্ত লাভজনক বিনিয়োগ ছিল সেটা। এক সময় জানা যায়, দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ খনি ওগুলো। কঙ্গোয় গৃহযুদ্ধ কম হয়নি, তবু কপার মাইন থেকে সব সময় ভাল লাভ তোলা গেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল উবাণ্ডি বুটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বৈধ সরকারকে উৎখাত করার পর।

সামরিক অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে, এখবর আগেভাগে পেলেও ঠেকাবার

ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। কঙ্গো থেকে ইউনুস উসুমবুরাকে নিরাপদে বের করে আনার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। কপার মাইনের বেশ কিছু শেয়ার তাঁর কাছ থেকে কেনা হয়, টাকাটা দেয়া হয় তাঁকে সুইটজারল্যাণ্ডে—ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে কাজে লাগবে ভেবে।

স্বভাবতই ব্যবসার কৌশল হিসেবে ইউনুস উসুমবুরার কাছ থেকে কেনা কপার মাইনের শেয়ার জেনারেল উবাণ্ডি বুটাকে খুবই যুক্তিসঙ্গত দামে কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। তাঁকে খুশি করাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তিনি কপার মাইনে সিণ্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষা করেন। সিণ্ডিকেটের কর্মকর্তারা রাজনীতিতে জড়াতে চাননি, বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনই তাঁদের লক্ষ ছিল।

প্রথম দিকে সব ভালভাবেই চলছিল। বিশৃংখলা দেখা দিল উবাণ্ডি বুটা সামরিক বাহিনী আর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসকে অবিশ্বাস করতে শুরু করায়। অসংখ্য সামরিক কর্মকর্তাকে সামান্য কারণে বা কোন কারণ ছাড়াই কোর্ট মার্শাল পাঠিয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করলেন তিনি। সাধারণ সৈনিকদের ছাঁটাই করা হয়, অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বাধ্য করা হয় নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতে। পরিবর্তে জে. বুটা গঠন করলেন মিলিশিয়া পুলিস ইউনিট। যেখানে যত বড় বড় ব্যবসা মুসলমানদের হাতে ছিল, সব তিনি নিজে কেড়ে নিলেন, অথবা ছিনিয়ে নিয়ে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে দান করলেন। কঙ্গোর অর্থনীতিতে এক তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। গ্রাম থেকে উপজাতিরা বিতাড়িত হলো, তারা ভিড় করল শহরগুলোয়। এক সময় দেখা গেল দেশটার বাজেট তৈরি হচ্ছে উবাণ্ডি বুটার ব্যক্তিগত চেক-এর মাধ্যমে, অর্থাৎ দেশের সমস্ত টাকা নিজের নামে ব্যাংকে জমা করেছেন তিনি। একা শুধু তিনি নন, তাঁর সিমবাস উপজাতির লোকজন গোটা দেশকে লুটেপুটে খেতে শুরু করল।

এরপর বিদেশী ঋণ চাওয়ার পালা। প্রথমে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকলেন

বুটা, তারপর আমেরিকার দিকে। দু'পক্ষই এক সময় তাঁর ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার যা দেয়ার তা তো দিচ্ছেই, নতুন ভাবে কিছু করা সম্ভব হলো না। ওদিকে চীনারা তাঞ্জানিয়া আর জাম্বিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। কোথাও থেকে আর কোন ঋণ পাবার আশা নেই বুঝতে পেরে কপার মাইনগুলোর দিকে নজর পড়ল তাঁর। তিন বছর আগে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জাতীয়করণ করলেন তিনি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেশের ভেতর স্থাবর সম্পত্তি দেয়া হলো, যা কিনা বিক্রয়যোগ্য নয়। বলাই বাহুল্য, এই ঘটনার পর কপার মাইন থেকে তাঁরা প্রায় কোন লাভই পাচ্ছেন না।

সর্বশেষ গোপন খবর হলো, কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কপার মাইনের বাকি অর্ধেকও জাতীয়করণ করা হবে। এ-ও শোনা যাচ্ছে যে বিদেশী কোম্পানীর যে-সব স্থাবর সম্পত্তি আছে তা-ও সব কেড়ে নেয়া হবে। তবে তার আগে নোংরা একটা কৌশল খাটাতে চাইছেন উবাঙি বুটা। এটাও গোপন একটা খবর। শোনা যাচ্ছে কপার মাইনের শেয়ারগুলো খুব কম দামে সিণ্ডিকেটকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব আসছে, বিনিময়ে বিভিন্ন খাতে মুক্তহস্তে বিনিয়োগ করতে হবে। এটা স্রেফ ব্ল্যাকমেইলিং।

সিণ্ডিকেটের সমস্যা হলো তাদের হাতে দর কষার মত কিছু নেই। আর সেজন্যেই এসপিওনাজ এজেন্সি বা মার্সেনারি গ্রুপকে ডাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর স্যার এডওয়ার্ড বোথাম তাঁর পুরানো বন্ধু রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, উদ্দেশ্য তাঁর সাহায্য-পরামর্শ নিয়ে এই সমস্যার সমাধান বের করা।

রানাকে দ্বিতীয়বার কফি পরিবেশন করা হলো। স্যার বোথাম ওকে সিগার অফার করলেন। তাঁর কথা এখনও শেষ হয়নি। আবার যখন শুরু করলেন, দেখা গেল মনোযোগ দিয়েই শুনছে রানা।

ইউনুস উসুমবুরা মুসলমান হলেও, সব ধর্ম ও উপজাতির লোক তাঁকে পছন্দ করত, এখনও জনগণের একমাত্র আশা বলতে তাঁকেই বোঝায়। কিন্তু আমেরিকানরা তাঁকে যথেষ্ট শক্ত মানুষ বলে মনে করেনি, কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উবাঙি বুটাকে তারা সাহায্য করে। সে-সময় ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকার অন্যান্য সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে সিদ্ধান্ত নেয় উসুমবুরাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, সিণ্ডিকেটের পরামর্শ তারা গ্রহণ করেনি।

জেনারেল বুটা কাউকে যদি ভয় করেন তো তিনি তাঁর পুরানো বন্ধু উসুমবুরা। বুটার জানা আছে জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কতখানি। সিমবাস উপজাতিকে বাদ দিলে, গোটা দেশের চার ভাগের তিন ভাগে বাস করে অন্যান্য উপজাতি, এরা সবাই হাতে অস্ত্র পেলে উসুমবুরার পক্ষে লড়বে। কিছু দিন থেকে জেনারেল বুটার কাছে একটা মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন উসুমবুরা। উসুমবুরা যখন সুইটজারল্যাণ্ডে ছিলেন, তাঁকে দু'বার খুন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তিনি। সে-সময় ইংল্যাণ্ডে নতুন সরকার এসেছে, ফলে উসুমবুরার নিরাপত্তার দিকটা নিশ্চিত করার জন্যে ডি-আই-সিক্সকে রাজি করতে পেরেছিল সিণ্ডিকেট। কিন্তু তারপরই জেনারেল বুটা খবর পান যে উসুমবুরা কায়রোয় পৌঁছে নিজেকে রানা এজেন্সির হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন। সিআইএ-কে ধরেন তিনি, তাদের সাহায্যে কিডন্যাপ করেন উসুমবুরাকে। উসুমবুরাকে কিডন্যাপ করে আলজিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তপ্ত পরিবেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হলে কঙ্গোয় নিয়ে যাবার কথা তাঁকে, বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ খুন করা হবে তাঁকে। অন্তত জেনারেল বুটার সেরকমই প্ল্যান ছিল। বাদ সাধল আলজিরিয়া সরকার। তাদের হাতে উসুমবুরা থাকায় জেনারেল বুটার ওপর প্রভাব খাটাতে শুরু করল তারা। জেনারেল বুটা প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও উসুমবুরাকে কঙ্গোয় পাঠাতে রাজি হলো না আলজিয়ার্স।

এর মধ্যে ঘটল আরেক ঘটনা। ইউনুস উসুমবুরা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলে গুরুতর অসুবিধে দেখা দিল। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহলে অলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই ঝামেলা এড়াবার জন্যে আলজিরিয়া সরকার ঘোষণা করল, উসুমবুরা মারা গেছেন। অবশ্য খবরটা প্রকাশ করা হলে মেরে ফেলা হবে উসুমবুরাকে, এই শর্তে তাঁর বেচে থাকার কথাটা নিকট আত্মীয়দের জানানো হয়েছে। ওদিকে জেনারেল বুটা প্রতিপক্ষের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার পর আতঙ্কে আছেন, কারণ জানেন মৃত প্রতিপক্ষ জনগণের মাঝখানে হাজির হলে কঙ্গোয় গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।

এখনকার পরিস্থিতি হলো, উসুমবুরাকে এখন আর দরকার নেই আলজিরিয়ার। কাজেই গোপনে তাঁকে জেনারেল বুটার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে তারা, নির্দিষ্ট কয়েকটা চুক্তি ও সহযোগিতার বিনিময়ে—তার মধ্যে কপার মাইনের মোটা কিছু শেয়ারও তারা পাবে।

আজ নভেম্বরের বিশ তারিখ। গোপন খবর হলো, জানুয়ারির পাঁচ তারিখে বা তারও আগে তাঞ্জানিয়ান সীমান্ত থেকে লেকের ওপর দিয়ে উসুমবুরাকে নিয়ে আসা হবে আলবার্টভিল-এর মিলিটারি ব্যারাকে। একই দিন জেনারেল বুটা লিওপোল্ডভিল ত্যাগ করবেন, মেরে ফেলার আগে পুরানো বন্ধু উসুমবুরার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে একবার দেখা করতে চান। আগেই ঠিক হয়েছে, উসুমবুরাকে কবর দেয়া হবে না, তার দেহাবশেষ গোটা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে।

এই পরিস্থিতিতে মাসুদ রানার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাইছে সিণ্ডিকেট। আলবার্টভিল থেকে উদ্ধার করে তার নিজ উপজাতির লোকজনদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ইউনুস উসুমবুরাকে। অবশ্যই জীবিত অবস্থায়। কিলিমবিতেই সংখ্যায় বেশি ওরা। সামরিক বাহিনী থেকে যাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে, বেশির ভাগই তারা এই এলাকার লোক, সংখ্যায় ত্রিশ হাজারের কম নয়। সামরিক ট্রেনিং পাওয়া এই ত্রিশ

হাজার উপজাতীয় সৈন্যকে অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে—সবাইকে অন্তত একটা করে অটোমেটিক রাইফেল, প্রচুর গোলাবারুদ, অল্প কিছু বাজুকা ও রকেট লঞ্চার, প্রয়োজন অনুসারে ট্যাংক-বিধ্বংসী মিসাইল। সম্ভাব্য যে-কোন তথ্য দিতে সিণ্ডিকেট প্রস্তুত। অস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিতে হবে রানা এজেন্সিকে, সেই সঙ্গে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও।

এই পর্যায়ে রানার কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলো।

রানা জবাব দিল, 'পরে।'

টাকা-পয়সা যা লাগবে সব দেয়া হবে সেন্ট্রাল ব্যাংক অভ জুরিখের একটা নাম্বারড অ্যাকাউন্ট থেকে। অ্যাকাউন্টটা উসুমবুরার নামে হলেও, ওখানে যে টাকা জমা পড়বে তা সবই সিণ্ডিকেটের। টাকা তুলতে হলে রানার সঙ্গে সিমসনের সইও লাগবে। ব্যাংক বা অ্যাকাউন্ট ধরে তদন্ত করলেও মার্চেন্ট ব্যাংকিং বা সিণ্ডিকেটের সঙ্গে ওটার কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না। অ্যাকাউন্টটা নমিনির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। লিয়াজোঁ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সিমসন, তাঁর সঙ্গে সিণ্ডিকেটের বা স্যার বোথামের কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। সিমসন প্রয়োজনে ডি-আই-সিক্স অথবা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাছ থেকে সীমিত সহযোগিতা আদায় করতে পারবেন, রানা যদি প্রয়োজন বলে মনে করে।

চেয়ারে হেলান দিলেন স্যার বোথাম। 'আমি আপনার প্রশ্ন শোনার জন্যে তৈরি, মি. রানা।'

'ইউনুস উসুমবুরাকে আমি শ্রদ্ধা করি,' বলল রানা। 'তাঁর প্রতি আমার একটা দায়িত্বও আছে। তিনি বেঁচে আছেন জানার পর...' কাঁধ ঝাঁকাল ও, তারপর আবার বলল, 'আপনাদের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে র[illegible] আমি। তবে, প্রজেক্টটা ফিজিব্‌ল্‌ কিনা বোঝার জন্যে কয়েকদিন সময় লাগবে। যদি সম্ভব বলে মনে করি, সিণ্ডিকেটের সঙ্গে একটা চুক্তি

হতে হবে আমার।'

মাথা ঝাঁকালেন স্যার বোথাম। 'ওয়েল অ্যাণ্ড গুড। মেনি মেনি থ্যাংকস, মি. রানা। চুক্তিতে উসুম্বুরা পরিবারের একজন সদস্যকেও আমরা সই করাব।'

'আরেকটা কথা,' বলল রানা। 'উসুম্বুরা আলবার্টভিলে ঠিক কবে পৌঁছুবেন? নির্দিষ্ট তারিখটা জানাতে হবে আমাকে।'

'আশা করি নির্দিষ্ট তারিখের সাত দিন আগেই আমরা তা আপনাকে জানাতে পারব।'

'আপাতত আর মাত্র একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'আমরা যখন উসুম্বুরাকে উদ্ধার করব, জেনারেল বুটাকে লিওপোল্ডভিলে আপনারা তখন কোন ভাবে দেরি করিয়ে দিতে পারবেন কি? আমি জানি, প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড ছাড়া কোথাও তিনি যান না। আমি চাই আমাদের সঙ্গে খুব কম লোক থাকবে।'

'সে ব্যবস্থা করা যায়,' বললেন স্যার বোথাম।

'ধন্যবাদ, আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।'

হাসলেন স্যার বোথাম, বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম খরচা আর ফী নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার তর্ক হবে।'

হাসল রানাও, বলল, 'চিন্তা করবেন না। কত খরচ পড়বে জানার পর একটা হিসাব পাঠিয়ে দেব আমি।'

বাটলার এসে খবর দিল, 'স্যার, ডাইনিং হলে লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়েছে।'

'কুককে বলো আমি আসছি,' বলে চেয়ার ছাড়লেন স্যার বোথাম, হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে রানার দিকে একটা হাত বাড়ালেন।

বিদায় নেয়ার সময় খোলা একটা দরজার ভেতর তাকাল রানা, দেখল ঘরের মাঝখানে পালিশ করা একটা টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে, রুপোর প্লেট সাজানো হয়েছে দু'জনের জন্যে।

*

লণ্ডনের পথে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ওরা, সিমসন প্রথম কথা বললেন, 'স্যার বোথামকে ক্ষমা করতে হবে, তিনি আপনাকে লাঞ্চ খেতে বলেননি। আসলে...'

হেসে ফেলল রানা। 'টেবিলে দু'জনের প্লেট দেখলাম। আরেকজন নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী?'

'স্যার বোথামের স্ত্রী ছ'বছর হলো মারা গেছেন,' বললেন সিমসন। 'স্ত্রী যখন বেঁচে ছিলেন, অবশ্য পালনীয় একটা নিয়ম মেনে চলতেন ওঁরা। স্যার বোথাম যেখানেই থাকুন, লাঞ্চ ও ডিনার খাবার সময় স্ত্রীকে পাশে রাখতে হবে। স্ত্রী মারা যাবার পরও নিয়মটা পালন করে যাচ্ছেন তিনি। আগে যেমন খেতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে নিজের সমস্যা নিয়ে কথা বলতেন, আজও তেমনি বলেন।'

'কথা বলেন? কার সঙ্গে? খালি প্লেটের সঙ্গে?'

'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন,' বললেন সিমসন। 'তাঁর স্ত্রীকে খাবার বা পানীয় পরিবেশন করা হয় না। আসলে স্যার বোথাম স্ত্রীকে এত ভালবাসেন যে কেউ যদি বাড়িটায় কিছুক্ষণ থাকে তার মনে হবে লেডি বোথাম এখনও ওখানে বসবাস করছেন। নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাবেন না, শুধু অনুভব করবেন।'

স্যার বোথাম শ্রদ্ধা করার মত একজন মানুষ, মনে মনে স্বীকার করল রানা। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও, 'এ-সবের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক, মি. সিমসন?'

'আমি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়গুলো দেখাশোনা করি, এই যেমন এটা।'

লণ্ডন হিলটনে আগেই রানার জন্যে একটা সুইট রিজার্ভ করা হয়েছে, সেখানে পৌঁছে দিয়ে বিদায় চাইলেন সিমসন। বললেন, 'আপনার কাছে আমার বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর আছে। আর কিছু দরকার?'

'হ্যাঁ। আবু সুফিয়ান নামে এক তরুণকে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে, যতদূর জানি লণ্ডনেই আছে সে,' বলল রানা। 'আমার কাছে তার ঠিকানা নেই।'

'আবু সুফিয়ান? আফগান? ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি?'

'আপনি তাকে চেনেন?'

'তার একটা ফাইল আছে আমাদের কাছে। ঠিক আছে, খবর নিচ্ছি। গুডনাইট, মি. রানা।'

'গুডনাইট।'

তিন

পুরানো তোবড়ানো মরিসটা পাকা চত্বরে ঢুকে পড়ল। এখান থেকে টেমস নদী দেখা যায়, জায়গাটা হার্লিংটন ক্লাবের কাছাকাছি। চত্বরটার সামনে ও দু'পাশে কয়েক সারিতে অনেকগুলো ফ্ল্যাটবাড়ি মাথা তুলে আছে। এদিকটায় অভিজাত পরিবারগুলো বসবাস করে, সবাই অগাধ টাকার মালিক, যদিও সে টাকা কে কিভাবে কামিয়েছে তা নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। গাড়ির হেডলাইট অফ করল আবু সুফিয়ান, সীটে হেলান দিয়ে ক্যানভাস রুফ-এ বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে।

লম্বা চওড়া পুরুষ সুফিয়ান, বয়েস পঁয়ত্রিশ, সুদর্শন চেহারায় ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি দারুণ মানিয়ে গেছে। তবে তার কালো চোখে বিষাদের ছায়া স্পষ্ট। মার্সেনারিদের সমস্যা হলো, একটা চুক্তির কাজ শেষ হবার পর দীর্ঘদিন বেকার বসে থাকতে হয়। বেপরোয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে যারা জীবন কাটায়, হিসেবী হওয়া তাদের যেন ধাতে সয় না। কাজ শেষ করার পর হাতে প্রচুর টাকা থাকায় খরচ অসম্ভব বেড়ে যায়, আরেকটা কাজ পাওয়ার আগেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কিছুদিন হলো সেই অবস্থা চলছে তার। নো ড্রাগস, মাফিয়া বসের সঙ্গে প্রথমবার যোগাযোগ হতেই বলে দিয়েছিল সে। পকেট খালি, আমার টাকা দরকার, যে-কোন জিনিস জায়গামত পৌঁছে দিতে রাজি আছি, শুধু ড্রাগস বাদে। কিন্তু ওরা তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। আর তাই ওদেরকে মূল্য দিতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি সামনের ফ্ল্যাটের টপফ্লোরে তাকাল সুফিয়ান। উজ্জ্বল আলো আর হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে ওখানে জমজমাট পার্টি চলছে। রেনকোটের পকেট থেকে ছোট একটা কাগজ মোড়া প্যাকেট বের করল সে, দু'হাতে লোফালুফি করছে। ঝিরঝির ঠাণ্ডা বৃষ্টি খুলির সঙ্গে চুলগুলোকে সেঁটে দিয়েছে, মুখ বেয়ে দাড়িতে নামছে ফোঁটাগুলো।

বিল্ডিঙে ঢুকে সিঁড়ির দিকে এগোল সুফিয়ান। এলিভেটরে ঢুকল দোতলা থেকে। ছ'তলায় নামল, প্যাসেজে বেরিয়ে এসে ট্রাউজারের পকেট থেকে রাশিয়ার তৈরি টোকারেভ ৭.৬২ মিলিমিটার অটোমেটিকটা বের করল। অ্যাকশন চেক করার পর ভেতরে ঢোকাল আট রাউণ্ডের অ্যামুনিশন ক্লিপ, তারপর আবার সেটা পকেটে চালান করে দিল। এই অস্ত্রটা কঙ্গোর একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে তার কাছে। সেবার কঙ্গোয় যে যুদ্ধটা হয়েছিল, ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে সেখানেই তার হাতেখড়ি, পনেরো হাজার সৈন্যের সঙ্গে মাসুদ রানার অধীনে লড়েছিল সে।

প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছে একটা দরজায় নক করল সুফিয়ান। পার্টিতে হৈ-চৈ হচ্ছে, আরও দু'একবার নক করতে হলো তাকে। দরজার গায়ে ফুটো আছে, তাতে একটা রক্তচক্ষু দেখা গেল। এরপর

কবাট সামান্য ফাঁক হলো, এখনও চেইন দিয়ে আটকানো।

'এখানে কি করছ তুমি?' মার্কিন উচ্চারণ, ইটালিয়ান টান আছে। 'তোমাকে না আমি বলে দিয়েছি, এখানে কখনও আসবে না!'

লোকটার পিছন থেকে এক তরুণ উল্লাসে চিৎকার করছে, 'বেইবী, আমার বাবা ছিল শয়তান, আর মা ছিল তার রক্ষিতা। তাই জন্ম থেকে উচ্ছৃঙ্খল আর বখাটে আমি। ওহ্ বেইবী, আই ওয়াজ বর্ন ওয়াইল্ড!'

সুফিয়ানের চেহারায় কোন মারমুখো ভাব নেই। পকেট থেকে প্যাকেটটা সামান্য একটু বের করে দেখাল সে। 'বিপদ,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বিড় বিড় করল।

'কেউ তোমার পিছু নিয়েছে?' দরজার ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল লোকটা। সুফিয়ান মাথা নাড়তে চেইন সরিয়ে দরজা পুরোপুরি খুলে দিল সে। 'ঠিক আছে, চলো বসের সঙ্গে কথা বলবে। ভেতরে ঢোকো, জলদি।'

ছোট একটা হলওয়ে ধরে খালি লিভিং রূমে আনা হলো সুফিয়ানকে। কালো ভেলভেটের পর্দায় দেয়ালগুলো ঢাকা, ফাঁকে ফাঁকে দামী কয়েকটা তৈলচিত্র ঝুলছে—সেগুলোই শুধু আলোকিত, কামরার আর কোথাও কোন আলো নেই। মেঝেতে সাদা কার্পেট। কামরার এক কোণে একটা বার, ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে আধ খালি বোতল আর ব্যবহার করা গ্লাস।

বেডরূম থেকে এক তরুণ বেরিয়ে এল। তার পরনে কোন কাপড় নেই, দুটো মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে আছে, তারাও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তিনজনই মদ খেয়ে চুর। কিংবা হয়তো হেরোইন খেয়েছে। 'আমার এখন দরকার,' দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় চিৎকার করছে তরুণ, 'বাক্স ভর্তি হুইস্কি, ঘর ভর্তি মেয়েমানুষ—শুধু এভাবেই নিজেকে ধ্বংস করার আনন্দ পাওয়া যেতে পারে!'

দাঁড়িয়ে পড়ল সে, মুখ খুলে তাকিয়ে থাকল সুফিয়ানের দিকে। 'তুমি? এখানে?' এতক্ষণে ফিরে আসছে চোখের দৃষ্টি।

'বলছে, বিপদ,' সুফিয়ানের পাশ থেকে বলল লোকটা। পেশীবহুল শরীর তার, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি রাখে। 'আপনি বরং মেয়ে দুটোকে ভেতরে পাঠিয়ে দিন। জিনিসটা ফিরিয়ে এনেছে ও।'

'অবশ্যই,' বলে মেয়ে দুটোকে ঠেলে বেডরূমে ঢুকিয়ে দিল তরুণ, তাদের পিছু নিয়ে নিজেও ঢুকল। একটু পরই বেরিয়ে এল সে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে। দরজা বন্ধ করে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার? কিসের বিপদ?' নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে।

'প্যাকেটে হেরোইন আছে, এ-কথা আমাকে জানানো উচিত ছিল,' নরম সুরে বলল সুফিয়ান, চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে আশপাশে আর কোন লোক আছে কিনা। 'আমি তো আগেই সাবধান করেছিলাম, ড্রাগস ছোঁব না।'

'ও, এই কথা! তো কি হলো?' একহারা গঠন, সুদর্শনই বলা যায় তরুণকে, যথেষ্ট লম্বাও। 'তোমার মত লোককে হরদম কিনছি আর বেচছি আমি।' সুফিয়ানের দিকে এগিয়ে এল সে, হঠাৎ করে হিংস্র একটা উল্লাস ফুটে উঠেছে চেহারায়। 'এখন তোমাকে নিয়ে কি করা হবে, বুঝতে পারছ? জানো, মাফিয়া বসের সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করার কি ফল? জিনিস ফিরিয়ে এনেছ, না? কাজেই সালভো এখন লাথি মেরে তোমার টেসটিকল ফাটাবে। তাই না, সালভো?'

'আমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল,' নরম সুরে আবার বলল সুফিয়ান, সালভোর দিকে ফিরে পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করল।

দ্রুত সালভোর পিছনে সরে গেল তরুণ, উত্তেজিত গলায় বলল, 'ব্যাটাকে উচিত শাস্তি দাও, সালভো। লাথি মেরে শালার বিচি ফাটাও। কি হলো!'

সালভো এক চুল নড়ল না। সে ঘামছে।

'এই কুকুরছানা, তোর বাপের পাশে এসে দাঁড়া,' তরুণের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে সালভোকে দেখাল সুফিয়ান। তার হাবভাব পুরোপুরি শান্ত, গলার অওয়াজ এখনও খুব নরম। 'কথা না শুনলে তোয়ালে খুলে নিয়ে জানালা দিয়ে নিচে ঝোলাব, দুনিয়ার লোক যাতে তোর ম্যানহুড দেখে মুগ্ধ হতে পারে। তারপর ফেলে দেব নিচে।'

এক সেকেণ্ড নড়ল না তরুণ, হাঁ হয়ে গেছে। তারপর এক হাতে তোয়ালেটা খামচে ধরে সালভোর পাশে এসে দাঁড়াল।

'এবার, সালভো,' বলল সুফিয়ান, 'কোনও চালাকি নয়, কেমন? কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। বেল্ট খোলো, তারপর ট্রাউজারটা পায়ে নামাও। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে ওটাও ফেলে দাও। মনে রেখো, তোমাকে আমি চেক করব।'

'ব্যাটাকে কাবু করো, সালভো!' প্ররোচিত করছে তরুণ। 'তুমি থাকতে একটা ছুঁচোর বেয়াদবি সহ্য করতে হবে আমাকে? লাফ দাও, কাবু করো ওকে!'

সুফিয়ানের চোখের দিকে তাকিয়ে বেল্টে হাত দিল সালভো।

'শালা বানচোত, কি বলছি কানে ঢোকে না?' কাঁপছে তরুণ। 'এই জন্যে তোকে ভাড়া করা হয়েছে?'

'আপনি চুপ করুন,' ক্লান্ত সুরে বলল সালভো। 'আপনার কোন ধারণা নেই, আমরা খুব কঠিন বিপদে পড়েছি।' তার ট্রাউজার পায়ের ওপর জড়ো হলো। শার্টের নিচে এখন শুধু আণ্ডারঅয়্যার।

'পা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দাও ট্রাউজার, তারপর শার্টটাও খোলো,' বলল সুফিয়ান, সালভো তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল, দেখাদেখি তরুণও। 'এবার দেয়ালের দিকে মুখ করে ওই খালি জায়গাটায় বসো,' ইঙ্গিতে একটা ফাঁকা জায়গা দেখাল সে।

নির্দিষ্ট জায়গায় বসার পর সালভো বলল, 'দেখো, ভাই, আমি জানি ও একটা পাঙ্ক। কিন্তু ভেবে দেখো, ও এখনও ছেলেমানুষ। তুমি তো

জানোই, ওর বাবা আমেরিকায় মাফিয়াদের নেতা। কাজেই নিজের সর্বনাশ না করে চলে গেলে ভাল হয় না? কথা দিচ্ছি, তোমাকে কোন ভাবে আঘাত করা হবে না। ঠিক আছে, আমরা জানলাম, ড্রাগস তোমার লাইন নয়। আমরা আর এ লাইনে তোমাকে টানব না। হলো?'

পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে তরুণের দিকে ছুঁড়ে দিল সুফিয়ান। 'খোলো,' বলল সে। তার নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করল তরুণ। প্যাকেট খোলার পর দেখা গেল ভেতরে হেরোইনের সাদা ও ছোট একটা স্তূপ রয়েছে। 'এটাই ছিল তোমাদের জন্যে আমার প্রথম কাজ,' আবার বলল সুফিয়ান। 'তোমাদের কপাল খারাপ, এটা যাকে দেয়ার কথা তার কাছে গিয়ে দেখি সে মারা যাচ্ছে। মেয়েটার এই অবস্থার জন্যে তোমাদেরকে আমি দায়ী করছি। মেয়েটা আমার চোখের সামনে মারা গেল, মাত্র একুশ বছর বয়েসে। তাকে দেখে আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল, সে-ও অনেক বছর আগে এভাবে মারা গেছে। আমি তাকে সত্যি ভালবাসতাম,' তার গলা আরও খাদে নামল। 'কাজেই এই জিনিস এখন তোমাদেরকে খেতে হবে।'

'হোয়াট!' তরুণের গলা থেকে যে চিৎকারটা বেরিয়ে এল তাকে আর্তনাদই বলা যায়।

'খাও,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সুফিয়ান। 'তোমরা দু'জনেই। ভাগে কমবেশি হওয়া চলবে না, অর্ধেকটা করে খাবে।'

'না,' বলে দাঁড়িয়ে পড়ল সালভো, কাতর আবেদনের ভঙ্গিতে সুফিয়ানে দিকে এগিয়ে এল সে। ক্লোজ রেঞ্জ থেকে তার কপালে গুলি করল সুফিয়ান। এক মুহূর্ত সিধে হয়ে থাকল সালভো। তারপর হেলান দিল পিছন দিকে, দেয়ালে ঠুকে গেল মাথাটা, কালো পর্দা ভিজে গেল রক্তে। মেঝেতে নেতিয়ে পড়ল লাশ।

'খাও,' তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল সুফিয়ান, পিছিয়ে এসে বেডরুমের দরজায় তালা দিল সে। 'এই শেষ, আর বলব না।'

বলতেও হলো না, সবটুকু হেরোইন একাই খেয়ে ফেলল তরুণ।

'আমি চলে যাচ্ছি,' বলল সুফিয়ান। 'স্টমাক পাম্প করে কোন লাভ হবে না। ভাবলাম খানিকটা বিষ মিশিয়ে দিলে মন্দ হয় না, তাহলে মরার আগে তুমি টের পাবে ব্যথা কাকে বলে। তাই দিয়েছি। একটু পরই পেশীতে অনুভব করবে ব্যথাটা। তারপর তোমার পিঠ বাঁকা হতে শুরু করবে। বলা যায় না, শিরদাঁড়া ভেঙেও যেতে পারে।'

দরদর করে ঘামছে তরুণ।

'মেয়েটা দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে মরেছে, তুমি মারা যাবে দশ মিনিটের মধ্যে। সত্যি তুমি ভাগ্যবান।' তরুণ চিৎকার জুড়ে দিল, সেদিকে কান না দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুফিয়ান।

বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে এসে রেইনকোটের কলার তুলে দিয়ে ঘাড় ঢাকল সুফিয়ান। তরুণের পরিবার সম্পর্কে জানে সে, জানে যে-কোন মূল্যে ওরা তাকে খুঁজে বের করবে। তার নাগালের মধ্যে কোথাও এমন কোন গর্ত নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে সে। তবে মৃত্যুর কথা ভেবে তার ভয় লাগছে না। সে নিজেকে নিয়ে গর্বিত একজন পুরুষ, তার একটা নীতি আছে। টাকার অভাবে যখন ড্রাগস বহন করতে হয়, বুঝতে হবে পথের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে জীবনটা। তারপর আর বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না, কোন মানে হয় না আগামীকালের জন্যে অপেক্ষা করার।

মুখ তুলে ফ্ল্যাটবাড়ির টপ ফ্লোরে একবার তাকাল সে। তারপর গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারের পথে পা বাড়াল।

লণ্ডন হিলটনে রাতটা খুব ব্যস্ত কাটল মাসুদ রানার। নিজের সুইট থেকে সরাসরি আমস্টারডামে ফোন করে প্রথমে সেলিনা নাসিমের সঙ্গে কথা বলল, জানাল, 'মামুন শেখকে দরকার আমার। কোথায় পাওয়া যাবে তাকে, বলতে পারো?'

মামুন শেখ মাঝে মধ্যে রানা এজেন্সির হয়ে কাজ করলেও, আসলে সে মার্সেনারি। তবে মার্সেনারী হলেও, পাইলট হিসেবে খুব দক্ষ সে। জন্ম ভারতে, পরকীয়া প্রেমের কারণে মাকে তার বাবা খুন করায় দেশ ছেড়ে চলে আসে। রানার সঙ্গে পরিচয় মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে, রানাই তাকে আমস্টারডামে নিয়ে এসে নাসিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ভাল পাইলট, চার্টার কোম্পানিতে কাজ পেতে তার কোন অসুবিধে হয় না।

'আমার সঙ্গে লাস ভেগাসে যেতে রাজি হলে না, এখন আবার মামুনকে খুঁজছ, ব্যাপারটা কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল নাসিম।

খুলে না বললেও, মামুনকে কেন দরকার তার সামান্য আভাস দিতে হলো। রানার কথা শেষ হতে নাসিম অভিমানের সুরে বলল, 'মামুনকে দরকার, আমাকে কেন দরকার নয়?'

রানা বলল, 'ফোনে সব খুলে বলা সম্ভব নয়। শুধু বলি, যে কাজটায় হাত দিতে যাচ্ছি তাতে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক।'

অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নাসিম বলল, 'তোমার ঠিকানা দাও, মামুনকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কখন পৌঁছুতে হবে?'

রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসের ঠিকানা দিয়ে রানা বলল, 'সম্ভব হলে কালই পৌঁছুতে হবে।'

'কালই আসছি আমরা,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল নাসিম, রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই।

চিন্তিত দেখাল রানাকে। বন্ধুপত্নী নাসিমকে খুব ভাল করে চেনে ও। যা জেদি মেয়ে, এড়ানো খুব কঠিন হবে। আবার ডায়াল করল ও, এবার কথা বলল ফরহাদের সঙ্গে। নাসিম আর মামুন কাল লণ্ডনে পৌঁছুবে শুনে ফরহাদ জানাল, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে সে, তিনজন একই প্লেনে আসবে। সে জানতেও চাইল না, কেন তাদেরকে ডাকছে রানা।

ওর প্রতি আনুগত্য আর বিশ্বাস এতই প্রবল তার, ও বললে নরকে যেতেও আপত্তি করবে না।

এরপর রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় ফোন করল রানা। মেসেজ দিল, কায়েস চৌধুরী আর আবীর মাহমুদকে কাল শেফ হাউসে পৌঁছুতে হবে। এঁরা দু'জনেই রানা এজেন্সির সদস্য, দু'জনেই এক সময় সৈনিক ছিলেন, যদিও পরবর্তী সময়ে দেহরক্ষী হিসেবে বিশেষ ট্রেনিং নিয়েছেন। অতীতে মার্সেনারি হিসেবেও বহু জায়গায় কাজ করেছেন ওঁরা। মেসেজ দেয়ার পর কঙ্গোর ফাইলটা হোটেলে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিল রানা। যোগাযোগ কেটে দিয়ে ডায়াল ঘোরাল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের নম্বরে। চীফ মারভিল লংফেলোকে পাওয়া গেল না, ডেপুটি চীফকে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর ডিরেক্টর স্যার বোথাম সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছলে জানিয়ে রাখল কঙ্গোয় বড় ধরনের একটা অপারেশন ঘটতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এ-ব্যাপারে কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে, হালকাভাবে এ-প্রশ্নটাও উত্থাপন করল ও। সবশেষে বলল, 'কাল বা পরশু আমি আবার ফোন করতে পারি।'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা দরকার, তবে এগোতে হবে ধাপে ধাপে। বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রথমে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল ও। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় আছে ওর, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু আভাস দেয়ার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন তিনি। কুশল বিনিময়ের পর সরাসরি প্রশ্ন করল রানা, উবাণ্ডি বুটাকে উৎখাতের জন্যে কঙ্গোয় একটা সামরিক অভিযান শুরু হতে যাচ্ছে, উসুমবুরা পন্থী বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ সরকার কি সাহায্য করতে আগ্রহী? হ্যাঁ, অবশ্যই, উসুমবুরা পন্থীরা ক্ষমতায় এলে কঙ্গোয় ব্রিটিশদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা হবে। যদি আগ্রহ থাকে, প্রধানমন্ত্রী যেন রানাকে আলোচনা করতে ডাকেন।

সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ওখানে ওর এক বন্ধু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। গল্পচ্ছলে তাঁকে জিজ্ঞেস করল রানা, কঙ্গোর সম্পর্কে মার্কিন নীতি এখন কি? জবাব এল, আমেরিকানরা উবাণ্ডি বুটার ওপর সাঙ্ঘাতিক খেপে আছে। দেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই স্বৈরাচার। কঙ্গোয় সামরিক অভিযান শুরু হলে আমেরিকা কি হার্ডওয়্যার দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হবে? ইতিবাচক জবাব পেল রানা। সিআইএ-এর পুরানো কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন আর সিআইএ উবাণ্ডি বুটার পক্ষে কাজ করছে না, বরং ভেবে দেখছে তাঁকে উৎখাত করা যায় কিনা। 'আমি সাহায্য করতে পারি,' বলল রানা। 'আপনি ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিন। ফোনে আলাপ করতে অসুবিধে থাকলে, আলোচনার জন্যে উঁচু পদের কাউকে লণ্ডনে পাঠাতে হবে। কারণ লণ্ডন ছেড়ে কয়েকদিন আমি নড়তে পারব না। এখানকার অ্যাম্বাসাডরকেও দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে।' কর্মকর্তা ভদ্রলোক রানার কথা মত কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কঙ্গোর ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে রাত তিনটের দিকে শোয়ার প্রস্তুতি নিল রানা। বিছানায় মাত্র উঠেছে, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। ভুরু কুঁচকে রিসিভার তুলল ও। 'মি. রানা?' উইলফোর্ড সিমসনের গলা।

'বলছি।'

'যে লোকটার কথা আপনি বলেছিলেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, আফগান, আবু সুফিয়ান। শোয়ার আগে ভাবলাম কয়েকটা টেলিফোন করে দেখি তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। এই মাত্র এক জায়গা থেকে সাড়া পেলাম। আপনার লোক সাঙ্ঘাতিক বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। জানি না, এতক্ষণে হয়তো মারাই গেছে।'

'কেন, কি ঘটেছে?' এক নিমেষে কঠিন হয়ে গেল রানার চেহারা।

'মাফিয়া পরিবারের দু'জন লোককে আজ রাতে মেরে ফেলেছে সে। তাদের মধ্যে একজন এখানকার গড ফাদারের নিকট আত্মীয়। সে এখন পালিয়ে আছে।'

'শহরেই?'

'নিশ্চয়ই তাই। ঘটনাটা ঘটার পরপরই গোটা শহর সীল করে দিয়েছে ওরা। তার মাথার জন্যে বিরাট অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।'

চুপ করে থাকল রানা। কল্পনায় দেখতে পেল, একা অন্ধকার রাস্তায় হাঁটছে সুফিয়ান, মাফিয়াদের জালটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে তার চারপাশে। 'আপনি বাড়িতে তো? আমি এখুনি আসছি। আপনি চারদিকে যোগাযোগ করুন, দেখুন তার কোন হদিস বের করতে পারেন কিনা। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি।'

ট্যাক্সিতে বসে রানা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, সুফিয়ান এখন আর রাস্তায় নেই। অত্যন্ত সতর্ক লোক সে, ইতিমধ্যে নিরাপদ কোন গর্তে লুকিয়ে পড়েছে। সিমসনও ওর সঙ্গে একমত হলেন। ওর অপেক্ষায় বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করছিলেন তিনি। নিজেই কফি বানিয়ে খাওয়ালেন। বললেন, 'এই মুহূর্তে মাফিয়া বা আমরা, কেউ তাকে খুঁজে পাব না।'

বসেনি রানা, হাতে কাপ নিয়ে সীটিংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। 'মি. সিমসন,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও, 'সুফিয়ানকে বাদ দিয়ে আমি যাচ্ছি না।'

হতভম্ব দেখাল সিমসনকে। 'আপনি বলতে চাইছেন সুফিয়ানের কোন বিকল্প নেই? তার বদলে অন্য কেউ হলে চলবে না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। সুফিয়ান আমার সঙ্গে কঙ্গোয় যুদ্ধ করেছে, সেই যুদ্ধে পরস্পরের প্রাণ বাঁচিয়েছি

আমরা। তার এই বিপদের সময় লণ্ডন ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনি তাকে মাফিয়াদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?' সরাসরি জানতে চাইলেন সিমসন।

'হাতে সময় পেলে পারব। তবে যেহেতু পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, কি অবস্থায় কোথায় আছে সে তা-ও যখন জানি না, ধরে নিতে হবে হাতে সময় নেই। কাজেই আপনাদের সাহায্য লাগবে।'

'কি সাহায্য?'

'স্যার বোথামকে বলব, আপনি এখুনি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করুন। তার আগে বলুন ঠিক কি করেছে সুফিয়ান।'

'মাফিয়া পরিবারের এক অস্থির ছোকরাকে ব্যবসা শেখার জন্যে লণ্ডনে পাঠানো হয়। এখানে আসার পর তার চোখ খুলে যায়, নিজের আলাদা একটা অর্গানাইজেশন দাঁড় করিয়ে ফেলে। এটার সঙ্গে পরিবারের কোন সম্পর্ক নেই বলেই আমার ধারণা। যাই হোক, সুফিয়ানকে ওরা কুরিয়ার হিসেবে কাজে লাগায়। প্রথমবারই সে বুঝে ফেলে যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে হেরোইন দেয়া হয়েছে তাকে। মাথায় রক্ত চড়ে যায় তার। বডিগার্ডকে গুলি করে মাথায়, ছোকরাকে প্যাকেটের হেরোইন খেতে বাধ্য করে। হেরোইনের সঙ্গে কোন ধরনের বিষ মেশানো ছিল। সন্দেহ নেই, ছোকরার পেটের ভেতর মশাল জ্বলে ওঠে। খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে সে।'

সিমসন থামতে রানা জানতে চাইল, 'পুলিস কি তাকে খুঁজছে?'

মাথা নাড়লেন সিমসন। 'অন্তত অফিশিয়ালি নয়। এ-ধরনের পাবলিসিটি মাফিয়া পছন্দ করে না। স্যার বোথামকে ইতিমধ্যেই ঘটনাটা জানানো হয়েছে, মি. রানা। তিনি কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

হাতের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ারে বসল রানা।

'আপনার যদি অসুবিধে না হয়, এখানে আমি আধ ঘণ্টা একা থাকতে চাই,' বলল ও। সিমসন মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। পিছন থেকে রানা আবার বলল, 'দুই শীট কাগজ আর একটা বলপয়েন্ট চাই আমার, প্লীজ।'

দুটো তালিকা তৈরি করল রানা। প্রথম তালিকায় সুফিয়ানের বন্ধু-বান্ধবদের নাম থাকল, যাদের সম্পর্কে ওর জানা আছে। আর দ্বিতীয় তালিকায় থাকল সুফিয়ান আসা-যাওয়া করত এমন সব জায়গার নাম। প্রথম তালিকাটা ছোট হলো, কারণ সুফিয়ান নিঃসঙ্গ পুরুষ, একা থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

ভোর সাড়ে চারটে থেকে কাজ শুরু করল রানা। রবিবার, সকাল হবার পরও রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকল। সাড়ে ছ'টায় একটা কাফেতে বসে ব্রেকফাস্ট সারল ও। ইতিমধ্যে যে সব লোকের কাছে গেছে ও, কেউ তারা সুফিয়ান সম্পর্কে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারেনি। কয়েকজনকে পাওয়া যায়নি, ঠিকানা বদলে অন্য কোথাও চলে গেছে। আর যে-সব ক্লাব বা বারে তার আড্ডা দেয়ার কথা, বেশিরভাগই বিকেলের আগে খুলবে না।

লণ্ডনের পথে আবার হাঁটা শুরু করল রানা। সুফিয়ানের অভ্যাস আর শখ সম্পর্কে ভাবছে ও। চার বছর আগের কথা জানে ও, মাউন্ট স্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল সুফিয়ান। দর্শন ও ধর্মীয় বই, পেইন্টিং আর মিউজিক, তখন এ-সবই ছিল তার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী।

সেখানে গিয়ে জানা গেল দু'বছর আগেই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে সুফিয়ান। তবে কিং'স রোডের একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। না, সেখানেও থাকে না সুফিয়ান। এরপর আরও তিনটে ঠিকানায় ঢুঁ মারল রানা। প্রতিটির অবস্থা আগেরটার চেয়ে করুণ, বোঝা যায় সুফিয়ানের আর্থিক অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে গেছে। মনে মনে রাগ হলো রানার। বোকাটা ওর সঙ্গে কেন যোগাযোগ করেনি! রানা এজেন্সির

ঠিকানা কি তার জানা নেই?

সুফিয়ানের সর্বশেষ ঠিকানা যেটা পাওয়া গেল সেটা মান্ধাতা আমলের একটা রূমিং হাউস, বেসওয়াটার-এর কাছাকাছি।

ওখানে রানার আগে পৌঁচেছে মাফিয়া। ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়ানো একটা গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করছে দু'জন। রানা জানে, ভেতরেও ওদের লোক আছে। ধীর পায়ে রূমিং হাউসটাকে পাশ কাটিয়ে এল ও। অন্তত এখনও টিঁকে আছে সুফিয়ান। কিন্তু কতক্ষণ?

রূমিং হাউসে নেই সুফিয়ান, এটা পরিষ্কার। তার ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করছে ওরা। তালিকায় আরও একবার চোখ বুলাল রানা। তারপর হাতঘড়ি দেখল। স্যার বোথামের সঙ্গে এখুনি একবার কথা হওয়া দরকার ওর। লুইগি বেনোর সঙ্গে কথা বলার সময় স্যার বোথামকে পাশে রাখতে হবে।

সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্যার বোথামের বাগানে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি ছেড়ে গেছে, আকাশ প্রায় পরিষ্কার। রানা ও স্যার বোথাম একটা টেবিল সামনে নিয়ে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে আছে, একজন আগন্তুককে নিয়ে বাগানে ঢুকলেন সিমসন। 'মে আই ইনট্রোডিউস স্যার এডওয়ার্ড বোথাম...,' শুরু করলেও, শেষ করতে পারলেন না। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোলেন লুইগি বেনো। দশাসই পুরুষ তিনি, লণ্ডনে তিনিই মাফিয়াদের গডফাদার। বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন, স্বাস্থ্য দেখে মনে হবে এখনও বুনো একটা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে পারবেন। তবে চোখ দুটো একদম ঠাণ্ডা।

সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন বেনো। রানা আগেই চেয়ার ছেড়েছে, দেখাদেখি স্যার বোথামও। 'আগেও আমাদের দেখা হয়েছে, মি. রানা। অনেক বছর আগে, বোস্টনে।'

'ও, হ্যাঁ, মি. বেনো, আমার মনে পড়ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে

দিই…,' রানাও কথা শেষ করতে পারল না।

স্যার বোথামের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে লুইগি বেনো বললেন, 'আমরা পরিচিত, মি. রানা। মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর মক্কেল আমরা। হাউ ডু ইউ ডু, স্যার বোথাম?'

ম্লান হাসলেন স্যার বোথাম। 'হাউ ডু ইউ ডু। দেখুন না, আকাশের কি বিচ্ছিরি অবস্থা, আবার বোধহয় বৃষ্টি আসবে।'

বেনো তার ইটালিয়ান বাচনভঙ্গি গোপন করছেন না, তবে পরেছেন পুরো দস্তুর ইংলিশ ড্রেস। 'আমার ধারণা ঠিক উল্টো,' বললেন তিনি। 'ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া আমার ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, সিরিয়াসলি চিন্তা করছি এ দেশে থেকে যাব কিনা।' হাসলেন তিনি।

'হুট করে কোন সিদ্ধান্তে আসাটা কি উচিত হবে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন স্যার বোথাম।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ দপ করে নিভে গেল হাসিটা। 'রোববারটা সাধারণত আমার পরিবারের জন্যে আলাদা করে রাখি,' রানার দিকে ফিরে শীতল কণ্ঠে বললেন বেনো। 'আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ,' হাসিমুখে বলল রানা। 'বসবেন না, মি. বেনো?' তিনজনই বসল ওরা, রানা আর লুইগি বেনো মুখোমুখি। আমরা চাইছি, মি. বেনো, সুফিয়ানকে আপনারা রেহাই দেবেন।'

গডফাদারকে চমকে উঠতে দেখে বোঝা গেল বিস্ময়ের বিষম একটা ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। 'অসম্ভব,' এক কথায় জবাব দিলেন তিনি। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। 'শুধু যদি এটাই বলার থাকে, আমি তাহলে এখন উঠব, মি. রানা। সময়ের খুব অভাব আমার।'

দু'জনকেই চুরুট অফার করলেন স্যার বোথাম। মাথা নাড়লেন বেনো। ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। তারপর বলল, 'মি. বেনো, আপনার সঙ্গে আমার অমিলটাই বেশি, মেলে শুধু একটা জিনিস—

দু'জনেই আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর মানুষ। আপান আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ। আমি চাই সুফিয়ানকে আপনারা রেহাই দেবেন।'

মুখ উঁচু করে তাকালেন বেনো। তারপর অবিশ্বাসে হেসে উঠলেন। 'আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন?'

'আমি আপনাকে যুক্তির পথে আসতে বলছি।'

রানার ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন বেনো। রানার অনেক গল্প শুনেছেন তিনি, সবগুলো যে বিশ্বাস করেছেন তা নয়। তবে এই মুহূর্তে রানাকে তাঁর সিরিয়াস বলে মনে হলো। 'দেখুন,' বললেন তিনি, 'সম্ভব হলে আপনাকে আমি সাহায্য করতাম, কিন্তু কোন উপায় নেই। বডিগার্ডের কথা আমি ভুলে যেতে পারি। সে তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মরেনি। কিন্তু ছেলেটা ছিল আমার আপন ভাইয়ের একমাত্র সন্তান।'

'খুব একটা ক্ষতি হয়নি আপনাদের। বরং একটা ঝামেলা দূর হয়েছে।'

'তার বাবা শোকে পাগল হয়ে গেছে।'

'বললামই তো, ঝামেলা থেকে বেঁচেছেন। তিনিও।'

'আপনি চান তার বাবাকে আমি এ-কথা বলি?' রেগে গেলেন বেনো। 'তাছাড়া, আমার প্রটেকশনে ছিল সে।'

'সে আপনাকে ঠকাচ্ছিল।'

'আমরা তার বিহিত করতে পারতাম। এখন যদি আমরা সুফিয়ানকে খতম না করি, আমি আমার ভাইকে চিরকালের জন্যে হারাব, আর লণ্ডনের যে-কোন গুণ্ডা ধরে নেবে ফ্যামিলি মেম্বারদের গায়ে নির্ভয়ে হাত দেয়া যায়।'

'আপনি সুফিয়ানের বন্ধু-বান্ধবদের কথা ভাববেন না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তার কোন বন্ধু নেই।'

'রানা এজেন্সিতেই তো অসংখ্য বন্ধু আছে তার, আমিও তার একজন বন্ধু,' বলল রানা।

স্থির হয়ে গেলেন বেনো। 'আপনি? আপনি কেন সাধারণ একটা মার্সেনারির জন্যে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা কঠিন সুরে বলল, 'কেন বাদ দিন; আপনি একটা কনফ্রন্টেশন চান?'

বেনো নড়ছেন না। 'নিজেদের আমরা রক্ষা করতে জানি, মি. রানা।'

'সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'তবে এখনও আপনারা লণ্ডনে নতুন, ভাল করে জড় গেড়ে বসতে পারেননি। অবশ্য আপনি রক্তপাত ঘটাতে চাইলে কারও কিছু বলার নেই।'

হঠাৎ স্যার বোথামের দিকে তাকালেন বেনো। 'এর মধ্যে আপনার ভূমিকাটা কি?'

'আমি?' চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন স্যার বোথাম। 'আমি যতটা সম্ভব ফাইন্যানশিয়ালি আঘাত করব। আপনার ফ্যামিলির মেজর কয়েকটা ইনভেস্টমেন্টে বাধা দিয়ে দাঁড়াতে পারে মার্চেন্ট ব্যাংকিং। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে আমাদের সিণ্ডিকেট জনপ্রিয় কয়েকটা দৈনিকের মালিক? আপনাকে কথা দিচ্ছি, সুফিয়ান মারা যাবার পরদিন থেকে আপনি আর আপনার লেফটেন্যান্টরা নিয়মিত খবর হবেন, ফটোগ্রাফ সহ। আর রানা এজেন্সির সঙ্গে মাফিয়াদের যুদ্ধের খবর ফলাও করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপব আমরা।'

'কি করে ধরে নিচ্ছেন, আমরা আপনার নাগাল পাব না, স্যার বোথাম?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করলেন বেনো।

'পারবেন না, কারণ আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি রানা এজেন্সির হাতে তুলে দিয়েছি।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন বেনো। তারপর রানার দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'ফ্যামিলি ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। ঠিক আছে ধরুন, সুফিয়ানকে ছেড়ে দিলাম, বিনিময়ে আমরা কি পাব?'

'কি চান আপনি?'

আরও কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন বেনো। 'খুব বড় স্কেলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। এই মুহূর্তে টাকার খুব টানাটানি। মাঝারি আর দীর্ঘ মেয়াদী মর্টগেজ মানি দরকার হবে আমাদের।'

স্যার বোথামের দিকে তাকাল রানা। আজ সকালে স্যার বোথামের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করার সময় প্রসঙ্গটা তুলেছিল—মাফিয়া তাদের রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টে সহযোগিতা চাইতে পারে। স্যার বোথাম লুইগি বেনোকে বললেন, 'ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করব। বর্তমান ব্যাংক রেটের ওপর তিন পার্সেন্ট ঠিক আছে? খুঁটিনাটি দিকগুলো পরে আমরা ঠিক করে নেব?'

মাথা নাড়লেন বেনো। 'ব্যাংক রেটের ব্যাপারটা এখুনি ঠিক হওয়া দরকার। আমি বলি, ওয়ান পার্সেন্ট।'

এবার স্যার বোথামও মাথা নাড়লেন। 'ওয়ান-অ্যাণ্ড-আ-হাফ পার্সেন্টের নিচে নামতে পারি না।'

'রাজি,' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বললেন বেনো।

'আপনি তাহলে এখুনি পুরস্কারের ঘোষণাটা প্রত্যাহার করে নেবেন,' বলল রানা।

'তা কিভাবে সম্ভব?' মাথা নাড়লেন বেনো। 'আমাকে কাউন্সিলের মীটিং ডাকতে হবে। ভাইকে ফোন করে তার অনুমোদন নিতে হবে।' ঘাড় ফিরিয়ে স্যার বোথামের দিকে তাকালেন তিনি। 'ওয়ান-অ্যাণ্ড-আ-হাফ পার্সেন্টে টাকাটা আমরা পাচ্ছি, এটা নিশ্চিত তো?'

শেষবার মাথা নাড়লেন স্যার বোথাম। 'আমাকে সিণ্ডিকেটের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

চাপা গলায় বেনো বললেন, 'আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব আমরা।'

'ততক্ষণে আমাদের জবাবটাও তৈরি হয়ে যাবে,' হাসিমুখে জানালেন স্যার বোথাম।

চেয়ার ছাড়লেন বেনো। 'এবার তাহলে আমাকে বিদায় দিন।'

সিমসন তাঁকে পথ দেখালেন।

স্যার বোথামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিমসনের সঙ্গে চ্যানসেরি লেন-এ চলে এল রানা। অফিসটার নাম 'সিমসন, হোয়াইট অ্যাণ্ড ওয়াটসন চার্টার্ড ল্যাণ্ড সার্ভেয়ারস'। সুফিয়ানের একটা ফাইল আছে সিমসনের কাছে, সেটা দেখার জন্যেই এখানে রানার আসা। যে জিনিসটা দরকার, ফাইলে সেটা পাওয়া গেল। কাল রাত থেকে রানা শুধু সুফিয়ানের আস্তানা ও আড্ডার ঠিকানা খুঁজেছে। এই ফাইলে পাওয়া গেল কোথায় সে কাজ করেছে। ছবি আঁকার হাত খুব ভাল তার, প্রায়ই বলত সুযোগ পেলে গ্যালারি খুলবে। ফাইলে সেরকম একটা গ্যালারির তথ্য রয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসায় মার খেয়ে সুফিয়ান সেটা বিক্রি করে দিয়েছে। তবু ওখানে একবার গিয়ে দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'তার কি কোন দরকার আছে? মি. বেনো তো একরকম কথাই দিয়েছেন যে...'

'এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়,' বলল রানা। 'বলেছেন বটে সন্ধের মধ্যে খবর দেবেন, তবে আমার ধারণা মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। সম্ভব হলে তার আগেই সুফিয়ানকে আমি খুঁজে বের করতে চাই।'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফুলহ্যাম স্ট্রীটে চলে এল রানা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে, দরজায় লেখা হোল্ডিং নম্বরগুলো পড়ছে।

রাস্তা পেরুবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। ফ্যাশন বাটিক লেখা একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল ও। ভেতরে আলো জ্বলছে। বার কয়েক ধাক্কা দেয়ার পর আধবুড়ো এক ভারতীয় বা আফগান দরজা খুলে দিল, পরনে ঢোলা জোব্বা। পশতু ভাষায় বিরক্তি প্রকাশ করল সে। 'দেখতে পাচ্ছেন না, দোকান বন্ধ? কি চাই?'

লোকটা ছোটখাট, রানা দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। দোকানের ভেতর ঢুকে মেঝেতে নামাল তাকে। 'কথা আছে,' বলে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

লোকটা চিৎকার জুড়ে দিল, 'ফাহিম! ফাহিম!'

দোকানের ভেতর দিক থেকে জিনস আর টি-শার্ট পরা এক তরুণ বেরিয়ে এল, হাতে বালা, কামানো মাথা, পরনে লেদার জ্যাকেট। 'কি ব্যাপার? এত হৈ-চৈ কিসের?' রানাকে দেখে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল সে।

'ফাহিম, পুলিসে ফোন করো!' আধবুড়ো আফগান জরুরী তাগাদা দিল।

একটা সিগারেট বের করে ধরাল ফাহিম। 'কাকা, আপনি জানেন ওরা আমাদের ফোন লাইন কেটে দিয়ে গেছে।' নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে। রানার দিকে তাকাল সে। 'কি নাম আপনার? আমি ফাহিম। আর উনি আমার চাচা।'

নিজের নাম বলল রানা, তারপর জানাল, 'আপনার সাহায্য দরকার আমার। আমি এক পুরানো বন্ধুকে খুঁজছি। তার নাম আবু সুফিয়ান। সে খুব বিপদে আছে।'

'আবু সুফিয়ান নামে কাউকে তো আমরা চিনি না,' জবাব দিল ফাহিম।

'তাকে যদি আমি সময়মত খুঁজে না পাই, সে খুন হয়ে যাবে,' বলল রানা।

'আপনার কথা কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, তার কাছে আমাকে না নিয়ে গেলেও চলবে,' বলল রানা। 'আপনারা শুধু তাকে জানান যে আমি এসেছি।'

চাচা-ভাতিজা দৃষ্টি বিনিময় করল। ফাহিম বলল, 'বললাম তো, এই নামে কাউকে আমরা চিনি না।'

'রাস্তার মোড়েই একটা পাব আছে,' বলল রানা। 'যতক্ষণ ওটা বন্ধ না হয় ওখানে আমি বসে থাকব। তারপর কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

পাবে বসে বিয়ার চাইল রানা। একের পর এক অনেকগুলো ক্যান শেষ করল। কারও দেখা নেই। তারপর এক সময় পাব বন্ধ হয়ে যাবার সময় হয়ে এল। এবার উঠতে হয়। বিল মেটাচ্ছে রানা, পাবের বাইরে ফাহিমকে দেখা গেল। রানা বাইরে বেরুতেই ফিসফিস করল সে, 'আমার পিছু নিন।'

পিছু নিয়ে রানা জানতে চাইল, 'কতদূর?'

'কাছেই,' দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে জবাব দিল ফাহিম।

'সুফিয়ানের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'দেখা হয়নি, কথা হয়েছে…সে দরজা খোলেনি।'

দুটো রাস্তা পিছনে ফেলে একটা দরজার সামনে পৌঁছুল ওরা। 'থ্রি ফাদারস ক্লাব' লেখা একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল মাথায়, মরচে ধরা। দরজার ভেতর এলিভেটর বা লিফট নেই, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা। কাঠের সিঁড়ি নড়বড় করছে, প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙের মাথায় একটা করে নগ্ন বালব। তিন তলায় উঠে একটা দরজার সামনে থামল ফাহিম। দরজাটা ভারি ওক কাঠের, লোহার পাত দিয়ে আরও শক্ত করা হয়েছে, দরজার মাথায় গ্রিল। কড়া নাড়ল ফাহিম। গ্রিলের পিছনে শাটার সরে গেল, একটা মুখ দেখা গেল সেখানে।

'আমি আর আমার এক বন্ধু,' বলল ফাহিম। 'দরজা খোলো।'

তারপর রানার দিকে ফিরে ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল, 'এটা পুরানো একটা ক্লাব, আমরা কিনে নিয়েছি। নতুন করে উদ্বোধন করা হবে কিছুদিনের মধ্যে। মেরামতের কাজ চলছে। আমরা শুধু নিজেরাই ক্লাবের সদস্য।'

দরজা খুলে গেল। জিনস আর টি-শার্ট পরা এক আফগান যুবককে দেখল রানা। ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'কে ইনি?' ফাহিমকে জিজ্ঞেস করল সে।

'বন্ধু,' তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ফাহিম, রানা পিছু নিল। 'ওর নাম আলম,' রানাকে বলল সে। 'ইন্টেরিয়ার ডেকোরেটর। হিংস্র টাইপের, আমরা কেউ ওর সঙ্গে লাগি না।' কয়েকটা প্যাসেজ পার হয়ে ক্লাবের পিছন দিকে চলে এল ওরা। একটা হলঘরে গুটানো রয়েছে কয়েকটা কার্পেট। চারদিকে পাহাড় হয়ে আছে চেয়ার-টেবিল। কিচেনের ভেতর দিয়ে আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার দরজায় পৌঁছুল ওরা, মৃদু নক করল ফাহিম। 'সুফিয়ান, আমি ফাহিম। আমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।'

'মাসুদ ভাই?' বন্ধ দরজার ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল সুফিয়ান।

'হ্যাঁ।'

'ফাহিম,' জানতে চাইল সুফিয়ান, 'তুমি ঠিক আছ? মানে, নিরাপদ?'

'আমি?' ফাহিম অবাক। 'হ্যাঁ। কেন?'

'গুড,' বলল সুফিয়ান। 'সার্চ করো ওঁকে, দেখো ওঁর সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে কিনা।'

'সার্চ করব? কাকে?'

'মাসুদ ভাইকে,' জবাব দিল সুফিয়ান। 'তোমাদের সঙ্গে আরও কেউ আছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে সার্চ করো।'

রানাকে সার্চ করল ফাহিম। 'কিছু নেই।'

'দরজা খোলা আছে,' ভেতর থেকে বলল সুফিয়ান। 'ভেতরে সাবধানে, ধীরে ধীরে ঢুকবে তোমরা, দাঁড়াবে আলোর মাঝখানে। হাত দুটো শরীরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকতে হবে।'

দরজা খোলার পর দোরগোড়ায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। চোখের সামনে দুশো পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে, প্রায় অন্ধ মনে হলো নিজেকে। ধীরে ধীরে আলোটা সয়ে এল চোখে। বালবের পিছনে একটা কার্ডবোর্ড ঝুলছে, ফলে কামরার ভেতর দিকে আলো পৌঁছায়নি। এক কোণে সরু একটা কট-এ বসে রয়েছে সুফিয়ান। কটের সরাসরি ওপরে গ্রিল লাগানো। একটা ট্র্যাপ ডোর দেখা যাচ্ছে। সুফিয়ানের কোলের ওপর একটা আগ্নেয়াস্ত্র, সরাসরি রানার পেটের দিকে তাক করা।

আলোয় দাঁড়িয়ে আছে রানা, ওকে চিনতে পেরে কট থেকে নেমে পড়ল সুফিয়ান। সে কোন কথা বলল না, এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করল রানাকে। বুক থেকে তুলে তার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। সুফিয়ানের চেহারায় অনিদ্রা ও ক্লান্তির ছাপ।

'এ-ধরনের একটা পরিত্যক্ত ক্লাবে খোঁজ নেয়ার কথা কেউ ভাববে না,' বিড়বিড় করল সে। একটু একটু কাঁপছে।

'ওরা ভাববে,' বলল রানা। 'আমি এখন তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব।'

মাথা নাড়ল সুফিয়ান। 'আমি জানি, একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু আমি যাব না।'

'কেন, সুফিয়ান।'

'আমাকে না পেলে ওরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবে। সেজন্যেই আমি গভীর কোন গর্তে লুকাইনি।'

'আমাদের শুধু খানিকটা সময় দরকার,' বলল রানা। 'এখান থেকে বেরুতে পারলে আমার এজেন্সির সাহায্য পাব আমরা। ওরা যদি চায়, হোক একটা যুদ্ধ। তুমি যদি রাজি না হও, আমি তোমাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে যাব।'

'তা হয় না, মাসুদ ভাই। রাস্তায় বেরুলেই আমাকে ওরা গাছে বসা পাখির মত সহজ টার্গেট হিসেবে পেয়ে যাবে। তাছাড়া, আমার জন্যে আপনাকে আমি কোন ঝুঁকি নিতে দেব না। এখনও বোধহয় দেরি হয়ে যায়নি, আপনি চলে যান। আপনি চলে গেলে আমি একটু ঘুমাব। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

সুফিয়ানের দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। 'ভাবতে আশ্চর্য লাগছে আমার। এত সহজে তুমি হাল ছেড়ে দিয়েছ? ঠিক আছে, ঘুমাও তুমি। আমি দেখছি কি করা যায়।'

'হাল ছাড়ার ব্যাপার নয়। আমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে চাইছি, মাসুদ ভাই।'

রানার সামনে থেকে পিছিয়ে কটে উঠল সুফিয়ান। শুয়ে চোখ বুজল সে।

ঘরের দরজা খুলল রানা। এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফাহিম। 'ও ঘুমাচ্ছে,' তাকে বলল ও। 'যে-কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। তোমার বন্ধুদের নিয়ে এখুনি সরে যাও।'

'কেন? আমরা সাহায্য করতে চাই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'সাহায্য করতে হলে একজোড়া মেশিন গান লাগবে। যা বলছি শোনো। এক সেকেণ্ড,' বলে পকেট থেকে কিছু পাউণ্ড বের করল ও, ফাহিমের হাতে গুঁজে দিল। 'তোমার চাচাকে নিয়ে লণ্ডনের বাইরে কোথাও চলে যাও, দু'দিন পর ফিরবে।' ফাহিমকে বিদায় করে দিয়ে সুফিয়ানের কাছে ফিরে এল ও। ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে, নাক ডাকছে। তার হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে কামরার

চারদিকে তাকাল ও। কয়েক প্রস্থ খবরের কাগজ দিয়ে প্যাড তৈরি করে জানালায় আটকানো হয়েছে। কট ছাড়া ঘরে অন্য কোন ফার্নিচার নেই।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে কিচেনে নামল। ক্লাব এখন সম্পূর্ণ খালি ও অন্ধকার। সদর দরজাটা চেক করল ও। ভেতর থেকে সবগুলো বোল্ট লাগিয়ে দিল। ফেরার পথে প্রতিটি দরজা বন্ধ করল, প্রতি জোড়া কবাটের পিছনে ভারি ফার্নিচার টেনে এনে স্তূপ করল। এই ব্যারিকেড জোরাল কোন হামলা ঠেকাতে পারবে না, তবে হামলাকারীদের দেরি করিয়ে দেবে। এখন তো প্রতিটি সেকেণ্ড সোনার চেয়েও দামী। তাছাড়া, দরজার ভেতর অস্ত্র হাতে কেউ আছে জানার পর খুব কম লোকই দরজা ভাঙার সাহস পায়।

শেষ প্রস্থ সিঁড়ির ধাপগুলোও কাঠের, সেগুলো যথাসম্ভব দুর্বল করতে চাইছে রানা। সঙ্গে কিচেন নাইফ আছে, মাত্র দুটো ধাপ আলগা করা সম্ভব হলো, বাকিগুলো অতিরিক্ত মজবুত। এই ধাপ দুটোয় পা দিলে যে-কোন ওজনের লোক নিচে খসে পড়বে।

কামরায় ফিরে এল রানা। ঘুমের মধ্যে ছটফট করছে সুফিয়ান। খানিক পরপরই অস্ত্রের খোঁজে বিছানা হাতড়াচ্ছে সে। বিছানা থেকে তাকে বুকে তুলে নিল রানা, দরজা থেকে সবচেয়ে দূরের দেয়ালের কাছে নামিয়ে দিল। সুফিয়ানের ঘুম ভাঙেনি, তার গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল ও। পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকে গড়ায়, দরজায় ঠেক দেয়ার জন্যে কটটা ওর দরকার হবে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে টোকারেভটা পরীক্ষা করল রানা। টার্গেট পঁচিশ বা ত্রিশ গজ দূরে হলে এটার স্টপিং পাওয়ার ভালই। অ্যাকশন চেক করে দেখল রানা, সব ঠিক আছে। হাতঘড়ি দেখল, রাত কম হয়নি—পৌনে এগারোটা। সুফিয়ানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার পকেট সার্চ করল, আরও অ্যামুনিশন আছে কিনা দেখবে। ঘুম ভাঙল

সুফিয়ানের, এক হাতে চেপে ধরল রানার গলা। 'আমি, শান্ত হও,' বলল রানা। 'এখন সুস্থবোধ করছ তো? তোমাকে আমার দরকার হতে পারে।'

'আপনি শুধু শুধু ঝুঁকি নিয়ে থেকে গেলেন, মাসুদ ভাই।'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'তোমার কাছে এক্সট্রা অ্যামুনিশন নেই?'

'না।'

'তোমার ছেলে, কোথায় সে?'

অন্ধকারে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সুফিয়ান। 'সুইটজারল্যাণ্ডে। টাকা যা ছিল, সব তার নামে একটা ট্রাস্ট করে দিয়ে এসেছি। তারপর থেকেই খালি পকেটে ঘুরে বেড়াচ্ছি লণ্ডনে।' হাসল সে।

'মাফিয়ার সঙ্গে জড়াবার কারণটা বোঝা গেল।'

'আপনি সব জানেন, মাসুদ ভাই?'

'একটা কাজে দরকার বলে তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম,' বলল রানা। 'সেই সূত্রেই পেলাম খবরটা। সুফিয়ান, পকেট খালি তো রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করোনি কেন? ওরা তোমাকে কাজ দিতে পারত।'

'আমি রানা এজেন্সি চিনি না, আপনাকে চিনি।'

'ওখানে গিয়ে আমার খোঁজ করতে পারতে।'

সাহায্য-প্রার্থী হওয়া তার স্বভাব নয়। কথা না বলে চুপ করে থাকল সুফিয়ান। কয়েক সেকেণ্ড পর সে-ই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'আলোটা একবার জ্বালবেন, মাসুদ ভাই? তাহলে আমার ছেলের ছবিটা আপনাকে দেখাতে পারতাম।'

'আমি আলো জ্বাললে তোমার ছেলে তার পাপাকে হারাবে।'

'সে আমাকে পাপা বলেই ডাকে।'

'আসছি,' ফিসফিস করে বলল রানা। অন্ধকারে নিঃশব্দে এগোল ও। কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কিচেনে নামল, শুনতে পেল ইলেকট্রিক ড্রিল চালাবার যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে আসছে। সদর দরজা খুলে ফেলছে ওরা। অশ্রাব্য গালাগাল ভেসে এল। ফার্নিচার বাধা হয়ে রয়েছে, কবাট ফাঁক করা যাচ্ছে না। ওপরের ল্যাণ্ডিঙে বেরিয়ে এল সুফিয়ান। 'ওরা রাস্তায়, তাই না? আল্লাহ, সঙ্গে যদি একটা রাইফেল থাকত!'

কিচেনের পিছন দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ফার্নিচার সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল। খুব সাবধানে নড়াচড়া করছে। সম্ভবত দু'জন, তিনজনও হতে পারে। আলো জ্বালার চেষ্টা করল একজন, রানা ফিউজ খুলে রাখায় সম্ভব হলো না। কিচেনের বন্ধ দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল একজন, সেটা ঘুরল না। এরপর কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দেয়া শুরু হলো। দরজাটা তেমন শক্ত নয়, ভেঙে যাবার কথা, তবে ভারি কিছু ফার্নিচার ঠেক হিসেবে থাকায় ভাঙছে না এখনও।

নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অভিজ্ঞতা থেকে রানার মত ওরাও জানে যে সশস্ত্র একজন লোককে বন্ধ ঘরে কাবু করতে হলে গ্রেনেড হলো সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। তা না থাকলে মন্দের ভাল ছুটে এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা। ঠিক তাই করতে যাচ্ছে প্রতিপক্ষদের একজন। 'ওয়ান স্টেপ...টু...থ্রী...,' গুণে গুণে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। তার সঙ্গে রানাও গুণছে। এক সেকেণ্ডের নিস্তব্ধতা। তারপর ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল।

লোকটা ছুটে আসছে, তার পায়ের আওয়াজ গুণছে রানা। আর যখন এক পা এগোলেই দরজায় আঘাত লাগবে, পর পর দু'বার গুলি করল ও। যে আর্তচিৎকারটা শোনা গেল সেটা কোন মানুষের গলার বলে চেনা গেল না। পতনের ভারি শব্দটা এল এক মুহূর্ত পর। ইতিমধ্যে

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়েছে রানা, পাল্টা এক ঝাঁক বুলেটের জন্যে অপেক্ষা করছে।

কোন গুলি হলো না। তার বদলে শুনতে পেল শরীরটা টেনে সরিয়ে নেয়া হলো। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখল রানা। এগোরাটা পঁয়তাল্লিশ। এখনও কোন আওয়াজ নেই। সাবধানে পিছিয়ে ল্যাণ্ডিঙে সুফিয়ানের পাশে উঠে এল ও।

'পরের বার অস্ত্রটা আমি ব্যবহার করব,' বলল সুফিয়ান। 'চুপচাপ বসে থাকায় মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। মাসুদ ভাই, আপনার সঙ্গে অস্ত্র নেই কেন?'

'তোমাকে পাব, তারপর চিলেকোঠায় কোণঠাসা হয়ে পড়ব, জানতাম নাকি? তুমি তো জানোই, অ্যাকশনে না থাকলে সঙ্গে কখনও অস্ত্র রাখি না।'

লুইগি বেনো টেলিফোন করলেন স্যার বোথামকে। 'ব্যাংক ঋণের বিনিময়ে এখনও আপনারা সুফিয়ানকে চান?'

'চাই, ঋণ দেয়া হবে ব্যাংক রেটের ওপর দেড় পার্সেন্ট বেশি সুদে।'

'ঠিক আছে, সুফিয়ানকে রেহাই দেয়া হলো। মেসেজটা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।'

'আমি কৃতজ্ঞ,' বললেন স্যার বোথাম।

'তোমাকে আমার দরকার, কারণ কঙ্গো সম্পর্কে তোমার ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে,' সব ব্যাখ্যা করার পর বলল রানা। 'এ-ধরনের কাজে তুমিই সবচেয়ে ভাল প্ল্যানার। সুফিয়ান, বাইরে ওরা একদম চুপ মেরে আছে কেন বলো তো? মাফিয়া কি ওদেরকে ডেকে নিয়েছে?'

রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র হেভী ক্যালিবারের রাইফেল থেকে ঘন

ঘন গুলি হলো। চিলোকোঠার জানালা ভেদ করে ভেতরে ঢুকল চারটে বুলেট। 'রাস্তার ওপারের বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করছে ওরা,' মন্তব্য করল সুফিয়ান।

'আন্দাজে গুলি করছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কাজেই ভয়ের কিছু নেই।'

'কিন্তু রাইফেলের সঙ্গে যদি গ্রেনেড লঞ্চার জোড়া লাগানো থাকে?'

এক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। পরমুহূর্তে দু'জন একযোগে সিধে হলো, কট থেকে তোষকটা তুলে চেপে ধরল জানালার ওপর।

কিচেন থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। জানালার কাছে সুফিয়ানকে রেখে ছুটল রানা। ছোটার সময়ই শুনতে পেল রাস্তা থেকে কেউ একজন চিৎকার করছে। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুল ও, শুনতে পেল কিচেনের দ্বিতীয় দরজাটা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে টার্গেট পাবার অপেক্ষায় থাকল রানা। দরজাটা এখনও অটুট। তারপর চোখে পড়ল, কবাটের নিচের দিকে গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তটা এত বড় নয় যে একটা মানুষ গলতে পারবে, তবে আবার এত ছোট নয় যে অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড ঢুকতে পারবে না।

পায়ের আওয়াজ পেল রানা। ঘাড় ফেরাল। ওর পিছনে সুফিয়ান, দোরগোড়া থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। 'ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। এদিকটায় আমার লক্ষ রাখা উচিত ছিল,' বলল রানা।

'আপনার প্রস্তাব ওরা গ্রহণ করেছে, মাসুদ ভাই,' বলল সুফিয়ান। 'শুনতে পেলাম রাস্তা থেকে কেউ একজন তার লোকজনদের ডেকে নিচ্ছে।'

দরজার বাইরে এক লোক সুফিয়ানের নাম ধরে ডাকল।

'ইয়েস,' সাড়া দিল সুফিয়ান।

'পরের বার,' কঠিন প্রতিশ্রুতি ভেসে এল। তারপর লোকজনের

ফিরে যাবার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

চার

ডলফিন স্কয়্যারের সেফ হাউসে কায়েস চৌধুরী ও আবীর মাহমুদ গতকাল সকালে পৌঁচেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন কঙ্গোর লার্জ স্কেল কয়েকটা ম্যাপ। বিশ-পঁচিশজন লোকের এক হপ্তা চলার মত রসদ আছে সেফ হাউসে। প্রয়োজনে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের গোপন পথ ধরে এই বাড়ি ছেড়ে পাশের বাড়িতে চলে যেতে পারবে ওরা। গতকালই বিকেলে আমস্টারডাম থেকে পৌঁচেছে ফরহাদ আর মামুন শেখ, সঙ্গে সেলিনা নাসিম। সবশেষে আজ সকালে পৌঁচেছে আবু সুফিয়ান। তার কাছ থেকেই জানা গেল, রানা খুব ব্যস্ত থাকবে আগামী কয়েকদিন, কাজেই দু'তিন দিনের আগে ওদের সঙ্গে তার দেখা হবে না। এই ক'দিন সেফ হাউসেই থাকতে হবে সবাইকে, বাইরে কারও বেরুনো চলবে না।

তিন দিন পার করে চারদিনের দিন হাজির হলো রানা। এই তিন দিন অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়েছে ওকে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর ইংল্যাণ্ডে আমেরিকার অ্যামব্যাসাডর, এই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মীটিং করতে হয়েছে ওকে। প্রাথমিক আলাপ দু'জনেই তাঁরা যে-যাঁর সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন ওকে, উবাণ্ডি বুটার বিরুদ্ধে কঙ্গোয় কোন সামরিক অভিযান শুরু হলে নীতিগতভাবে তাঁরা সমর্থন দেবেন, তবে প্রকাশ্যে নয়। সামরিক অভিযানের জন্যে মিলিটারি

হার্ডওয়্যার দরকার, এ-কথা শুনে তাঁরা নিজ সরকারের সঙ্গে আটচল্লিশ ঘণ্টা আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত দেন, উপকরণ দিয়ে সরাসরি সাহায্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে প্রয়োজনীয় ফাণ্ড দিতে রাজি আছেন। ইংল্যাণ্ডে বেসরকারী অস্ত্র কারখানার অভাব নেই, সেই ফাণ্ডের সাহায্যে রানা এজেন্সি প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার কিনে নিতে পারে। পরিবহনের প্রশ্নেও তাঁরা সরাসরি সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অগত্যা তাতেই রাজি হতে হয়েছে রানাকে। আর্মস ফ্যাক্টরি ও আর্মস ডিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ও। কি কি লাগবে ওর, কোথায় ডেলিভারি নেবে, কি দাম, সব বিষয়েই প্রাথমিক আলাপ সেরে রেখেছে ও। পরিবহনের জন্যে প্লেন আর পাইলটও যোগাড় হয়েছে। ছ'টা লকহিড হারকিউলিস পাবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, আসন তুলে ফেলে পরিবহন বিমান হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কোত্থেকে টেক-অফ করবে তা এখনও স্থির হয়নি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোথায় ফেলতে হবে তাও জানানো হয়নি পাইলটদের।

সেফ হাউসে ঢুকে রানার প্রথম কাজ হলো বন্ধুপত্নী সেলিনা নাসিমকে বোঝানো যে এই অভিযানে তাকে নেয়া সম্ভব নয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর নাসিমের কথাই মেনে নিতে হলো ওকে—ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে সে।

কাজেই সবাইকে প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত ব্রিফ করার সময় নাসিমও উপস্থিত থাকল। লার্জ স্কেল ওয়াল ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'কঙ্গোর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ উসুমবুরা বেঁচে আছেন।' এ তথ্য কোত্থেকে পেয়েছে, স্যার বোথামের ভূমিকা, এ-সবের ব্যাখ্যা দিল ও। 'পাঁচই জানুয়ারি বা তারও আগে আলবার্টভিল ব্যারাকে তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে। তাঁকে উদ্ধার করাটা আমাদের অভিযানের একটা অংশ। সামরিক বাহিনী থেকে চাকরি হারানো ত্রিশ হাজার সমর্থক বা ভক্ত আছে কঙ্গোর কিলিমবিতে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ

সেই সঙ্গে তাদের নেতা উসুমবুরাকে ফেরত পেলে সামরিক স্বৈরাচারী উবাণ্ডি বুটাকে তারাই উৎখাত করতে পারবে। এটা আমাদের অভিযানের দ্বিতীয় অংশ। রওনা হবার আগে একটা প্ল্যান দরকার আমাদের। তার আগে জানতে চাই, এ পর্যায়ে কারও কোন প্রশ্ন আছে কিনা।'

তারমানে রানা জানতে চাইছে এই অভিযানে কারও না যাবার ইচ্ছে আছে কিনা।

সবাই চুপ করে থাকল। এরপর রানা বলল, 'আমাদের প্ল্যান তৈরিতে সাহায্য করার জন্যে ব্রিটিশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে দু'জন অফিসার আসছে, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে তারা। আমরা এখন তাদের অপেক্ষায় থাকব। তার আগে, সুফিয়ান, তুমি একটা প্ল্যান তৈরি করে দেখাও আমাকে।'

আরও দু'ঘণ্টা পর নক হতে সেফ হাউসের দরজা খুলল রানা। ভেতরে ঢুকলেন সিমসন। তাঁর সঙ্গে সিভিল ড্রেস পরা দু'জন লোক রয়েছে। তাদের পরিচয় দিলেন তিনি, মেজর আর্থারটন ও মেজর চ্যাপেল। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে পাঠানো হয়েছে।

রানাও ওর লোকদের সঙ্গে ওদের তিনজনের পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের সঙ্গে সিমসনের আসার কারণ হলো, প্ল্যানটা তৈরি হবার সময় ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে চান তিনি। এখনও তাঁর জানা নেই কঙ্গোয় যে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পৌঁছে দেয়া হবে তা এরইমধ্যে বিনা পয়সায় যোগাড় করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে রানা।

দেয়ালে সাঁটা ম্যাপের পাশে এসে দাঁড়াল রানা, ইঙ্গিত পেয়ে দর্শকদের আসন ছেড়ে ওর পাশে চলে এল সুফিয়ান। দুই ব্রিটিশ মেজরকে প্রশ্ন করল রানা, 'আপনাদের অভিজ্ঞতা কি রকম?'

'আফ্রিকায় আমরা যুদ্ধ করেছি, ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে,' বলল মেজর

আর্থারটন। 'তবে আমাদের অভিজ্ঞতা মার্সেনারিদের মত অতটা ব্যাপক নয়।'

'আমরা কি করতে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে আপনাদেরকে ব্রিফ করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল মেজর আর্থারটন। 'আমরা শুধু জানতে চাই, অভিযানটা কিভাবে আপনারা পরিচালনা করতে চান। কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।'

এর আগে সুফিয়ান একটা প্ল্যান তৈরি করেছে, তারপর সেটাকে সংশোধন করেছে রানা। 'ঠিক আছে,' বলে শুরু করল ও। 'আমরা রিক্রুট করতে চাই লণ্ডনেই। অন্য কোথাও থেকে কমাণ্ডো আনার মত সময় নেই হাতে। পাঁচটা গ্রুপ তৈরি করব আমরা, প্রতি গ্রুপে যোদ্ধা থাকবে দশজন করে। প্রতি গ্রুপে একজন লীডার থাকবে, সঙ্গে সাপোর্ট হিসেবে একজন এন.সি.ও.। আমার গ্রুপে একজন আর.এস.এম.—রেজিমেন্টাল সার্জেন্ট মেজর থাকবে, তার ওপর থাকবে ডিসিপ্লিন ও ট্রেনিঙের দায়িত্ব।

'মোজাম্বিকে জড়ো হব আমরা, সম্ভবত লরেন্সো মারকুয়েস-এ, তারপর উত্তরের কোন জাম্প-অফ পয়েন্ট ব্যবহার করব। সেটা পোর্ট অ্যামেলিও হতে পারে, বা মোজাম্বিক আইল্যাণ্ড ছাড়িয়ে লামবো-ও হতে পারে। আলবার্টভিলের এক হাজার মাইল রেডিয়াসের মধ্যে হতে হবে, কারণ লকহিড হারকিউলিস ব্যবহার করার ইচ্ছে আমার। এটার রেঞ্জ আর পে-লোড আমাদের জন্যে আইডিয়াল, কারণ আমাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে ওটাকে।'

রানার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে সিমসনের দিকে তাকাল সুফিয়ান, বলল, 'প্রথমে আমরা অ্যাঙ্গোলার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু অ্যাঙ্গোলা থেকে রওনা হলে কঙ্গোর ওপর দিয়ে অনেকক্ষণ উড়তে হয়। পরে ভাবলাম, উত্তর মোজাম্বিকে যেহেতু টেরোরিস্ট ওআর চলছে, ওখানে

সৈন্যদের মধ্যে মিশে থাকতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি, মি. সিমসন, পর্তুগালকে রাজি করতে পারবেন, তারা আমাদেরকে মোজাম্বিক ব্যবহার করতে দেবে?'

'এটা আসলে সুফিয়ানের প্ল্যান,' বলল রানা। রুটটা ম্যাপে দেখাল ও। 'এভাবে গেলে মালাবির ওপর দিয়ে যাওয়া হবে আমাদের। তারপর তাঞ্জানিয়া-জাম্বিয়া সীমান্ত ধরে এগোব। কঙ্গো আর তাঞ্জানিয়া সীমান্ত ধরে লেক তাঙ্গানিকা পর্যন্ত গিয়ে আলবার্টভিলের কাছাকাছি প্লেন থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে নামব। প্লেনটা হবে চার্টার ফ্লাইট, আর্জেন্ট মেডিকেল সাপ্লাই নিয়ে বেইরা থেকে রোয়ান্দা যাচ্ছে। এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বইতে পারে হারকিউলিস, কাজেই অস্ত্র সহ লোকজন থাকার পরও জায়গা থাকবে।

'সঙ্গে আরও পাঁচটা হারকিউলিস থাকবে, সেগুলোও চার্টার করা, লোকে জানবে রিলিফ সামগ্রী নিয়ে ক্যামেরুন যাচ্ছে। ত্রিশ হাজার অটোমেটিক রাইফেল, প্রচুর গোলা-বারুদ, কিছু বাজুকা, রকেট লঞ্চার আর ট্যাংক-বিধ্বংসী মিসাইলও থাকবে ওগুলোয়। এই পাঁচটা প্লেন কিলিমবিতে চলে যাবে, রাতের অন্ধকারে প্যারাসুটের সাহায্যে কার্গো ফেলে ফিরে আসবে। আমাদের প্লেনটা, আমরা নামার পর, রোয়ান্দায় ল্যাণ্ড করবে। ওখানে মেডিসিন খালাস করা হবে, ফুয়েল নেবে পাইলট, তারপর আমাদেরকে ফেরত আনার জন্যে রওনা হবে আবার। আলবার্টভিলে চিনে ফেলতে পারে, তাই মার্কিং বদলে লিবিয়ান এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট প্লেন হিসেবে দেখানো হবে ওটাকে। ওকে সো ফার? গুড। এবার ব্যাখ্যা দেবে সুফিয়ান।'

'আলবার্টভিলের সাত মাইল দূরে পাহাড়গুলোর মাঝখানে একটা মালভূমি আছে,' শুরু করল সুফিয়ান। 'প্যারাস্যুট নিয়ে ওখানেই নামতে চাই আমরা। নামার পর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে যাব, ইতিমধ্যে প্লেনটা রোয়ান্দার পথে রওনা হয়ে যাবে। প্রথম গ্রুপ ব্যারাক দখল করবে,

ওখানে তারা পৌঁছুবে চুপিসারে, এবং প্রয়োজনে গ্যাস ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় গ্রুপটা এয়ারপোর্ট দখল করবে, ব্যারাক থেকে ওটা সোজা আড়াই মাইল দূরে, তবে সড়কপথে চার মাইল। সড়ক পথে যেতে পারব, যদি ওদের ভেহিকেল দখল করতে পারি।'

দেয়ালে আরেকটা ম্যাপ টাঙাল সুফিয়ান। 'আমরা যে এলাকায় অপারেশন চালাব, তার একটা লার্জ স্কেল ড্রইং তৈরি করেছি আমি। কাছে এসে দেখে নিতে পারেন আপনারা।' তার চারপাশে ভিড় করল কয়েকজন। 'ড্রপিং জোন এই পাহাড়গুলোর মাঝখানে। বিপজ্জনক কর্মসূচী, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে আমরা যদি লকহিডের তিনটে দরজা একযোগে ব্যবহার করি, তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার তেমন কোন ঝুঁকি থাকবে না। পাহাড়গুলো প্লেনের আওয়াজ ঠেকিয়ে রাখবে, আশ্রয় ও আড়ালও দেবে আমাদের।'

'বলছেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার তেমন কোন ঝুঁকি নেই,' কথা বলছেন মেজর আর্থারটন। 'কিন্তু সংখ্যাটা ভেবে দেখেছেন? পঞ্চাশজন মার্সেনারি, আপনারা ছ'জন, সবাই এক জায়গায় জড়ো হতে পারবেন তো?'

'ঝুঁকি যদি থাকে, সেটা না নিয়ে উপায় নেই,' জবাব দিল সুফিয়ান। 'আমাদের ড্রপিং জোন তিনশো গজ লম্বা, পঞ্চাশ গজ চওড়া। আশা করছি আকাশে তখন চাঁদ থাকবে না।'

'নতুন ব্যারাক আলবার্টভিল থেকে চার মাইল দূরে, এয়ারপোর্টের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায়। প্রথম গ্রুপটাকে আমরা এক ঘণ্টা সময় দেব, এরইমধ্যে ব্যারাকের কাছাকাছি পজিশন নেবে ওরা। দ্বিতীয় গ্রুপটাকেও ওই একই সময় দেয়া হবে। ওদেরকে একটু বেশি দূরত্ব পেরুতে হবে, তবে পথটা ভাল। দ্বিতীয় গ্রুপ অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ আমাদের কাছ থেকে সাড়া না পায়।

'জানা গেছে রাতের বেলা এয়ারপোর্ট বন্ধ থাকে। শুধু হালকা

পুলিসী পাহারা থাকে। ভাগ্য ভাল হলে দেখা যাবে বার-এ বসে বিয়ার খাচ্ছে তারা, পেরিমিটারে টহল দিচ্ছে না। অন্তত তাই করে বলে শোনা গেছে।'

'আমরাও তাই শুনেছি,' বলল মেজর আর্থারটন।

'ওকে। নির্দেশ পাবার পর দ্বিতীয় গ্রুপ টাওয়ার দখল করবে, যোগাযোগ করবে প্রথম গ্রুপ ও ফিরতি পথে থাকা প্লেনের সঙ্গে। ল্যান্ডিং লাইটও অপারেট করবে তারা, প্লেনটা যাতে নিরাপদে নামতে পারে। ইতিমধ্যে প্রথম গ্রুপ সেন্ট্রিদের খতম করে ব্যারাকের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ব্যারাকে সাধারণত আটশো লোক থাকে, তবে এখানে আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ক্রিসমাস উপলক্ষে...'

'আপনার তথ্য ঠিক আছে,' একটা কাগজে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল আর্থারটন।

'তারমানে তিন থেকে সাড়ে তিনশো লোক আশা করতে পারি আমরা, চারশোর বেশি নয়।' আর্থারটনের দিকে তাকাল সুফিয়ান। 'আপনার তথ্য কি বলে, ইউনুস উসুমবুরার সঙ্গে কতজন থাকবে?'

'প্রেসিডেন্টের পনেরোজন বডিগার্ড থাকবে তাঁর সঙ্গে, বিশেষ এসকর্ট হিসেবে,' বলল মেজর আর্থারটন। 'উবাণ্ডি বুটা যতটা সম্ভব গোপনে উসুমবুরাকে খতম করতে চান। পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে বড় করার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই, বিশেষ করে যখন জানেন যে উসুমবুরার সমর্থকরা আলবার্টভিল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সিমবা ও বান্টু উপজাতির লোকজন নিয়ে তৈরি হয়েছে প্যারা মিলিটারি আর প্রেসিডেনশিয়াল গার্ড বাহিনী, এদের মধ্যে উসুমবুরার সমর্থক একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বালুবা আর সাঙ্গারা উসুমবুরার ভক্ত, তিনি নিজে বালুবা উপজাতির লোক, তাদের সবাইকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বুটা সিমবা উপজাতির লোক, বাহিনীগুলোতে তাদের সংখ্যাই বেশি।'

'ঠিক আছে। ব্যারাকের ভেতর প্রতিটি কামরায় একশোজন করে

ঘুমায়। আমরা ভেতরে ঢুকব গ্যাস মাস্ক পরে, সঙ্গে থাকবে সায়ানাইড গ্যাস।' চট করে একবার রানার দিকে আড়চোখে তাকাল সুফিয়ান। 'সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল নিয়ে কামরার দুই প্রান্তে দু'জন, মাঝখানে একজন থাকবে—যদি কেউ জেগে ওঠে। গ্যাস বেরুবে দুই প্রান্ত ও মাঝখানে রাখা তিনটে ক্যানিস্টার থেকে। কেউ তারা টেরই পাবে না কি ঘটে গেল। ব্যারাক দখল করে সবাইকে ঘুম পাড়াবার জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্যারাক থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছুনোর জন্যে পঁয়ত্রিশ মিনিট। ইতিমধ্যে প্লেন ওখানে ল্যাণ্ড করেছে। দশ মিনিটের মধ্যে আকাশে উঠে পড়ব।'

'সঙ্গে উসুমবুরা থাকছেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মেজর আর্থারটন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই

'কিন্তু আমরা তো জানি তাঁকে তাঁর লোকদের মাঝখানে, মানে কিলিমবিতে পৌঁছে দেয়া হবে!' আর্থারটন বিস্মিত।

'সে ব্যবস্থা করা হবে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুনোর পর,' জবাব দিল সুফিয়ান। 'ওখানে আরেকটা প্লেন থাকবে, চালাবেন সেলিনা নাসিন। তিনিই কিলিমবিতে নিয়ে যাবেন উসুমবুরাকে, প্যারাস্যুট নিয়ে নামবেন উসুমবুরা।'

সুফিয়ান থামতেই সিমসন একটা হাত তুললেন। 'প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে উসুমবুরাকে গার্ডরুমের নিচে একটা সেলে রাখা হবে। সেক্ষেত্রে পুরো গ্যারিসনে হামলা চালাবার কি দরকার? বলতে চাইছি, এতগুলো লোকের ক্ষতি করার প্রয়োজন আছে কি?'

'ধরুন শুধু গার্ডরুম আক্রমণ করলাম আমরা, কিন্তু কেউ একজন ব্যারাককে সতর্ক করে দিল, তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছেন? এয়ারপোর্টে এসে প্লেনে চড়ার কথা ভুলে যেতে হবে।'

দর্শকদের আসন থেকে হাত তুললেন কায়েস চৌধুরী। 'এখানে

একটা ব্যাপার আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আমি যে এজেন্সির প্রতিনিধিত্ব করি, নীতিগতভাবে তারা পাইকারী হত্যার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহলে সায়ানাইড গ্যাসের কথা উঠছে কেন? অ্যানেসথেটিক বা কোন ধরনের নার্ভ গ্যাস নয় কেন?'

'ওরা সিমবাস,' বলল সুফিয়ান। 'হিংস্র জানোয়ার, মানুষ নয়। এমন কি শোনা যায় যে নরমাংসও খায়...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'আগেই বলেছি, এটা সুফিয়ানের প্ল্যান। তার প্ল্যানের এই অংশটুকু আমি সংশোধন করিনি, কারণ দেখতে চেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে থেকে কেউ প্রতিবাদ করে কিনা। ধন্যবাদ আপনাকে, কায়েস ভাই।' কায়েস চৌধুরী বয়েসে বড়, তাই তাঁকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে রানা। সে কারণে আবীর মাহমুদকেও। 'এ-ব্যাপারে কারও কোন আইডিয়া থাকলে পরে আমি শুনতে চাই।'

রানা থামতেই সুফিয়ান বলল, 'ব্যারাকের কামরাগুলো অত্যন্ত বড়, প্রতিটিতে আটটা করে জানালা। অ্যানেসথেটিক বা নার্ভ গ্যাস বাতাসে দ্রুত মিলিয়ে যাবে, কোন কাজে আসবে না। তাছাড়া, ওই ধরনের গ্যাস পরিমাণে বেশি দিলেও মারা যাবে তারা, আর কম দিলে ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ার আগেই পিছু ধাওয়া করবে। আমি শুধু মনে রাখতে বলব, প্লেনে পৌঁছুতে না পারলে প্রত্যেকে আমরা মারা পড়ব। নিরাপদ সীমান্ত ওখান থেকে তিনশো মাইল দূরে।'

'জাতিসংঘ খেপে যাবে,' মন্তব্য করলেন সিমসন।

'খেপবে না, যদি আমরা উসুমবুরাকে বের করে আনতে পারি।' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় মেজর আর্থারটনের দিকে ফিরল সুফিয়ান। 'এখনও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না উসুমবুরাকে নতুন ব্যারাকে রাখা হবে কিনা। আমরা জানি পুরানো ব্যারাকে এখন শুধু রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হচ্ছে। উসুমবুরাকেও যদি ওখানে রাখা হয়?'

মাথা নাড়ল আর্থারটন। 'পুরানো ব্যারাকের আশপাশে উসুমবুরার

Pathfinder

সমর্থকরা সংখ্যায় বেশি । উসুমবুরাকে ওখানে নিয়ে যেতে হলে শহরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তা ওরা করবে না।'

'আপনারা রওনা হবার আগেই সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে,' কথা দিলেন সিমসন। 'প্ল্যান করার সময় আপনারা দুটো সম্ভাবনার কথাই মনে রাখুন।'

আর্মি অফিসারদের দিকে তাকাল সুফিয়ান। 'সবই তো শুনলেন, কি মনে হলো আপনাদের?'

পা লম্বা করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল মেজর চ্যাপেল।

'আপনি ঘুমাচ্ছিলেন?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা।

দীর্ঘদেহী মেজর সহাস্যে মাথা নাড়ল। 'আমার বন্ধু কথা বলে, আমি চিন্তা করি। এই নিয়ম দীর্ঘদিন চলে আসছে। আমার প্রশ্ন হলো, লকহিড হারকিউলিস কোত্থেকে পাচ্ছেন আপনারা?'

'শিন গোনজালেস নামে এক আর্মস ডিলার আছে, তার কাছ থেকে যোগাড় করা হবে,' জবাব দিল সুফিয়ান। 'আমরা যেখানে চাইব সেখানেই প্লেনগুলো ডেলিভারি দেবে।'

'টান জাম হাইওয়ের পাশে চীনারা মিগ মোতায়েন করেছে, জানেন তো? কেন ধরে নিচ্ছেন ওরা ওগুলোকে ফেলে দেবে না?'

'এই জন্যে যে কঙ্গোয় ওরা মিগ ব্যবহার করবে না বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।'

'এত অল্প সময়ে এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কোত্থেকে আপনারা যোগাড় করবেন?'

জবাব দিল রানা, 'উসুমবুরার সমর্থকদের যে অস্ত্র দিচ্ছি আমরা তা কেনার জন্যে আর্মস ফ্যাক্টরি আর আর্মস ডিলারদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি করা হয়েছে। আর আমাদের নিজেদের যে অস্ত্র লাগবে তা যোগান দেবে গোনজালেস।'

চুপ করে গেল মেজর চ্যাপল। সঙ্গে সঙ্গে সুফিয়ান তাকে প্রশ্ন

করল, 'গ্যারিসনে যে সৈন্য থাকবে, তাদের ক্যালিবার সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেন, মেজর চ্যাপেল?'

'আফ্রিকার সবচেয়ে অদক্ষ সৈনিক ওরা। তার কারণ হলো, আর্মি থেকে যোগ্য অফিসারদের বরখাস্ত করা হয়েছে। আর্মির তো প্রায় কোন অস্তিত্বই রাখা হয়নি। সিমবাস নামে একটা প্যারা মিলিটারি ফোর্স তৈরি করেছেন বুটা, তাতে সিমবাসরাই সংখ্যায় বেশি। আর্মির চেয়ে তারাই বেশি সুযোগ-সুবিধে পায়, এমনকি অস্ত্রশস্ত্রেও তারা সুসজ্জিত। আর্মির ড্রেস খাকি। প্যারামিলিটারির সবুজ ও ধূসর—বাঘের ছাপ। প্যারামিলিটারি একটা অংশকে নিয়ে সিক্রেট পুলিস বাহিনী তৈরি করা হয়েছে, তাদের ড্রেস গাঢ় রঙের স্যুট আর গাঢ় রঙের সানগ্লাস। আর্মিতেও তাদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। সিভিলিয়ানদের প্রতি চারজনের একজন সিক্রেট পুলিসের ইনফর্মার। শৃংখলা বলতে কিছুই নেই। কাজেই আমি মনে করি, আপনারা যে প্ল্যান করেছেন তার সফল হবার সম্ভাবনা সেভেনটি পার্সেন্ট।' চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো সে। 'সবাইকে ধন্যবাদ।'

'আমি একমত,' বলল মেজর আর্থারটন। বন্ধুর পিছু নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

সিমসনও বিদায় নেবেন, তার আগে রানা তাঁকে প্রশ্ন করল, 'মোজাম্বিক সম্পর্কে আপনি কিছু বলেননি। ওদের ঘাঁটি আমরা ব্যবহার করতে পারব?'

'কঙ্গোর বর্তমান সরকারের সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্পর্ক ভাল নয়,' বললেন সিমসন। 'আমরা ওদের কোবরা বাস ড্যাম-এ বিপুল টাকা খাটাচ্ছি। ওখানে অনেক আগে থেকে টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো ট্রেনিং নিচ্ছে। দিন দুয়েক সময় দিন, আশা করি ভাল খবরই দিতে পারব আপনাকে।'

পাঁচ

রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা থেকে মার্সেনারিদের ওপর ফাইলগুলো আনিয়ে নিয়েছে রানা। রাত জেগে ফাইলগুলো পড়ার পর একটা তালিকা তৈরি করেছে ওরা। একশো বিশ জনের তালিকা, তা থেকে পঞ্চাশজনকে বাছাই করা হবে।

পরদিন গোনজালেসের সঙ্গে আরেকবার দেখা করতে গেল রানা, সঙ্গে থাকল সেলিনা নাসিম আর সুফিয়ান। ইটন প্যালেস-এ বাড়িটা, ওদের জন্যে ড্রাইভার সহ একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে গোনজালেস। বাড়ির গেটে সে নিজেই ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল।

চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, গোঁফ এত চওড়া যে ঠোঁট দেখা যায় না। সবগুলো দাঁত সারাক্ষণ বেরিয়ে আছে, মানে চব্বিশ ঘণ্টাই হাসে, একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

'স্যার, মেহমান নিয়ে এসেছেন!' বিনয়ে বিগলিত হলো গোনজালেস, প্যান্ট-শার্ট পরা নাসিমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল। 'আপনাদের আমি ডিনার না খাইয়ে ছাড়ছি না!'

'পাগল নাকি, সময় কোথায়,' ধমক দিল রানা। 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এখুনি ফিরতে হবে আমাদের।'

ওদেরকে সিটিংরুমে বসিয়ে হাততালি দিল গোনজালেস, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ভারতীয় এক প্রৌঢ়। 'মেহমানদের জন্যে কফি বলো।' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

'কফি আসুক, ইতিমধ্যে আমরা কাজের কথা সেরে নিই,' বলল রানা। 'এবার আমাদের রাশিয়ান অস্ত্র দরকার, এই যেমন ধরো এ. কে. ৭.৬২। যেখানে সম্ভব অ্যামুনিশন ইন্টার-চেঞ্জেব্‌ল্ হতে হবে।'

'তারমানে রুশ প্রভাববলয়ের ভেতর অপারেশনে যাচ্ছেন আপনারা,' মন্তব্য করল গোনজালেস। 'তাড়া থাকলে কফি ঠাণ্ডা হোক, আপনারা দয়া করে আমার পিছু নিন।' ওদেরকে নিয়ে লিভিংরুমে চলে এল সে, প্যানেল ওয়ালে আঙুলের চাপ দিল মৃদু। গোপন একটা দরজা খুলে গেল। দ্বিতীয় একটা বোতামে চাপ দিল সে। ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত ভারি একটা আয়রন গ্রিল ওপর দিকে উঠল। গোনজালেসের পিছু নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বিল্ডিঙটার বেসমেন্টে নেমে এল ওরা।

ছোট একটা অ্যান্টি-চেম্বারে থরে থরে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের অস্ত্র। 'আপনি তো জানেনই, এ দেশেও এখন আমি এক জন রেজিস্টারড গান কালেক্টর।' দেয়ালের একটা অংশ সরে গেল। বড় একটা চেম্বারে ঢুকল ওরা—সাউণ্ডপ্রুফ মিনিয়েচার ফায়ারিং রেঞ্জ। আরেকজন ভারতীয় কর্মচারী অপেক্ষা করছে এখানে।

'আমাকে বলতে দিন,' সবিনয়ে বক্তব্য পেশ করল গোনজালেস। 'এ. কে. ৭.২৬ অ্যাসল্ট রাইফেলের সঙ্গে আর. পি. ডি. লাইট মেশিন-গান কম্বিনেশন হিসেবে খুবই ভাল। অ্যামুনিশন -অবশ্যই ইন্টারচেঞ্জেবল।' কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করতে একটা রাইফেল তুলে আনল সে। কলা আকৃতির অস্ত্রটা নিয়ে সাদরে হাত বুলাল গোনজালেস। 'আজও এর কোন তুলনা হয় না, মি. রানা।'

হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা নিল রানা। অ্যাকশন চেক করল ও, তারপর হঠাৎ বন করে আধপাক ঘুরে এক পশলা গুলি করল টার্গেটে। বদ্ধ জায়গার ভেতর আওয়াজটা হলো কান ফাটানো, পোড়া করডাইটের গন্ধ ঢুকল নাকে। টার্গেটের দিকে ছুটে গেল কর্মচারী। বুলস আই-এর ওপর এক সারি গর্ত তৈরি হয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে সমান

দূরত্ব বজায় রেখে। সুফিয়ানের দিকে তাকাল রানা। সুফিয়ান মন্তব্য করল, 'দারুণ, মাসুদ ভাই, দারুণ।'

এক ঘণ্টা পর লিভিংরুমে ফিরে এল ওরা। গোনজালেস জানতে চাইল, 'কি পরিমাণ অ্যামুনিশন দরকার হবে আপনাদের, মি. রানা?'

একটা কাগজে চোখ বুলাল রানা। 'প্রতিটি এ. কে.-র জন্যে ছ'টা ম্যাগাজিন, আর দুশো রাউণ্ডের একটা বাণ্ডিল। আর. পি. ডি. মেশিন-গানের জন্যে চার কন্টেইনার অ্যামুনিশন, প্রতিটিতে একশো রাউণ্ড। প্রতি গ্রুপের তিনজন লোক স্পেয়ার বেল্ট বহন করবে। আর. পি. জি. রকেট লঞ্চার—তিনটে রকেটের একটা প্যাকেট। প্রতি গ্রুপের একজন লোক আরও তিনটে বহন করবে। তাছাড়া, প্রতিটি লোকের সঙ্গে থাকবে চারটে করে গ্রেনেড।'

'আর কি দরকার, স্যার?' জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল গোনজালেস।

'আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে রেশন প্যাক। টিন চলবে না, শুধু টিউব আর কাগজের প্যাকেট। ব্রিটিশ আর্মি ক্যামোফ্লেজ, জার্মান বুট, আমেরিকান হেলমেট। আর হ্যাঁ, আমেরিকান ৫.১০ প্যারাস্যুট, প্লাস কন্টেইনার। বেশি সময় দেয়া যাবে না। সম্ভব?'

'আপনি আমার পুরানো খদ্দের, স্যার। অসম্ভব হলেও সম্ভব করতে হবে। কখন এবং কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে, স্যার?'

'এ-সব আমাদের দরকার হবে মোজাম্বিকে,' বলল রানা। 'তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারব চলতি মাসের চোদ্দ তারিখের আগেই।'

'মোজাম্বিকে? ভেরি গুড। ওখানেও আমার গুদাম আছে। আর প্লেনগুলো? লকহিড? ওগুলোও কি মোজাম্বিকে ডেলিভারি নেবেন আপনি, মি. রানা?'

'হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত তাই জানি আমরা।'

'ভেরি গুড। স্যার, আপনি ম্যাড হ্যারিসনের নাম শুনেছেন?'

'আইরিশ? সোয়াজিল্যাণ্ডে একটা এয়ার চার্টার কোম্পানি চালায়?'

'আপনি চেনেন! ব্রেইরা, জাম্বিয়া, তাঞ্জানিয়া, এই সব জায়গায় ভুট্টা আর মাংস পরিবহন করছে তার কোম্পানী। বর্তমানে সোয়াজিল্যাণ্ডে আছে সে, আমার প্রতিনিধি হিসেবে। ছ'টা লকহিড আর অস্ত্রের জন্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আপনারা। আমার একটা চিঠি থাকবে আপনার সঙ্গে। আমি পেমেন্ট নেব এখানে।'

বেশি দরদাম করার দরকার হলো না, বাজারদরের চেয়ে কিছু বেশিতেই রাজি হয়ে গেল রানা। সুইস ব্যাংকের একটা চেক লিখে দিল ও। অন্যান্য আর্মস ফ্যাক্টরির মালিক ও আর্মস ডিলারদেরও এই অ্যাকাউন্টের চেক দিয়েছে ও। গতকাল খবর পেয়েছে, অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণে ব্রিটিশ পাউণ্ড আর মার্কিন ডলার জমা পড়েছে।

পরদিন সকালে নিজ দলের পাঁচজনকে নিয়ে আবার আলোচনায় বসল রানা। রেজিমেন্টাল সার্জেন্ট মেজর হিসেবে কায়েস চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করল ও, চৌধুরী সহ সবাই তা মেনে নিল। সিদ্ধান্ত হলো, মার্সেনারিরা মাথা পিছু পাবে সত্তর হাজার মার্কিন ডলার। প্রত্যেকের টাকা সুইটজারল্যাণ্ডের একটা ব্যাংকে জমা থাকবে, তবে যে-কোন দেশে বসে টাকাটা তুলতে পারবে তারা। কেউ মারা গেলে তার টাকা নিকট আত্মীয় পাবে। রানা বাদে প্রত্যেক অফিসার পাবেন আড়াই লাখ ডলার। রানা এজেন্সির সর্বমোট ফি পঞ্চাশ লাখ।

দেয়ালে ব্যারাকের একটা বড় ম্যাপ সাঁটা হয়েছে। 'সমস্যা দেখা দেবে এই জায়গাটা পার হবার সময়,' বলল রানা, আঙুল দিয়ে একশো গজ ফাঁকা কিলিং গ্রাউণ্ডটা দেখাল ওদেরকে। 'সেন্ট্রিদের নাগাল পেতে হলে প্রথমে এই জায়গা পেরুতে হবে।' কথা শেষ করে কায়েস চৌধুরীর দিকে তাকাল ও।

'ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম আমি, স্যার,' বললেন কায়েস চৌধুরী।

'ভাবছিলাম, গেইম ডার্ট রাইফেল ব্যবহার করলে কেমন হয়? রেঞ্জে কুলাবে কি?'

মাথা নাড়লেন আবীর মাহমুদ। 'আমেরিকান পুলিস চেষ্টা করেছিল, ভাল ফল পায়নি।' এক সময় কেনিয়ার গেইম ডিপার্টমেন্টে ছিলেন তিনি, তাঁর জানার কথা। 'কেনিয়ায়ও আমরা ·৩০৩ ব্যবহার করি, টু-গ্রেন কার্টিজসহ ·২২ ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করার জন্যে মডিফাই করার পর। ডার্ট বা বর্শাটা ছিল অ্যালুমিনিয়াম সিলিণ্ডার, হাইপো সিরিঞ্জের মত, এক মাথায় পালক লাগানো।'

'রেঞ্জ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পচিশ গজের মত, স্যার। আপনি যদি আরও বেশি পাওয়ার ব্যবহার করেন, ড্যামেজ হয়ে যাবে।'

'কি ধরনের ড্রাগস ব্যবহার করা যায়?'

'নির্ভর করে কি আপনি চান তার ওপর। ওরা সাধারণত ডিপ্রেস্যান্ট ড্রাগস ব্যবহার করত। ইট্রোফিন। বাজারে যা পাওয়া যায়, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে দমিয়ে রাখে, ফলে ঘুম এসে যায়।'

'কতক্ষণ স্থায়ী হয় ঘুমটা?'

'সাত মিনিট।'

মাথা নাড়ল রানা। 'চলবে না। এভাবে সেন্ট্রিদের ঘুম পাড়িয়ে কোন লাভ নেই। অন্য কোন ড্রাগস নেই?'

'সাকসিনীল ক্লোরিন নামে একটা আছে বটে, হাতি মারার কাজে ব্যবহার করতাম আমরা,' বললেন আবীর মাহমুদ। 'কিন্তু এটারও সমস্যা হলো কাউকে মেরে ফেলতে হলে সরাসরি ভেইন বা আর্টারিতে ঢুকতে হবে ড্রাগস।'

'মাংসে ঢুকলে, যদি একটা হাতির ডোজ দেয়া হয় তাকে?' জানতে চাইল রানা।

'পশুর চেয়ে মানুষের হজমশক্তি অনেক বেশি, বিশেষ করে ড্রাগস। জানা গেছে, একজন মানুষকে খুন করতে যে ডোজ দরকার হয়, আঠারো শো পাউণ্ড ওজনের একটা বাফেলোকে মারতেও ঠিক সেই পরিমাণ ডোজই লাগে।'

'সরাসরি ভেইন-এ আঘাত করতে পারার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'স্থির হয়ে শুয়ে আছে, এরকম লোক টার্গেট হিসেবে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে-কোন দূরত্ব থেকেই কাজটা প্রায় অসম্ভব। একশো গজ দূর থেকে...,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন আবীর মাহমুদ। 'তাছাড়া, মনে রাখা দরকার, স্যার, সূঁচ ভেতরে ঢোকা মাত্র চিৎকার জুড়ে দেবে সেন্ট্রি।'

'অনেক ভেবেচিন্তেই সায়ানাইডের কথা বলেছি আমি,' জানাল সুফিয়ান।

নাসিম আর ফরহাদ কিছুক্ষণ থেকে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে, রানা জিজ্ঞেস করল, 'এই, তোমরা কি করছ?'

ফরহাদ হাসল। 'মাসুদ ভাই, নাসিমের একটা প্রস্তাব আছে, বলতে লজ্জা পাচ্ছে।'

'অতীতে লজ্জা ছিল নারীদের ভূষণ, সেদিন বাসি হয়েছে,' বলল রানা। 'আমি উৎসাহ দিচ্ছি, বলে ফেলো।'

'না, তোমরা সবাই হাসবে,' বলে নিজেই খিলখিল করে হেসে ফেলল নাসিম। ফরহাদের পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'এই, তুমি বলো।'

'আমার ধারণা, আইডিয়াটা কাজে আসতে পারে,' বলল ফরহাদ। 'যদি দেখি ওই কিলিং গ্রাউণ্ড আমরা পেরুতে পারছি না, তাহলে সেন্ট্রিদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে পারি। না, খবরদার, কেউ হাসবে না!' রানার দিকে তাকাল সে। 'মাসুদ ভাই, ওগুলো দিয়ে শিকার করেছি আমি। ওগুলোর স্টপিং পাওয়ার রাইফেলের চেয়েও বেশি।'

থামল সে, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব। 'ধারণাটা নাসিমের, আমি তাকে সমর্থন করি।'

'বলে যাও, থামলে কেন?' উৎসাহ দিল রানা।

'মাসুদ ভাই, আমরা কি নিশ্চিতভাবে জানি যে ব্যারাকের আগে জঙ্গলে কোন সেন্ট্রি থাকবে না?'

'থাকে না, অন্তত সেই তথ্যই পেয়েছি আমরা।'

'ওরা কি গার্ড ডগ ব্যবহার করে?'

'না।'

'তারমানে ওয়ায়্যার-এর দু'দিকে শুধু তিনটে সেন্ট্রি টাওয়ার?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে যদি ক্রস-বো দেয়া হয়,' মৃদুকণ্ঠে বলল ফরহাদ, 'আমি ওদের ব্যবস্থা করতে পারব।'

'গুড,' বলল রানা। 'কি দরকার তোমার দেখাও আমাদের।'

একটা কাগজ টেনে নিয়ে আঁকতে শুরু করল ফরহাদ। 'স্টকটা অ্যালুমিনিয়ামের হবে, রাইফেলের মত, ট্রিগার থাকবে নিচের দিকে। বো হবে ইস্পাতের, এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের পাঁচ ভাগ মোটা, সবচেয়ে চওড়া পয়েন্টে দেড় ইঞ্চি, দুই প্রান্ত সরু হবে—এক ইঞ্চির আট ভাগের পাঁচ ভাগ।

'প্রড-এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য হবে চব্বিশ ইঞ্চি। কর্ড তৈরি হবে ডেকরন টোয়াইনের বাহাত্তরটা ফেঁসো বা আঁশ দিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে বোনা এবং মোম লাগানো। ব্রেকিং স্ট্রেন কমবেশি আড়াই হাজার পাউণ্ড। এই ধনুক পাঁচশো গজ দূর থেকে খুন করবে। তীর হবে নয় ইঞ্চি লম্বা, তার শ্যাফট হবে এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের পাঁচ ভাগ চওড়া।

'একশো বিশ গজ দূরত্ব হলে তীরটা সোজা একজন মানুষকে ভেদ করে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য অজ্ঞান করা, কাজেই শক্ত কাঠের তীর হলেই চলবে, মাথায় হালকাভাবে লাগানো থাকবে সায়ানাইড নয়, অন্য

কোন নরম পয়জন। আমি যে তীরের কথা বলছি, লোকটার ভেতর ঢুকে ফেটে যাবে সেটা। শক যদি তাকে অচেতন নাও করে, রক্তের সঙ্গে বিষ মেশার সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে সে, এমন কি মারাও যেতে পারে। আর যদি নিশ্চিতভাবে মারতেই চান, ওরা যেহেতু সিমবাস, তাহলে সায়ানাইডই ব্যবহার করা উচিত।'

'নাসিম আর তোমাকে আমি ডিনার খাওয়াব,' ঘোষণা করল রানা, তারপর মামুন শেখের দিকে তাকাল। 'ভাল কথা, সঙ্গে প্লেন চালাবার লাইসেন্স আছে তো, মামুন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, মাসুদ ভাই।'

'আমার ধারণা, আপনার কাছেও একটা আছে, তাই না, মাহমুদ ভাই?'

আবীর মাহমুদ মাথা ঝাঁকালেন।

নাসিমকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, তবু সে বলল, 'আমারটাও আমি সঙ্গে করে এনেছি।'

'জানি,' বলল রানা, তাকাল আবীর মাহমুদের দিকে। 'আপনি টাওয়ারের দায়িত্ব নেবেন। বিশদ বর্ণনা পাবেন সুফিয়ানের কাছে, সময়মত জেনে নেবেন।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

'আর.এস.এম. নিযুক্ত করা হয়েছে কায়েস ভাইকে,' বলল রানা। 'কমাণ্ডোর নম্বর থাকবে—ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর, ফাইভ। আইডেনটি-ফিকেশনের জন্যে রঙিন আর্ম ফ্ল্যাশ থাকবে। ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর, ফাইভ, এদের নামকরণ হবে এভাবে—হোয়াইট, রেড, গ্রীন, ইয়েলো আর ব্লু। প্রত্যেককে একটা করে কার্ড দেয়া হবে, তাতে কে কোন কমাণ্ডোর সদস্য, কি তার পদ ইত্যাদি লেখা থাকবে। সে তার ফর্ম পূরণ করার পর একটা চুক্তিপত্রে সই করবে। এরপর সে তার পাসপোর্ট রেখে যাবে তোমাদের কাছে।'

ইন্টারভিউয়ের জন্যে যাদেরকে ডাকা হয়েছে তারা হোটেল ও বোর্ডিং হাউসে উঠেছে, এখানে তার একটা তালিকা রয়েছে। যারা সিলেক্ট হবে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যক্তিগত কাজ সেরে ফেলতে হবে তাদের। তারপর তারা রিপোর্ট করবে তোমাদের কাছে।

'সবশেষে, মার্সেনারিদের কাউকেই বলা যাবে না কোথায় তারা অপারেশন চালাতে যাচ্ছে। খেয়াল করলে দেখতে পাবে হোটেল আর বোর্ডিংহাউসের কামরাগুলো রিজার্ভ করা হয়েছে মুন অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানীর নামে—এই মুহূর্তে ওরা মোজাম্বিক ওয়াটারে কাজ করছে। ওদেরকে রিক্রুট করা হবে ড্রিলার বা রিগার হিসেবে। এই পরিচয়েই যাবে ওরা। গ্রুপ লীডার আমরা পাঁচজন। সবাই একজন করে সহকারী বেছে নেবে। তাদেরকে এন.সি.ও. বলা যেতে পারে। কমাণ্ডোদের প্রথম দলের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে এখন থেকে দু'ঘণ্টা পর, পাশের বাড়িতে। একজন একজন করে বেরিয়ে যাও সবাই, এক ঘণ্টা পর ফিরতে শুরু করবে, একজন দু'জন করে।'

দেড় ঘণ্টা পর পাশের বাড়িতে জড়ো হলো সবাই। বড় একটা কামরায় দুটো টেবিল ফেলা হয়েছে। একটা টেবিলে রানা। অপর টেবিলে কায়েস চৌধুরী ও সুফিয়ান। টেবিলের সামনে কোন চেয়ার নেই।

সুফিয়ান আর কায়েস চৌধুরী কাগজের টুকরোয় লিখিত মতামত দেবে। রানার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে ভাল সামরিক ট্রেনিং আছে কিনা। উপমহাদেশের লোক বা নিগ্রো হলে তাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। ক্রিমিন্যাল রেকর্ড আছে, এমন কোন লোককে নেয়া হবে না। নেয়া হবে না মদখোর বা ড্রাগস অ্যাডিক্ট কাউকে।

তালিকা দেখে আগেই ডাকা হয়েছে মার্সেনারিদের, যথা সময়ে হাজিরও হয়েছে তারা, অপেক্ষা করছে সামনের দুটো কামরায়।

বেল বাজিয়ে কামরায় ঢুকল ফরহাদ।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা, তারপর ফরহাদের দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে, ফরহাদ—পাঠাও ওদের।'

'প্রতি ব্যাচে দশজন, এভাবে সাজিয়েছি, মাসুদ ভাই,' বলল ফরহাদ। 'প্রতি লোকের জন্যে বিশ মিনিট। প্রথম ব্যাচে এক্স এন.সি.ও. রেখেছি।'

'যাও, নিয়ে এসো।'

'লেফট, রাইট, লেফট, রাইট, লেফট, রাইট। হল্ট। অ্যাবাউট টার্ন। পরিষ্কার করে নিজের নাম, বয়েস, সামরিক অভিজ্ঞতা ও পদ বলো।'

'মাইকেল রয়, স্যার। জন্ম পঁয়ষট্টি সালে, স্যার। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে দু'বছর ছিলাম প্রাইভেট হিসেবে, স্যার। আপনার সঙ্গে দু'বার অপারেশনে গেছি, স্যার—সার্জেন্ট হিসেবে, স্যার।'

মাইকেল রয় নিগ্রো। রানা বলল, 'ওয়েলকাম, রয়। গত দু'বছর কিভাবে কাটাচ্ছ তুমি?'

'ভগ্নিপতির সঙ্গে স মিলে কাজ করছি, স্যার। কিন্তু ওটা আমার লাইন নয়। কাজটা করি শুধু বউকে খুশি করার জন্যে।'

'এখানে আসছ, তোমার বউ জানে?'

'মাথা খারাপ, স্যার! যদি নেন, একটা চিঠি লিখে রেখে যাব। সে বুঝবে, স্যার।'

'তোমার সংসার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তাহলে এই ঝুঁকি কেন নেবে?' প্রশ্নটা সুফিয়ানের।

'আমি এই কাজটাই ভাল পারি, স্যার,' বলল রয়। 'বাড়িতে বসে বসে আমি অকেজো হয়ে যাচ্ছি। আমাকে নিলে, স্যার, আপনারা পস্তাবেন না।'

'লেফট, রাইট, লেফট, রাইট, লেফট, রাইট। হল্ট। অ্যাবাউট টার্ন।'

'প্যাট্রিক মারিফ। বয়স ছাব্বিশ। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ছ'মাস সার্জেন্ট পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা। ছ'মাস হলো সেনাবাহিনী ত্যাগ করেছি।'

'ত্যাগ করলে কেন?'

'আইরিশ প্রবলেম, স্যার।'

'কি রকম?'

'আমি খাঁটি ক্যাথলিক হলেও, আইরিশ নই, স্যার। ওরা আমার পরিবারের ওপর হামলা করার হুমকি দিচ্ছিল।'

'আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাও কেন?'

'আমি একজন প্রফেশনাল সোলজার, স্যার। শুধু এই কাজেই ট্রেনিং নিয়েছি।'

'নেক্সট।'

'আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাও কেন?'

'এটা কোন প্রশ্ন হলো? টাকার জন্যে, আবার কেন!'

'নেক্সট।'

'জানি না, সত্যি আমি জানি না। ডাক পেয়ে মনে হলো আইডিয়াটা মন্দ নয়। টাকাও পাব, ফুর্তিও করা যাবে।'

'লেফট, রাইট, লেফট—হোল্ড ইট। হোল্ড ইট। তোমার বয়েস কত?'

'আঠারো, সার্জেন্ট মেজর।'

'স্যার বলবে। বাড়ি যাও, বাছা। এ কাজ তোমার জন্যে নয়।'

'কি হারে লোক পাচ্ছি আমরা, স্যার?' জিজ্ঞেস করলেন কায়েস চৌধুরী।

'তিনজনের মধ্যে একজন।'

'চারজনের মধ্যে দু'জন হলে ভাল হত।'

'ট্রেনিঙের সময় অনেকে আহত হতে পারে, অতিরিক্ত পাঁচজন লোক রাখতে হবে; মাহমুদ ভাইকে কথাটা জানিয়ে রাখুন। নেক্সট।'

দু'দিন পর ডলফিন স্কয়ারের এক নম্বর সেফ হাউসে সন্ধ্যায় ফিরল রানা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। লিভিংরুমে ওরা ছ'জন অপেক্ষা করছিল।

ওকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত নেড়ে বসতে বলল রানা। 'আর.এস.এম., নির্বাচিত লোকেরা চুক্তিপত্রে সই করেছে?' জানতে চাইল ও।

'ইয়েস, স্যার।'

'ইকুইপমেন্টের তালিকা গোনজালেসের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে?'

জবাব দিলেন আবীর মাহমুদ, 'ইয়েস, স্যার।'

'গুড। কাল আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। মাহমুদ ভাই, মামুন আর ফরহাদ। তোমরা লিসবন হয়ে লরেন্সো মারকুয়েসে যাচ্ছ। ওখানে ওদের সিক্রেট পুলিসের এক সদস্য তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে। সাবধান, দেশটা ওরাই নিয়ন্ত্রণ করে। শহরের বাইরে ছোট একটা পুলিস ব্যারাক ব্যবহার করব আমরা। মার্সেনারিদের গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে তোমরা, ওরা পৌঁছুবে তিন থেকে চারদিনের মধ্যে।'

'কে চার্জে থাকবে?' জানতে চাইল ফরহাদ।

'মাহমুদ ভাই। ব্যাংক অভ লিসবনের একটা লেটার অভ ক্রেডিট দেব আপনাকে আমি। ওটায় ফরহাদেরও সই নিতে হবে আপনাকে। খরচের হিসাব রাখতে হবে।'

এরপর রানা সুফিয়ানের দিকে ফিরল। 'তুমি বি. ও. এ. সি. ধরে সরাসরি জোহানেসবার্গ যাবে, ওখান থেকে প্লেন বদলে পৌঁছুবে

সোয়াজিল্যাণ্ডে। ম্যাড হারিসনের সঙ্গে দেখা করবে তুমি। কায়েস ভাই অর্থাৎ আর.এস.এম. আর আমি মার্সেনারিরা প্লেনে না ওঠা পর্যন্ত লণ্ডনে থাকব।'

ঠিক হলো, শুক্রবার এগারোই ডিসেম্বর মার্সেনারিরা রওনা হবে। প্রথম ব্যাচের সঙ্গে আর. এস. এম. যাবেন। রানা যাবে শেষ ব্যাচের সঙ্গে, তেরো তারিখে। ট্রেনিং শুরু হয়ে যাবে আর.এস.এম. পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে। সবশেষে রানা জানতে চাইল, 'কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

নেই।

লরেন্সো মারকুয়েস, মোজাম্বিক, আফ্রিকা। ভোর সাড়ে পাঁচটা, পনেরোই ডিসেম্বর।

ঘাসমোড়া ঢালের পিছন থেকে লাল সূর্য মাথাচাড়া দিচ্ছে, হলদেটে ম্লান রোদ সাগর থেকে মুছে দিচ্ছে ঘন কুয়াশা। বোঝাই যায়, দিনটা আজ খুব গরম যাবে।

বালি ঢাকা প্যারেড গ্রাউণ্ডে বেরিয়ে আসছে মার্সেনারিরা, যার যার কমাণ্ডো অনুসারে তাদেরকে পজিশনে দাঁড় করাচ্ছে এন. সি. ও.-রা। পুরোদস্তুর সামরিক কায়দায়, শৃংখলা বজায় রেখে লাইনে দাঁড়াচ্ছে সবাই, সন্তুষ্টচিত্তে তাদের লক্ষ করছেন আর.এস.এম.। বিলিট উইণ্ডোর দিকে পিছন ফিরলেন তিনি, তারপর জুনিয়ার অফিসারদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন।

'জেন্টলমেন, মেজর মাসুদ রানা নির্দেশ দিয়েছেন, যার যার গ্রুপের সঙ্গে অফিসাররাও সবাই ট্রেনিং নেবেন। সমস্ত ট্রেনিঙের চার্জে থাকছি আমি। আপনাদেরকে আমি লেফটেন্যান্ট বলে সম্বোধন করব। এবং স্যার বলব। ঠিক আছে?'

কয়েকজন লোক বিড়বিড় করে জানাল, ঠিক আছে।

'এবার, জেন্টেলমেন, পা চালিয়ে যার যার গ্রুপের মাথায় পজিশন নিন।'

পরে এক সময় মামুন শেখ ভয় মেশানো প্রশংসার সুরে আবীর মাহমুদকে বলেছিল: কায়েস ভাইয়ের নরম কথাগুলোয় ভীতিকর কি যেন একটা আছে। ওই গলার আওয়াজ পেলেই নিজেকে তার সন্ত্রস্ত হরিণের মত লাগে।

মার্সেনারিদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাল রানা, সংক্ষেপে বলল ঠিক কি করতে যাচ্ছে তারা। নরম সুর ওর, নম্র ও আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি, ফলে প্রত্যেকের মনে হলো যেন তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছে ও। এটা ওর একটা সহজাত গুণ, যেন নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করতে পারে অনায়াসে। একই সঙ্গে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ থাকে না যে লাইন ছেড়ে এক চুল নড়লে তার পরিণতি হবে মর্মান্তিক।

আর.এস.এম. কাজ শুরু করলেন। কথা বলছেন শান্ত গলায়, অথচ প্যারেড গ্রাউণ্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে আওয়াজটা। 'শুরুতেই বলে রাখি, দাড়ি-গোঁফ আর বেশিরভাগ চুল কামিয়ে ফেলতে হবে। প্যারেড গ্রাউণ্ডে তোমরা যারা দাঁড়িয়ে আছ তাদের অনেকেই হয়তো নিজেকে কঠিন পাত্র বলে মনে করো। তোমাদের সামনে আমাকে ছোটখাট একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছ, যাকে প্রায় বুড়ো বললেই চলে, অন্তত বাপের বয়েসী তো বটেই।

'যারা আমাকে চেনো, তাদেরকে নতুন কিছু বলার নেই আমার। যারা চেনো না, তাদেরকে শুধু এই কথাটা বলি। আমার কথার অবাধ্য হলে তাকে আমি খুন করব। তোমাদের চেয়ে অনেক কঠিন পাত্রকে আমি খুন করেছি। কাজেই যখন বলব লাফ দাও, তোমরা শুধু জিজ্ঞেস করবে কত উঁচুতে। কি বলছি পরিষ্কার বোঝা গেছে? গুড।'

'এবার। প্রথমেই দেখতে চাই, কতটা ফিট তোমরা। দশ কদম হাঁটো, দশ কদম ছোটো, পঞ্চাশ কদম জোরে ছোটো, তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ো। সিধে হয়ে আবার শুরু করো। করতে থাকো যতক্ষণ আমি থামতে না বলি। যে যার কমাণ্ডোয় থাকবে, তবে

পরস্পরের সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করবে। প্যারেড ওয়াক—ট্রট—রান। রান, ইউ বাস্টার্ড। রাইট—সবাই শুয়ে পড়ো। ঠিক আছে, ওঠো। হ্যাঁ, তুমি, ওঠো। ওঠো, তা না হলে লাথি মেরে দাঁড় করাব। এখানে আমার কথাই আইন, মনে রেখো।'

এভাবে দশ মিনিট খাটালেন তিনি। শেষ দিকে দেখা গেল অনেকেই পড়ে যেতে চাইছে, পিছন থেকে লাথি মেরে তাদেরকে ছুটতে বাধ্য করলেন তিনি। কিন্তু একজন শোয়ার পর আর উঠতে চাইছে না।

'আমার হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, খোদার কসম, আর.এস.এম.,' ফোঁপাচ্ছে সে।

পরমুহূর্তে রিভলভার গর্জে উঠল, বুলেট বিদ্ধ হলো লোকটার মাথার পাশে বালিতে। আঁতকে ওঠা খরগোশের মত লাফ দিল সে, নিজের লোকদের পিছু নিয়ে ছুটল।

ইতিমধ্যে বেশিরভাগ মার্সেনারি শক্তি হারিয়ে কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেউ তা-ও না পেরে ক্রল করছে। ক্রল করার সময় অনেকেই বমি করছে, তাদের মধ্যে মামুন শেখও আছে। শুধু ফরহাদ আর তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন এখনও ছুটতে পারছে, তাদের অনায়াস ভঙ্গি দেখে মনে হলো চিরকাল এভাবে ছুটতে পারবে।

পাঁচ মিনিটের বিরতি দিলেন আর.এস.এম.। নিজের চারপাশে লোকগুলোকে জড়ো করলেন তিনি। 'আজকের এটাকে যদি কঠিন মনে হয়ে থাকে, কালকের জন্যে অপেক্ষা করো,' সাবধান করলেন। 'ট্রেনিং যখন শেষ হবে, প্রত্যেকে তোমরা একেকটা মেশিনে পরিণত হবে। যদি কোন রকম ঢিলেমি দেখি, একাই আমি এক ঝাঁক মৌমাছি হয়ে কামড়ে দেব।'

'ঠিক আছে, ব্রেকফাস্টের জন্যে বিরতি দেয়া হলো। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে দেখতে চাই আবার, ফুট ড্রিলের জন্যে ড্রেস ও ইকুইপমেন্ট সহ।'

ফরহাদের কাঁধে ভর দিয়ে অফিসার্স মেসে ঢুকল মামুন। আবীর মাহমুদ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোলেন। 'আমার বোধহয় যাওয়া হবে না। কতদিনের অনভ্যাস, এ আমার সহ্য হবে না,' বিড় বিড় করছে মামুন।

'ভুল করেছ,' বলল রানা, 'কাজেই ভুগতে হবে। যাব না বললে কে শুনছে?'

আর.এস.এম. ভারি উৎসাহের সঙ্গে ফুট ড্রিল শুরু করলেন। শক্ত-সমর্থ স্বাস্থ্যবান পুরুষরা একযোগে মার্চ করছে, নির্দেশ দেয়া মাত্র থামছে বা বাঁক ঘুরছে, এই দৃশ্য চাক্ষুষ করার একটা ব্যাকুলতা আছে তাঁর মধ্যে। সত্যিকার একজন সৈনিককে চিনতে দশ মিনিটের ফুট ড্রিলই যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

প্রতিটি কমাণ্ডো গ্রুপকে একাধিক ভাগে ভাগ করে প্যারেড গ্রাউণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিতে বললেন তিনি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের দায়িত্বে থাকল অফিসার ও এন. সি. ও.। তৃতীয় ভাগের দায়িত্ব নিলেন তিনি নিজে, তবে সবার পিছনে থাকলেন তিনি, কে কি করছে তা যাতে দেখতে পান। তিন দিক থেকে এসে সবাই একটা গ্রুপে পরিণত হবে। প্রায় সবাই রুটিন অনুসারে লাইন দিতে পারল। ক্লান্ত হলেও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব এরইমধ্যে এসে গেছে তাদের ভেতর।

মামুন নিজেকে আংশিক সামলে নিলেও, কমাণ্ডগুলো একদম ভুলে গেছে। কাজেই কমাণ্ডোর পুরো দায়িত্ব এন. সি. ও.-র ওপর চাপিয়ে দিয়ে পিছনে সরে গেল সে। মার্চ করে তার পাশে চলে এলেন আর.এস.এম.। 'লেফটেন্যান্ট শেখ,' নরম সুরে বললেন তিনি, 'আপনি যদি আপনার ডান হাত বাম পায়ের সঙ্গে একযোগে না দোলান, তাহলে ওটা কেটে নিতে বাধ্য হব আমি, তারপর ভিজে দিকটা দিয়ে আপনার মাথায় বাড়ি মারব। বুঝতে পারছেন?'

'স্যার,' কর্কশ স্বরে চিৎকার করল মামুন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে মার্চ শুরু করল।

'স্কোয়াড, স্কোয়াড, হল্ট,' হুংকার ছাড়লেন আর.এস.এম.। 'এটা

একটা করুণ স্কোয়াড। প্যারেড গ্রাউণ্ডের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। মাথার ওপর রাইফেল তুলে দৌড়াও। আরও উঁচুতে তোলো।'

লোকগুলোর হাত যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে, স্কোয়াডকে থামার নির্দেশ দিলেন আর.এস.এম.। 'রাইট, লেফটেন্যান্ট শেখ, আবার আমরা শুরু করতে পারি?'

একবার রাইফেল ছাড়া দৌড় খাটালেন, পরের বার রাইফেল সহ। এভাবে বারবার চলতে থাকল। নিয়ম হলো মাথার ওপর তুলে ধরতে হবে রাইফেল, কিন্তু এক সময় দেখা গেল তা আর থাকছে না। লোকগুলোর চেহারায় হতাশা, ক্রোধ, ক্লান্তি, বেদনা ফুটে উঠেছে।

কতক্ষণ দৌড়ালে নেতিয়ে পড়ার অবস্থা হয়, লক্ষ করলেন আর.এস.এম.। সেই পর্যায়ে আসার ঠিক আগে থামার নির্দেশ দিলেন তিনি। 'পনেরো মিনিটের বিরতি, তারপর শুরু হবে উইপন ড্রিল।' যে যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে পড়ল, নড়ার শক্তি নেই। শুধু যারা এখনও একটু শক্তি পাচ্ছে তারাই শুধু ক্রল করে ছায়ায় সরে গেল। রোদ তো নয়, আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছে।

'ওহ্ গড!' হাঁপাচ্ছে মামুন, মাহমুদ তাকে টেনে ছায়ার ভেতর নিয়ে আসছেন। 'উনি যদি এভাবে চালিয়ে যান, আমার কমাণ্ডো প্রথমে আমার ঘাড় মটকাবে, নাকি ওঁনার, বলা মুশকিল।'

'ওরা তাঁর কিছু করতে পারবে না,' জবাব দিলেন মাহমুদ। 'আগেও সে চেষ্টা করা হয়েছে।'

সকাল দশটায় হোঁচট খেতে খেতে মেস হলে পৌঁছুল তারা। মেস হলটাকে লেকচার রুম হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এক প্রান্তে একটা টেবিল, আর.এস.এম. সেটার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একটা রাইফেল। সবাই না বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি।

'তোমাদেরকে কালাশনিকভ অ্যাসল্ট উইপন ইস্যু করা হয়েছে। এ.কে. ৭.৬২, ব্যানানা গান বলা হয়।' টেবিল ছেড়ে সরে এলেন তিনি, চেয়ারগুলোর মাঝখানে হাঁটাহাঁটি করছেন। 'অন্ধকারেও হাতড়ে মানুষ

যেমন তার স্ত্রীকে চিনতে পারে, তোমাদেরকেও এই রাইফেল সেভাবে চিনে নিতে হবে,' কথা বলছেন মৃদুকণ্ঠে, অথচ চেহারায় ঠাণ্ডা আক্রোশ।

এক চক্কর ঘুরে টেবিলের পিছনে ফিরে গেলেন তিনি। 'আমি এটাকে রাইফেল না বলে অ্যাসল্ট উইপন বলতেই বেশি পছন্দ করব। শর্ট রেঞ্জ, তবে স্টপিং পাওয়ার খুব ভাল, টার্গেট দু'শো গজের মধ্যে হলে লক্ষ্যভেদেও প্রায় নিখুঁত। ত্রিশ রাউণ্ড ম্যাগাজিন, ব্যবহার করা যায় সিঙ্গেল শট অথবা অটোমেটিক ফায়ারে। ফায়ারের সাইক্লিক রেট প্রতি মিনিটে ছয়শো রাউণ্ড। ক্লোজ অ্যাটাক পারপাসে বা জঙ্গলের ভেতর ডিফেন্সের জন্যে খুব ভাল।

'একটা উপদেশ। যেখানেই যাবে তোমরা, এই উইপন সব সময় সঙ্গে থাকবে। সব সময়, সবখানে। তোমরা যেমন কোথাও গেলে হাত দুটোকে সঙ্গে রাখো। এটাকে তোমরা তোমাদের তৃতীয় হাত বলে মনে করবে। যার যার সময় মত এটাকে তোমরা খুলবে, পরিষ্কার করবে, এমন কি আদরও করবে। কারণ অ্যাকশনে যখন থাকবে, নিজের কমাণ্ডো বা বন্ধুর কথা তোমার মনে থাকবে না। তখন তোমার একমাত্র বন্ধু বলতে বোঝাবে এই উইপন। তোমার আর মৃত্যুর মাঝখানে এই অস্ত্রটাকে শুধু দেখতে পাবে তখন। লক্ষ করো এবার, কিভাবে খুলতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।'

দুপুরে লাঞ্চের ছুটি দেয়া হলো। 'আপনার ছুটি নেই, লেফটেন্যান্ট শেখ, স্যার,' বললেন আর.এস.এম.। 'আসুন, আমার অফিসের পিছনে ছায়া পাই কিনা দেখি, ফুট ড্রিলের ত্রুটিগুলো শুধরে নেয়া যাক। আজ সকালের মত বিব্রত হতে চাই না আমরা, চাই কি?'

গুঙিয়ে উঠল মামুন শেখ। 'আমি একজন পাইলট, কায়েস ভাই। পায়ে চামড়া না থাকলে প্লেন চালাতে পারব না।'

'এই মুহূর্তে, স্যার,' কোমল সুরে বললেন আর.এস.এম., 'আপনি একজন ইনফ্যানট্রি অফিসার, একজন ইনফ্যানট্রি অফিসারের মতই মার্চ

করবেন।

'বাই দা লেফট—কুইক মার্চ। লেফট, রাইট, লেফট, রাইট, লেফট, রাইট। হল্ট। অ্যাবাউট টার্ন। লেফটেন্যান্ট শেখ, শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি, স্যার, আপনার রাইফেল উঁচু ও সিধে করে ধরুন। মাথাটা উঁচু করুন। চিবুক তুলুন। বুকটা সামনে ঠেলে দিন। আপনার কুৎসিত পেট ভেতর দিকে ঢুকিয়ে রাখুন। আপনার মত কুমড়োপটাশ প্লেন চালাতে পারে না, স্যার। আমি স্বীকার করি না, স্যার।'

ফায়ারিং রেঞ্জটা সাগরতীরে, পাঁচিল হিসেবে রয়েছে উঁচু বালিয়াড়ি। মার্সেনারিরা পুরোটা রাস্তা দৌড়ে পার হলো।

প্রতি কমাণ্ডোর দশজন মার্সেনারি এক লাইনে দাঁড়াল, আর.এস.এম.-এর নির্দেশ মত। প্রত্যেককে পুরো একটা ম্যাগাজিন দেয়া হলো, জানিয়ে দেয়া হলো প্রতিটি কার্ট্রিজের হিসাব দিতে হবে। ফায়ারিং লাইনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কেউ যদি লোড করা রাইফেল হাতে অন্য দিকে ঘুরতে চায় সেটাকে আক্রমণাত্মক আচরণ বলে মনে করা হবে, আর.এস.এম. সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করবেন। বলে দেয়া হলো গায়ে যেন রোদ না লাগে, সান-বার্ন দেখা দিলে সেটাকে স্বেচ্ছায় আহত হওয়া বোঝাবে, তার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন।

'কি বলেছিলাম তোমাকে?' ভলেন্টিয়ার বব ভলেন্টিয়ার হিউমকে বলল। 'শালা নার্ভাস হয়ে পড়ছে। ভয় পাচ্ছে কেউ বোধহয় তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ববের মত হিউমও নিগ্রো। 'যাই বলো ভাই, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।'

পঞ্চাশ গজ, একশো গজ, দেড়শো গজ, তারপর দু'শো গজ দূর থেকে ফায়ার করল ওরা। দু'জন আর্মারার ওদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, ঠিকঠাক করে দিচ্ছে সাইট, চেক করছে উইপন।

বিকেল পাঁচটায় থামতে বললেন আর.এস.এম.। 'ঠিক আছে, আজকের মত এখানেই ইতি। যে যার অস্ত্র পরিষ্কার করো। যার অস্ত্রে ত্রুটি দেখা দিয়েছে সে রিপোর্ট করুক আর্মারার-এর কাছে। বাকি সবাই চাইলে সাঁতরাতে পারো, তবে একটা কমাণ্ডো হাঙর আসে কিনা দেখার জন্যে পাহারায় থাকবে।'

আবীর মাহমুদ আর মামুন শেখ নিজেদের বিছানায় আশ্রয় নিল। 'উফ, থ্যাঙ্ক গড!' ক্ষীণ দুর্বল গলায় বলল মামুন। তার প্রতিটি পেশী ব্যথায় টনটন করছে। 'জীবনের সবচেয়ে তিক্ত দিন পার করলাম। মাহমুদ ভাই, আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হুইস্কির বোতলটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছি বলুন তো?'

ঘরে ঢুকল ফরহাদ। 'অফিসার আর এন.সি.ও.-দের মেস হলে ডাকছেন আর.এস.এম.। এখুনি।'

'কেন? কেন?' কর্কশ গলায় মামুন যেন ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

'আজ সকালে আমাদের রাইফেল নাড়াচাড়া করার ধরনটা তাঁর পছন্দ হয়নি, তাই আরেকবার...'

ফরহাদের কথা শেষ হলো না, মামুন চিৎকার করে উঠল, 'যাও, বলে দাও ওনাকে, আমি যাচ্ছি না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ফরহাদ। 'আমি কেন, তুমি নিজেই বলো। উনি বোধহয় এদিকেই আসছেন।'

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল মামুন, দেখাদেখি মাহমুদও তার পিছু নিয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে বেরিয়ে এলেন। 'কোথায়?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনারা যখন বেরিয়েই এসেছেন, চলুন মেস হলে যাই,' হাসতে হাসতে বলল ফরহাদ। 'আর.এস.এম.-কে দেখলাম কার যেন কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মামুন হিসহিস করে বলল, 'তোমার ক্লান্তি বলে কিছু নেই, এই ব্যাটা গরিলা?'

সাপার-এর জন্যে মেসে লাইন দিয়েছে সবাই। বিশাল এক আমেরিকান নিগ্রো, আলি, নিজের খাবার একটু মুখে দিয়েই হুংকার ছাড়ল। হাতের প্লেট ছুঁড়ে দিল সে, মারমুখো ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল কাউন্টারের সামনে। মাথায় তার মরচে রঙের চুল, কালো মুখ থেকে লালচে আভা বেরচ্ছে। রোমশ একটা প্রকাণ্ড হাত বাড়িয়ে ছোটখাট কুক-এর জ্যাকেট বুকের কাছে খামচে ধরল সে, হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে প্রবল এক ঝাঁকি দিল। 'তিন দিন ধরে আমাকে তুমি বিষ খাওয়াচ্ছ, কিছু বলিনি। জিনিসটা কি আজ বলতে হবে তোমাকে।'

'স্টু,' বেসুরো গলায় চিঁচি করল কুক, ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে।

'আমি বলি স্টু নয়, তোমার মুত,' গর্জে উঠল আলি। 'তুমি নিজে চেখে দেখো।' কুকের মাথাটা গরম স্টুর পাত্রে ঢুকিয়ে দিল সে।

মেস হলের বাকি সবাই চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে আলিকে। একজন তার টিন প্লেটে ছুরি দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল, সেই সঙ্গে মেঝেতে পা ঠুকে নাচের ভঙ্গি করছে। দেখাদেখি বাকি সবাইও। সম্মিলিত আওয়াজটা হলো কান ফাটানো।

'আমার কোন দোষ নেই,' প্রতিবাদ জানাচ্ছে কুক। 'গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্টুয়ার্ড ছিলাম আমি, তারাই আমাকে কুক বানায়। আমি সাধ্যমত ভাল করার চেষ্টা করছি।'

শান্তভাবে মেস হলে ঢুকলেন আর.এস.এম.। সঙ্গে একটা পিস্তল আছে, তবে সেটা হোলস্টারে। তাঁর পিছু নিয়ে দু'জন এন.সি.ও. ঢুকল, দু'জনের হাতেই রাইফেল। লোকজন এখনও হৈ-চৈ আর নাচানাচি করছে। কাউন্টার পর্যন্ত হেঁটে এলেন তিনি, তারপর ঘুরে সবার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। মাহমুদ, ফরহাদ আর মামুন চুপচাপ মেসে ঢুকল, পজিশন নিল কামরার দূর প্রান্তে। তারাও সশস্ত্র।

ধীরে ধীরে, আর.এস.এম.-এর উপস্থিতি টের পেয়ে, কোলাহল

থেমে গেল। দুঃসাহসী এক লোক সবাইকে আবার প্ররোচিত করতে চাইল, কিন্তু কেউ উৎসাহ বোধ করল না। লোকটা তার হাতের ছুরি নিস্তব্ধ কামরার মেঝেতে ফেলে দিল। নিজের হাতেই একটা প্লেটে বেশ খানিকটা স্টু নিলেন আর.এস.এম.। কামরার ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে স্টু খাচ্ছেন তিনি। কামরার সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে।

'স্টু ঠিক আছে,' অবশেষে মন্তব্য করলেন তিনি। 'এটা পুরোপুরি একটা পুষ্টিকর খাদ্য।' লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে ফিসফাস শুরু করল, ক্রমশ সেটা বাড়ছে।

'জিনিসটা অখাদ্য, মিয়া!' গর্জে উঠল আলি। লাগার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছে সে, খুলি ফাটানো রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে তাকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, হয়তো তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

আরও একটা প্লেটে স্টু ঢাললেন আর.এস.এম., প্লেটটা আলির দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আমি অখাদ্য খাই না,' নরম সুরে বললেন। তাঁর চোখের রঙ লালচে হয়ে উঠেছে। 'এখন এটা তুমি খাবে।'

'নিজের পথ দেখো,' চিৎকার করল আলি, কাউন্টারের কিনারা ধরা হাতের গিটগুলো সাদা হয়ে গেছে।

'তুমি আর আমি, আলি,' আর.এস.এম. মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আগেও মার্সেনারি হিসেবে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। শেষবারের যুদ্ধে আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম।' তাঁর হাতের প্লেটটা ইঙ্গিতে দেখালেন। 'এই স্টু যদি তুমি না খাও, তার একটা বিহিত হওয়া দরকার। দু'জনের একজন পঙ্গু হতে যাচ্ছে।'

সমস্ত রাগের ছাপ আলির চোখ থেকে মুছে গেল। প্লেটটা নিয়ে মুখের সামনে তুলল সে। 'আমি ঋণী ছিলাম,' বলল সে। 'এটা খাওয়ার পর থাকব না।' ঢক ঢক করে স্টু-টুকু খেয়ে ফেলল সে। 'এরপর দেখা যাবে।'

মাথা নাড়লেন আর.এস.এম.। 'তুমি যতটুকু শক্ত হতে পারবে, আমি তারচেয়ে অনেক বেশি কঠোর, আলি।' তাঁর একটা হাত ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেটের পকেটে। ওখানে আরও একটা অস্ত্র আছে। অস্ত্রটা সামান্য একটু নাড়লেন তিনি। পিস্তলের শক্ত রেখা দেখতে পেল আলি, তার পেটের দিকে তাক করা। 'এখনও তুমি বেঁচে আছ, তার একমাত্র কারণ সামান্য অজুহাতে উঁচুদরের একজন সৈনিককে আমরা হারাতে চাই না। এখন থেকে তুমি আমার আর মেজর মাসুদ রানার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।'

'নরকের বাসিন্দা,' বিড়বিড় করল আলি, 'ইউ আর স্ট্রেইট ফ্রম হেল।'

লোকজনের মাঝখানে হাঁটছেন আর.এস.এম.। 'কে খাবে, কে খাবে না, সেটা যার যার নিজের ব্যাপার,' বললেন তিনি। 'তবে যারা খাবে না, তাদেরকে বলি, অযথা সময় নষ্ট করার দরকার নেই—আলো ফুরিয়ে যাবার আগে এক ঘণ্টা ড্রিল করি চলো।'

সবাই প্রায় একযোগে খেতে শুরু করল। আর.এস.এম. মেস ত্যাগ করলেন।

'এঁর ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল মামুন। 'উনি কি খুন হতে চান?'

মাহমুদ হাসলেন। 'হাতে সময় কম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইকে ফিট দেখতে চাইছেন। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সবাই তাঁর পরীক্ষায় উতরে যাবে। ওঁকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তুমি আসলে সত্যিকারের একজন প্রফেশন্যালকে কাজ করতে দেখছ। আমাদের বস আর কায়েস ভাই আদর্শ একটা টীম। ওরা রানা ভাইকে ভালবাসবে, কায়েস ভাইকে ভয় করবে। মার্সেনারিদের নিয়ন্ত্রণ করার এটাই একমাত্র উপায়।'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে, ফরহাদ,' প্যারেড গ্রাউণ্ডে ট্রেনিঙের মধ্যে না থাকায় সম্বোধন বদলে গেছে কায়েস চৌধুরীর, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে

এসে ফরহাদের সামনে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে বালির ওপর দিয়ে হাঁটছেন তিনি, ফরহাদকে পাশে নিয়ে। ম্লান চাঁদ উঠেছে আকাশে। 'স্যার এই মুহূর্তে ব্যারাকে নেই।' স্যার মানে রানা। 'উনি থাকলে তোমাকে আমি বিরক্ত করতাম না। আজ রাতে সামান্য বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছি আমি। তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'আলি?' জানতে চাইল ফরহাদ।

'না। আলি রাতের অন্ধকারে হামলা করার লোক নয়। সে যদি আমার বিরুদ্ধে লাগতে চাইত, ওখানেই লাগত। না, অন্য দু'জনের ওপর চোখ পড়েছে আমার।'

ব্যথায় কাতর এক লোকের ভোঁতা চিৎকার শুনে জেগে উঠল গোটা ক্যাম্প। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল মার্সেনারিরা, তারপর ছুটল প্যারেড গ্রাউণ্ডের শেষ প্রান্ত লক্ষ্য করে, আওয়াজটা ওদিক থেকেই ভেসে আসছে। ডুবন্ত চাঁদের ম্লান আলোয় তারা দেখল তিনজন লোক বালির ওপর একটা তারকা চিহ্নের আকৃতি নিয়ে পড়ে আছে বালির ওপর। বালির সঙ্গে বেয়োনেট দিয়ে গাঁথা তাদের হাত ও উরু। বেশ কিছুক্ষণ হলো এখানে এভাবে পড়ে আছে তারা, বোঝা গেল বালির ওপর শুকনো রক্ত দেখে। প্রত্যেকের মুখ বস্তা দিয়ে ঢাকা, বস্তার ভেতর মুখে পট্টি বাঁধা। একজন অবশ্য মুখের পট্টি ঢিলে করে ফেলেছে।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোকে ঘিরে একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করল মার্সেনারিরা। কেউ নড়ছে না। ভিড় ঠেলে সামনে এগোল ফরহাদ। বেয়োনেটগুলো খুলে নিল সে, মোটেও সতর্কতার সঙ্গে নয়। এরপর বস্তা আর মুখের পট্টি কেটে দিল সে। উপস্থিত মার্সেনারিদের নির্দেশ দিল, আহত তিনজনকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালটা পর্তুগীজ প্যারাট্রুপ বেসে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে হাজির হলেন আর.এস.এম.। দাড়ি কামিয়ে, কাপড়

পাল্টে, নতুন দিনের জন্যে তৈরি হয়েই নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছেন তিনি। আহত লোকগুলোর দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকালেন একবার। তাদের একজন অচেতন হয়ে পড়েছে, বাকি দু'জন ব্যথায় গোঙাচ্ছে। বেয়োনেট খুলে নেয়ায় তাজা রক্তে ভাসছে সবাই। 'কমাণ্ডো যদি সংখ্যায় কমে গিয়ে থাকে, রিজার্ভ থেকে বেছে নাও,' এন.সি.ও.-দের বললেন তিনি, মুখ তুলে আকাশে তাকালেন। সাগরের শেষ প্রান্তে সূর্য উঠি উঠি করছে। 'তোমরা সবাই যখন জেগেছই,' প্যারেড গ্রাউণ্ডের শেষ মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তাঁর গলা, 'দিনটা আজ তাড়াতাড়ি শুরু করলেই পারি আমরা। প্যারেড গ্রাউণ্ডে ফিরে আসতে দশ মিনিট সময় দেয়া হলো।'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল ভিড়টা। পেরিমিটারে যে সেন্ট্রি পাহারায় ছিল সে খোদার কসম খেয়ে জানাল, কোন শব্দই পায়নি সে। আর.এস.এম. তাকে পানিশমেন্ট ডিউটি দিয়েছিলেন। বিষয়টা নিয়ে পরে আর কেউ কোন আলোচনা করেনি, তবে সেদিন থেকে রাতের বেলা আর.এস.এম.-এর ঘরের দিকে যাবার সময় সবাই দূর থেকে চিৎকার করে নিজের উপস্থিতি জানান দেয়।

'জেন্টেলমেন, আজ আমরা আর.পি.ডি. লাইট মেশিন-গান হাতে নেব। জেনে রাখা ভাল, এই উইপনের ডিজাইন করা হয়েছে রাশিয়ায়, এটা কমিউনিস্ট ব্লকেই ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হয়। দুনিয়ার সবচেয়ে হালকা মেশিন-গান এটা, একশো রাউণ্ডের একটা বেল্ট সহ লোডেড অবস্থায় ওজন মাত্র ১৯.৩ পাউণ্ড। এ.কে.-র মতই প্রতি মিনিটে প্রায় সাড়ে ছয়শো রাউণ্ড ফায়ারিং রেট। পুরোপুরি অটোমেটিক, কাভারিং ফায়ার এক হাজার গজ পর্যন্ত। ডিজাইনটা খুব সহজ। প্রতি কমাণ্ডোর দু'জন একটা করে বহন করবে।'

এয়ারপোর্ট থেকে সুফিয়ানকে নিতে এসেছে রানা। ফেরার পথে জীপ

চালাচ্ছে ও-ই। শহর ছাড়িয়ে এল ওরা, কংক্রিটের বিশাল এক কাঠামোকে পাশ কাটাচ্ছে—ভেতরে বুল ফাইটিং অনুষ্ঠিত হয়।

'সব ম্যানেজ করা গেছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল সুফিয়ান। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'ফরহাদের ক্রস-বো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। বাকি ইকুইপমেন্ট, প্যারাস্যুট আর কন্টেইনার সহ, সোমবারে পৌঁছুবে। এদিকের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'সব ঠিক আছে।'

'অস্ত্র পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যেগুলো কিলিমবিতে ফেলা হবে? বড় চালানটা?'

'সব পৌঁচেছে, সুফিয়ান। প্লেনগুলো কবে পাচ্ছি আমরা?'

'ম্যাড হ্যারিসনের সঙ্গে একটু গোলমাল বেধেছিল।'

'কি রকম?'

'চিন্তার কিছু নেই, প্লেন পাওয়া যাবে। তবে সবগুলোই খুব পুরানো। ম্যাড হ্যারিসন আপনাকে বলতে বলেছে, অপারেশন সুষ্ঠুভাবে শেষ হতে হবে। অস্ত্রের চালান আকাশে থাকার সময় যদি কোন বিপদ ঘটে, নতুন প্লেনের দাম ধরে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাকে। আর, গ্রাউণ্ডে যদি কোন বিপদ ঘটে, আমাদেরকে ফেরত আনার জন্যে প্লেনটা সে ফেরত পাঠাবে না।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

সন্ধে উতরে গেছে, আজকের মত ট্রেনিঙের কাজ শেষ। রানার অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন আর.এস.এম.। সুফিয়ান বসে আছে ডেস্কের সামনে। রানা বসেছে ডেস্কের পিছনে। খোলা জানালা দিয়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে। ঘরের আলোটাকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য পোকা।

'ট্রেনিং কেমন এগোচ্ছে, কারেস ভাই?' জানতে চাইল রানা।

'ভালই, স্যার। তবে একটু বেশি প্রেশার পড়ছে ওদের ওপর। আপনার যখন দরকার, পুরোপুরি ফিট অবস্থায় পাবেন ওদের।'

'আর অফিসাররা?'

'তারাও মেশিনে পরিণত হতে চলেছে, স্যার।'

'আহত হওয়ায় তিনজন লোক বাদ পড়েছে,' একটা রিপোর্টের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল সুফিয়ান। 'আপনি ওদেরকে ফেরত পেতে ইচ্ছুক নন।'

'ফেরত নেয়াটা উচিত হবে না। তাছাড়া, ওদের রিপ্লেসমেণ্ট ট্রেনিঙে খুব ভাল করছে।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা, মুখে ক্ষীণ সন্তুষ্টির হাসি। 'মোজাম্বিক আইল্যাণ্ড পাচ্ছি আমরা,' বলল ও। 'পর্তুগীজরা নিজেদের লোকজনের জন্যে একটা পুরানো দুর্গকে রেস্ট ক্যাম্প বানিয়েছে। ক্রিসমাস উপলক্ষে সবাই চলে যাওয়ায় এখন সেটা খালি। দিন কয়েক ব্যবহারের জন্যে ওটা আমরা পাচ্ছি। রওনা হবার আগে সবাই আমরা ওখানেই জড়ো হব।'

ব্যারাক থেকে চার মাইল দূরে জলার ওপর এক জঙ্গলে মার্সেনারিদের নিয়ে এলেন আর.এস.এম.। কালো পানির ওপর ঝাঁক ঝাঁক মশা উড়ে বেড়াচ্ছে, উঁচু গাছ থেকে নিচে নেমে এসেছে অসংখ্য ঝুরি, চারদিকে কোন শব্দ নেই, মাঝে মধ্যে শুধু পানির ওপর সাপ চলাচলের অস্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া যায় আর দু'একটা পাখির কর্কশ ডাক শোনা যায়। তখনও মার্সেনারিরা জানে না, ডাঙায় ও পানিতে কুমীরও থাকে।

'হয়তো এ-ধরনের জায়গাতেই আমরা অপারেশনে যাচ্ছি,' আর.এস.এম. বললেন। 'নিজেদেরকে তোমরা ফিট বলে ভাবছ, কাজেই তোমাদের রিফ্লেক্স টেস্ট করা হবে। এই অংশের জঙ্গলটা হেঁটে পার হবার জন্যে প্রত্যেককে পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো। পথ ছেড়ে অন্য কোথাও পা ফেলবে না, ফেললে জলার ভেতর তলিয়ে যেতে পারো। গাছপালার আড়ালে টার্গেট লুকানো আছে, অপারেট

করা হবে তারের সাহায্যে। টার্গেটগুলো তোমাদের সামনে বা পাশে দুই থেকে পাঁচ সেকেণ্ডের ব্যবধানে জ্যান্ত বা উদয় হবে, বিভিন্ন দূরত্বে।

'কেউ এলোপাতাড়ি গুলি করছে, এ আমি দেখতে চাই না। একটা, খুব বেশি হলে দুটো গুলি করার সময় পাবে প্রতি টার্গেটে। মাথা গরম করে কেউ যদি পুরো একটা ম্যাগাজিন খরচ করে ফেলো, আল্লাহ যেন তার সহায় হন। মনে রেখো, লাইভ ম্যাগাজিন ব্যবহার করবে তোমরা, এবং আমি ঠিক পিছনেই থাকব। যদি কোন টার্গেট পিছনে দেখো, ভুলে যাবে ওটার কথা। কেউ যদি নব্বুই ডিগ্রীর বেশি ঘোরো, তাকে আমি দেখে নেব। কাজেই সাবধান।'

'এই বলে রাখছি,' মহেন্দ্র কুম্বলে তার সঙ্গী পিটার হোমকে বলল, 'দেখিস, এমন সব বিষাক্ত সাপ আছে ওখানে, একজনও বাঁচব না আমরা।'

'থাক ভাই, এসব শুনলে এখনই হার্টফেল করব।'

জঙ্গলে হাঁটার পর্ব শেষ হলো। কমাণ্ডোদের সামনে হাঁটাহাঁটি করছেন আর.এস.এম.। 'কি বলেছিলাম তোমাদের?' তাঁর চেহারায় আক্রোশ। 'তুমি,' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'হ্যাঁ, তুমি, গু-খেকো ইতর।' ভলেন্টিয়ার টমসন ছ'ফুট লম্বা, বোবার শত্রু নেই ভেবে ঝড় থামার অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। 'টার্গেট খসে পড়ার পর দশ সেকেণ্ড একনাগাড়ে গুলি করেছ তুমি। আমার উচিত ছিল তোমাকে গুলি করা।'

'আর তুমি, সার্জেন্ট রয়, জঙ্গলে লাফ দিচ্ছিলে হাবা একটা স্কুলছাত্রীর মত। ফলে বেশিরভাগ সময় টার্গেটের চেয়ে ওপরে ছিলে তুমি। কি করেছ জানো? পাঁচ মিনিটের জাঙ্গল ওয়াক এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ডে পেরিয়ে গেছ। তোমার উদ্দেশ্যটা কি, বুলেটকে পিছনে ফেলবে?'

'আবার হাঁটব আমরা,' বললেন আর.এস.এম.। 'আবার, আবার,

আবার, দরকার হলে আবার। যতক্ষণ না পারফেক্ট হতে পারো। তোমাদেরকে আমি রাতে ফিরিয়ে আনব এখানে, প্রয়োজনে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা করা হবে।'

পরবর্তী দিনগুলোয় যন্ত্রণাদায়ক রুটিন একবিন্দুও শিথিল হতে দিলেন না আর.এস.এম.। কমাণ্ডোরা জোট বাঁধল, সবাই তার বিরুদ্ধে; দুর্বল সদস্যদের বহন করে তারা, প্রতিটি ড্রিলে পরস্পরকে সাহায্য করে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উনি যাতে তাদেরকে ভাঙতে না পারেন। দৌড়ায় তারা, ক্রল করে, হোঁচট খায়, তবে একজোট থাকে। চোখে ঘাম নিয়ে তাঁকে অভিশাপ দেয়, মাঠে থাকার সময় পরস্পরের সঙ্গে প্ল্যান করে কিভাবে তাঁর মাথায় একটা বুলেট ঢোকানো যায়।

তাদের এই ঘৃণা সম্পর্কে আর.এস.এম. যেন সচেতন নন। তিনি তাদেরকে আরও বেশি পরিশ্রম করান। লোকগুলো দ্রুত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যখন সারাদিনের ট্রেনিঙের পর রিলিফ পাবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করে বসতে পারে, আর.এস.এম. ছাড়া লড়তে পারে সবার সঙ্গে—ওই একজন মাত্র লোককে এমন ভয় পেতে শিখেছে তারা, যেন খোদ শয়তান তাদের পাশে হাঁটছে।

এখন আর অফিস থেকে প্রায় বেরোয়ই না সুফিয়ান, রাত জেগে ভোর পর্যন্ত কাজ করে, ঘুম পেলে চেয়ারে বসেই ঝিমিয়ে নেয়। এটা সেনাবাহিনীর কোন অংশ হলে কি ঘটত? প্রথমে বাছাই করতে হয়েছে, তারপর এক দেশ থেকে আরেক দেশে সরিয়ে আনতে হয়েছে, ট্রেনিঙের আয়োজন করতে হয়েছে, অস্ত্র ও ইকুইপমেন্ট বরাদ্দ করতে হয়েছে, এখন নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর আবার সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এত সব কাজ করার জন্যে কর্মচারীদের একটা টীম দরকার। কিন্তু সুফিয়ান একাই সব করছে। মেধাবি লোক সে, খুঁটিনাটি সমস্ত দিকে খেয়াল রাখতে পারে। এই যে প্রস্তুতি চলছে, এটার ওপরই বহুলাংশে

নির্ভর করে তাদের সামরিক অভিযানের সাফল্য বা ব্যর্থতা।। রানা এটা জানে, সেজন্যেই সুফিয়ানকে ওর দরকার ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় নক হলো দরজায়। ডেস্ক থেকে মুখ তুলে সুফিয়ান বলল, 'আসুন, আর.এস.এম.। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, মাসুদ ভাই আসছেন।'

তার কথা শেষ হতে না হতে অফিসে ঢুকল রানা। টান টান হলেন আর.এস.এম.। 'ওদের ট্রেনিং শেষ হয়েছে, স্যার,' বললেন তিনি। 'ওরা এখন নরম কাদা, আপনি ওদেরকে যে-কোন আকৃতি দিতে পারবেন।'

'গুড,' বলল রানা। 'কাল টেক-ওভার করব আমি।'

রানা ও কায়েস চৌধুরী, দু'জনকে উদ্দেশ্য করেই সুফিয়ান বলল, 'আপনাদের হাতে বেশি সময় নেই আর। মি. সিমসনের কাছ থেকে এই মাত্র একটা সিগন্যাল পেয়েছি আমি। পাঁচই জানুয়ারি থেকে পিছিয়ে আনা হয়েছে অপারেশন। ইউনুস উসুমবুরাকে এখন থেকে যে-কোন দিন সরিয়ে আনা হতে পারে। কাজেই এখান থেকে আমরা ক্রিসমাস ডে-তে রওনা হচ্ছি।'

তার পিছনের ওয়াল ম্যাপের দিকে ফিরল সে। 'মেইনল্যাণ্ডে, জায়গাটার নাম লামবো, একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে, মোজাম্বিক আইল্যাণ্ড থেকে বেশি দূরে নয়। ওটাই হবে আমাদের জাম্প-অফ পয়েন্ট। ওটা টার্গেট এরিয়ার এক হাজার মাইল রেডিয়াসের মধ্যে পড়ে।'

ট্রেনিঙের পদ্ধতি বদলে গেল। রানা মার্সেনারিদের লাগাম ধরল শিথিল ভঙ্গিতে, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল লোকগুলো। বালিয়াড়ির দুই ভাগকে এয়ারপোর্ট ও মিলিটারি ব্যারাক হিসেবে আলাদা করা হলো। সিমসনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে রোড, বিল্ডিং, কাঁটাতারের বেড়া ইত্যাদি চিহ্নিত করা হলো, চিহ্নিত করা হলো সেন্ট্রি থাকার সম্ভাব্য জায়গাগুলোও।

মামুন আর মাহমুদের কমাণ্ডো এয়ারপোর্ট হামলা চালাবার মহড়া দিল, বাকিরা ব্যারাকে অ্যাটাক প্র্যাকটিস করল। সন্ধ্যায় মামুনকে নিয়ে বসল রানা, কন্ট্রোল টাওয়ারের লেআউট জানতে চেয়ে পরীক্ষা নিল তার। ফরহাদ কাজ করছে তার ক্রস-বো নিয়ে। দক্ষতা প্রদর্শনের প্রস্তাব দেয়া হতে মাহমুদের মাথায় একটা আপেল রাখতে চাইল সে। মাহমুদ রাজি হলেন না। ভলান্টিয়ার হলো নাসিম।

লরেন্সো মারকুয়েসে আসার পর থেকে নাসিমও অলস সময় কাটায়নি। বেশিরভাগ সময় রানার ছায়া হিসেবে দেখা গেছে তাকে, টেলিফোন রিসিভ করেছে, ফাইল খুঁজে দিয়েছে, রাত দুপুরে কফি বানিয়ে খাইয়েছে। সে তার পুরানো অভ্যাস মত পুরুষ সেজে আছে, মার্সেনারিরা জানে না সে আসলে মেয়ে। আমস্টারডাম অফিসে ফোন করে ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছে নাসিম, তার প্লেনটা যে-কোনদিন পৌঁছে যাবে এখানে।

শেষ মুহূর্তে চোখ বুজে ফেলল নাসিম। টেরও পেল না তার মাথায় আপেল নেই, ফরহাদের ছোঁড়া তীর সেটাকে নিখুঁতভাবে গেঁথে দূরে নিয়ে চলে গেছে।

ছয়

ক্রিসমাস ডে, পঁচিশে ডিসেম্বর।

তেরপল ঢাকা পর্তুগীজ আর্মি ট্রাকের একটা বহর শহরের ভেতর দিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে। উত্তরে তুমুল টেরোরিস্ট ওঅর চলছে, কাজেই ক্রিসমাসের রাতে সৈন্য চলাচল দেখে কারও মনে কোন প্রশ্নের

উদয় হলো না। তেরপলের নিচে মানুষগুলো প্রায় সবাই চুপচাপ, অন্ধকারে ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রাকের সঙ্গে, জানে যে অ্যাকশন শুরু হবার সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।

উঁচু কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে একটা ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে ঢুকল কনভয়। দূর প্রান্তে একজোড়া ডাকোটা দাঁড়িয়ে আছে, অলস শব্দ করছে এঞ্জিন। ট্রাক থেকে দ্রুত নামল লোকগুলো। প্লেনে ইকুইপমেন্ট লোড করা হলো। লাইন দিয়ে ওপরে উঠল সবাই, ক্যানভাস মোড়া সীটে পরস্পরের দিকে মুখ করে বসল তারা।

এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল। আনপ্রেশারাইড কেবিনে আলো খুব কম, আওয়াজটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে। প্রথম ডাকোটা গড়াতে শুরু করল, গতি বাড়ছে।

আকাশে ওঠার পর শহরটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল প্রথম ডাকোটা। তারপর দ্বিতীয় প্লেন আকাশে উঠল। দুটো প্লেন রওনা হলো একসঙ্গে, পাশাপাশি।

মার্সেনারিরা কৌতুক শোনাচ্ছে, ঝিমাচ্ছে কেউ কেউ। সীটগুলো আরামদায়ক নয়, ঘুম আসবে না। আইল ধরে ফ্লাইট ডেকের দিকে এগোল মামুন। পাইলট ইংরেজি বোঝে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করল সে।

রিফুয়েলের জন্যে বেইরায় ল্যাণ্ড করল ডাকোটা। বেইরা মোজাম্বিকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। টার্মিন্যাল থেকে দূরে একটা মিলিটারি এনক্লোজারে থামল ওগুলো। লোকজনকে আড়মোড়া ভাঙার জন্যে নিচে নামার অনুমতি দেয়া হলো। তারপর আবার আকাশে উঠল প্লেন, ম্যাকুটি বীচ-এর ওপর দিয়ে ছুটল, উত্তরের কোর্স ধরে উপকূল রেখা বরাবর যাচ্ছে। ভোর বেলা জাম্বেজি নদীর বিশাল মুখ পেরুল ওরা, নদী এখানে সাগরে মিশেছে। আরও পরে, সূর্য যখন দিগন্তরেখা থেকে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, নিচের দিকে গোত্তা খেয়ে মোজাম্বিক আইল্যাণ্ডের ওপর ঝুলে পড়ল ডাকোটা।

আকাশ থেকে ভারি সুন্দর দেখাল দ্বীপটাকে। লম্বায় ওটা তিন হাজার মিটারের কাছাকাছি, চওড়ায় ছ'শো মিটার, স্বচ্ছ সাগর আর কোরাল রীফ দিয়ে ঘেরা। দ্বীপটা এত ছোট যে কোন এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ওদের ডাকোটা ল্যাণ্ড করল লামবোয়—দিগন্ত বিস্তৃত সাগরতীরে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গরম আঁচের মত মুখে ধাক্কা মারল বাতাস। একটু পরই ঘেমে গোসল হয়ে গেল সবাই। প্লেনের গা এত গরম হয়ে উঠল যে হাত দিলে ফোস্কা পড়ে যাবে। স্যাণ্ড স্ট্রিপে লু হাওয়া বইছে।

মার্সেনারিরা যে যার কমাণ্ডোর সঙ্গে আলাদা হয়ে গেল। প্রথম কাজ ইকুইপমেন্ট চেক। অ্যামুনিশনের বক্স আর কিট তাদের পাশেই পড়ে আছে। সাদা শার্ট আর সাদা শর্টস পরা এক লোক পাম গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল, বয়েস হবে ত্রিশ-বত্রিশ। সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'ওয়েলকাম,' ইংরেজিতে বলল রানাকে। 'আমি হোসে ফার্নান্দেজ। এখানে আপনারা যে-ক'দিন থাকবেন, আমি আপনাদের সাহায্য করব।'

'আপনাকে পি. আই. ডি. ই. থেকে পাঠানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। পি. আই. ডি. ই. মানে পর্তুগালের সিক্রেট পুলিস।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'ওদের সঙ্গে আমি জড়িত,' স্বীকার করল সে, 'তবে এই দ্বীপের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা দেখতে পাবেন আপনি। এক সময় গোটা দেশের রাজধানী ছিল এটা, কিন্তু আমাদের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। যদিও, এভাবেই আমরা ভাল আছি।'

লোকটার পিছু নিয়ে খুদে একটা কন্ট্রোল টাওয়ার পেরিয়ে সামনে এগোল ওরা। এক জায়গায় কয়েকটা আর্মি লরি দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া পাবার জন্যে তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল সবাই। ফার্নান্দেজ সামনের ট্রাকটায় উঠল, বসল রানার পাশে। ড্রাইভারকে ট্রাক ছাড়ার নির্দেশ দিল সে।

'আমার জন্যে কোন মেসেজ আছে আপনার কাছে?' জানতে চাইল

রানা।

'হ্যাঁ। ইউনুস উসুমবুরাকে কাল তাঞ্জানিয়া থেকে সরিয়ে আনা হবে, লেকের ওপর দিয়ে পরদিন সকালে পৌঁছুনোর কথা জেনারেল উবাণ্ডি বুটার, উসুমবুরার শাস্তি চাক্ষুষ করার জন্যে আসছেন তিনি। তার আগে পর্যন্ত মিলিটারি ব্যারাকে আটক রাখা হবে উসুমবুরাকে। মি. সিমসন খুব উদ্বেগের মধ্যে আছেন। উসুমবুরাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানো হচ্ছে দশ দিন আগেই। প্রশ্ন হলো, আপনারা রেডি কিনা।'

'আমরা রেডি,' শান্ত স্বরে বলল রানা। এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে জানত ওরা, সেজন্যে তৈরি হয়েই আছে।

'সেক্ষেত্রে গো সিগন্যালের জন্যে এখানেই আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। ম্যাড হ্যারিসন পেনগুলো লরেঙ্গো মারকুয়েসে পাঠাচ্ছে, তৈরি অবস্থায় ওখানেই ওগুলো অপেক্ষা করবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরও তথ্য পাবেন বলে আশা করছেন মি. সিমসন, সেগুলো পেলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে উসুমবুরা ঠিক কখন আলবার্টভিলে পৌঁছুচ্ছেন।'

'আর কোন খবর?'

'টেলিফোনে জানতে পেরেছি, আমস্টারডাম থেকে একটা ডাকোটা এসে পৌঁচেছে লরেঙ্গো মারকুয়েসে,' বলল হোসে ফার্নান্দেজ। 'পাইলট জানতে চেয়েছে, সেলিনা নাসিমকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'তাকে জানান, সে যেন পরবর্তী নির্দেশের জন্যে এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করে।'

কংক্রিটের পিলারের ওপর কজওয়েটা, সাগরের ওপর দুই কিলোমিটার লম্বা, সরাসরি দ্বীপে পৌঁচেছে। সেটা পেরিয়ে দ্বীপে উঠল ওরা। কাঁকর ছড়ানো পথ ধরে ছুটল কনভয়, চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ বাঁকগুলো ঘোরার সময় হর্ন বাজাল ড্রাইভাররা। রাস্তার দু'দিকে ও নিচে সারি সারি কুঁড়েঘর দেখা গেল। এক সময় ঢালু হয়ে নিচে নামল রাস্তা,

কুঁড়েঘরের বদলে সাদা চুনকাম করা বেশ কয়েকটা দোতলা বাড়ি দেখা গেল, জানালা-দরজায় শাটার লাগানো।

ফার্নান্দেজ লক্ষ করল, চারদিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে রানা। অভিজাত এলাকার শেষ মাথায় বিশাল এক দুর্গের নিচে থামল কনভয়। চেহারা দেখে গর্বিত মনে হলো ফার্নান্দেজকে। 'এখানেই আমার জন্ম, এই দ্বীপকে আমি ভালবাসি,' বলল সে। 'এখান থেকে আমাদের হাঁটতে হবে। পনেরোশো পঁয়তাল্লিশে তৈরি দুর্গটা, তখন মোটরগাড়ি ছিল না।'

দুর্গ ফটকে দু'জন সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে, ওদেরকে স্যালুট করল তারা। রোদে ঝলসানো বিশাল উঠানে ঢুকল সবাই। দুর্গটা প্রজাপতির মত দেখতে, ডানা দুটো দু'দিকে প্রসারিত, তিন দিক থেকে পাহারা দিচ্ছে সাগর। পাথুরে পাঁচিলের অনেক গভীরে ব্যারাক রুম, ওপরের র‍্যামপার্টে মরচে ধরা কামান উঁকি দিচ্ছে।

মার্সেনারিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো। নিরাপদ জায়গায় সাজিয়ে রাখা হলো ইকুইপমেন্ট। একটা রেডিও বসানো হলো, লরেন্সো মারকুয়েস থেকে পাওয়া মেসেজ ডিকোড করতে বসল রানা। ওর নির্দেশে কয়েকটা মেসেজ পাঠাল সুফিয়ান। ঢিলে তালে পেরিয়ে যাচ্ছে দিনটা। সূর্য মাথার ওপর ওঠার পর বাতাস একদম স্থির হয়ে আছে। প্রচণ্ড গরমে ব্যারাক রুম থেকে মার্সেনারিরা কেউ বেরুল না। লোহার বাঙ্কে শুয়ে ঘুমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল তারা।

বিকেলে আর.এস.এম.-কে নিজের অফিসে ডেকে পাঠাল রানা। 'আমরা সম্ভবত কাল রাতে রওনা হচ্ছি,' বলল ও। 'মার্সেনারিরা রেডি তো?'

টান টান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন আর.এস.এম.। চেহারায় আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা। 'ইয়েস, স্যার। আপনার নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে আছে ওরা।'

'ভেরি গুড। ধন্যবাদ, কায়েস ভাই।'

'স্যার,' বললেন আর.এস.এম., 'রোদ এখন আর আগের মত গরম নয়। সন্ধে পর্যন্ত ওদেরকে আমি ব্যস্ত রাখতে চাই।'

'ঠিক আছে, আর.এস.এম.।'

সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে উঠল রানা, সেখান থেকে র‍্যামপার্টে। ওর নিচে, উঠানে মার্সেনারিদের প্যারেড করাচ্ছেন আর.এস.এম.।

'আশা করি তোমাদের প্যারাস্যুট ড্রিলের কথা মনে আছে,' আর.এস.এম.-এর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চাবুকের মত আঘাত করল মার্সেনারিদের। 'যারা ভুলে গেছ, পরবর্তী দু'ঘণ্টা তাদের নতুন করে শিখতে হবে। মনে রাখবে, শত্রু এলাকায় নামার সময় কেউ যদি তার পা ভাঙে, ওখানে কোন অ্যামবুলেন্স থাকবে না, হাসপাতাল থাকবে না, এমন কেউ থাকবে না যে সাহায্য করতে পারে। থাকব শুধু আমি।' তাঁর ধূসর চোখ জ্বলছে। 'কিন্তু আমি তখন কি করব? আমি গুলি করে মারব তাকে, কারণ ভাঙা পা নিয়ে ওখানে সে আমার কোন কাজে আসবে না। কাজেই মনোযোগ দাও।

'প্লেন থেকে খসে পড়ার পর তোমরা শূন্যে থাকবে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, খোদার দোহাই লাগে পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবে। একজন যদি আরেকজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো, দু'জনেরই বারোটা বাজবে। আর মনে রাখবে, তুমি মাটিতে পড়ার আগেই কন্টেইনার ফেলে দেবে—তবে মাটির চল্লিশ ফুটের বেশি ওপর থেকে ফেলবে না, তা ফেললে অন্য কারও প্যারাস্যুটে আঘাত করতে পারে ওটা। তুমি,' একটা লোকের দিকে আঙুল তুললেন তিনি, 'হ্যাঁ, তুমি। তোমার রিজার্ভ স্যুটের সাইজ বলো।'

'বাইশ ফুট, স্যার।'

'কুইক রিলিজ রিঙটা কোথায়?'

'এখানে, স্যার।'

'গুড! এবার তোমরা একে একে বলবে কি কি ত্রুটি দেখা দিতে

পারে, সেগুলো সংশোধন করার উপায় কি।'

রেডিও রুমে একজন মার্সেনারি ডিউটিতে ছিল। সন্ধের ঠিক আগে পাঁচিল থেকে র‍্যামপার্টে উঠল সে, রানার হাতে একটা মেসেজ দিল।

আবছা আলোয় মেসেজটা পড়ল রানা। নিচে নেমে আর.এস.এম.-কে নিজের অফিসে ডেকে বলল, 'অপারেশন শুরু হয়েছে। কাল রাতে ফ্লাইট।'

রওনা হবার এক ঘণ্টা আগে মার্সেনারিদের ফাইন্যাল ব্রিফ করল রানা। ব্যারাকের সবচেয়ে বড় কামরায় জড়ো হয়েছে সবাই। ভেতরে চাপা গুঞ্জন, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ। হুঙ্কার ছেড়ে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিলেন আর.এস.এম., রানাকে ঢুকতে দেখেছেন তিনি।

'আজ রাতে রওনা হচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'একটা প্লেন লামবো থেকে তুলে নেবে আমাদের। আধ ঘণ্টা আগে অস্ত্র বোঝাই আরও পাঁচটা প্লেন রওনা হয়ে গেছে, গন্তব্য কিলিমবি। ওখানে ওগুলো ল্যাণ্ড করবে না, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ড্রপ করে ফিরে আসবে। আমরা ঠিক একুশ ঘণ্টায় টেক অফ করব। কোথায় কি করতে চলেছি আমরা, এতদিন তোমাদেরকে জানানো হয়নি। না জানাবার সঙ্গত কারণ ছিল। এখন জানাচ্ছি।' দেয়ালের সঙ্গে পিন দিয়ে আটকানো আলবার্টভিলের লার্জ স্কেল একটা ম্যাপের ওপর থেকে পর্দা সরাল ও।

'সর্বনাশ, আমার ধারণা ছিল নাইজেরিয়ার সামরিক সরকারকে উৎখাত করতে যাচ্ছি আমরা!' এক লোক তার পাশের লোকের কানে ফিসফিস করল।

'বিপদটা অত বড় নয়, সেজন্যে ধন্যবাদ দাও ভাগ্যকে,' পিছন থেকে নরম সুরে বলল ফরহাদ।

ব্রিফ করার সময় রানার পাশেই থাকল সুফিয়ান।

'তোমরা জানো, অপারেশনের সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় ইউনুস উসুমবুরাকে মিলিটারি ব্যারাকে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে কাল ভোরে ওখানে পৌছুচ্ছেন জেনারেল উবাণ্ডি বুটা। ওই ভোরেই উসুমবুরাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে। খানিক আগে পাওয়া একটা মেসেজ থেকে জানা গেছে, এলাকায় একদল সিমবাস পৌচেছে। আন্দাজ করা হচ্ছে সংখ্যায় তারা দুই থেকে তিনশোর মধ্যে হবে। এই মুহূর্তে তারা শহরে অবস্থান করছে—এখানে,' ম্যাপে জায়গাটা দেখাল রানা, 'পুরানো কারাগারে। ওদের উপস্থিতি পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ আমরা জানি যে জেনারেল বুটা যখন কোথাও যান, আর্মি ও প্যারামিলিটারি পুলিসের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেন তিনি, অভ্যুত্থান এড়াবার জন্যে।

'সিমবাসদের উপস্থিতি আমাদের জন্যে একটা হুমকি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি আমরা, প্ল্যানেও কিছু রদবদল করা হয়েছে।' ম্যাপের দিকে ফিরে রুলার ব্যবহার করল রানা। 'এখানে এটা এয়ারপোর্ট। মিলিটারি ব্যারাক আর কারাগার এয়াপোর্টের সঙ্গে একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে। ত্রিভুজের মাথা হলো এয়ারপোর্ট, ব্যারাক ও কারাগার বেস লাইন। একটা লিঙ্ক রোড সবগুলোকে ছুঁয়ে গেছে, কাজেই এখন আমরা চাইছি ব্যারাক ত্যাগ করার সময় আর্মারী ও মিউনিশন ডাম্প উড়িয়ে দেয়া হবে। বিস্ফোরণ ঘটলে, ধারণা করছি, আতঙ্কিত হয়ে পড়বে সিমবাসরা, দেরি না করে ছুটে আসবে গ্যারিসনের দিকে। ফলে আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে তারা, আমরা নির্বিঘ্নে এয়ারপোর্টে পৌছুতে পারব।

'এই অপারেশনের সাফল্য নির্ভর করছে স্পীড আর সারপ্রাইজের ওপর। টাইমিং হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সবাইকে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করতে হবে। সব যদি ভাল ভাবে ঘটে, তিন ঘণ্টারও কম সময়ের

জন্যে মাটিতে থাকব আমরা। কিন্তু যদি সব ঠিকমত না ঘটে, প্রাণ নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।'

ব্রিফিং শেষ হলো। তারপরও কয়েক সেকেণ্ড মার্সেনারিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, চেহারা থেকে উত্তেজনার ছাপ মুছে ফেলতে পারছে না। প্রস্তুতি গ্রহণের দীর্ঘ দিনগুলো ওদের মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্টি করেছে, ওদেরকে যেন বহুকাল ধরে চেনে ও, স্নেহ ও আদর করে অন্তর থেকে। 'প্ল্যানটা আমাদের খুবই ভাল,' সবাইকে আশ্বস্ত করল ও। 'কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না। গুড লাক। বাইরে ট্রাকগুলো অপেক্ষা করছে।'

সরু রাস্তা ধরে সগর্জনে ছুটল কনভয়। দ্বীপটাকে পরিত্যক্ত মনে হলো, যেন লোকজনকে বাড়ি-ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কজওয়ে পার হয়ে বিশাল এয়ারস্ট্রিপে চলে এল ওরা। এয়ারস্ট্রিপ এখানে শক্ত বালির বিস্তৃতি ছাড়া কিছু নয়। অন্ধকার আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড লকহিড হারকিউলিসকে দেখা গেল, ওদের সামনে ঝুলে রয়েছে। প্লেনটা অতিরিক্ত ফুয়েল এনেছে, গ্রাউণ্ড ক্রুরা ট্যাংক ভর্তি করতে ব্যস্ত।

ট্রাকে রানার পাশেই বসেছে নাসিম, ওর সঙ্গে সে-ও নিচে নামল। একা শুধু তাকেই এখানে রেখে যাওয়া হচ্ছে। লরেন্সো মারকুয়েস থেকে তার প্লেনটাও পৌঁচেছে লামবোয়, এয়ারস্ট্রিপের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। ইউনুস উসুমবুরাকে নিয়ে ওরা ফিরে এলে নাসিমের এই ডাকোটাই তাঁকে নিয়ে আবার আকাশে উঠবে, পৌঁছে দিয়ে আসবে কিলিমবিতে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, উসুমবুরার সঙ্গে রানাও থাকবে।

ট্রাক থেকে নেমেই গ্রাউণ্ড ক্রুদের সঙ্গে কথা বলল রানা। তারা জানাল, পাঁচটা লকহিড নির্বিঘ্নে টেক অফ করেছে, শেষটা এখন থেকে আধ ঘণ্টা আগে। যাওয়া ও আসার জন্যে যথেষ্ট ফুয়েল আছে ওগুলোয়।

শুরু হলো রোল কল। তারপর শেষ বারের মত ইকুইপমেন্ট চেক করা হলো।

রানাকে একপাশে ডেকে নিয়ে এল হোসে ফার্নান্দেজ। 'একটা মেসেজ আছে। অপ্রীতিকর হলেও, বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি।' তার চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। 'সব যদি ভালভাবে ঘটে, ফিরতি পথে আপনারা আমাদের সীমান্ত পেরুবেন কাল সকাল আটটার মধ্যে। ওই সময়ের ভেতর আপনারা যদি সীমান্ত না পেরোন, তাহলে আপনাদের জন্যে আমাদের সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হবে। সত্যি আমি দুঃখিত, কিন্তু রাজধানী থেকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে চলতে হবে আমাকে।'

'সীমান্ত বন্ধ করে দেবেন...কথাটার মানে কি?' ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ওপর নির্দেশ আছে, ওই সময়ের পরে আপনারা যদি সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করেন, গুলি করে নামানো হবে। আর আপনারা যদি পায়ে হেঁটে আসেন, সীমান্ত রক্ষীরা বাধা দেবে। কর্তৃপক্ষ এরকম একটা নির্দেশ কেন দিলেন, আশা করি আপনি তা বুঝতে পারছেন। আপনারা যদি ব্যর্থ হন, আন্তর্জাতিক মহলের কাছে নিজেদেরকে আমরা নির্দোষ বলে দাবি করব।'

রিফুয়েলিঙের কাজ শেষ, মার্সেনারিরা লাইন দিয়ে প্লেনে উঠছে।

'কাল আমরা আটটার আগেই ফিরে আসব,' বলল রানা।

'সেই প্রার্থনাই করি। গুড লাক, মি. রানা।'

'অনুরোধটা আরেকবার করি,' তাকে বলল রানা। 'নাসিম আর তার প্লেনটা থাকল। আপনি ওর ওপর বিশেষ খেয়াল রাখবেন। আমরা না ফেরা পর্যন্ত ওর নিরাপত্তার দিকটা দেখবেন, প্লীজ।'

'অবশ্যই, আমি তো আগেই কথা দিয়েছি।'

প্লেনে ওঠার আগে বিদায় নেয়ার জন্যে নাসিমের সামনে দাঁড়াল রানা। আশপাশে কেউ নেই, দেখে নিয়ে রানাকে আলিঙ্গন করল সে, ছোট্ট একটা চুমো খেলো। 'ভালয় ভালয় ফিরে এসো, রানা, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। যদি দেখি দেরি করছ, আমি কিন্তু বসে থাকব

না।'

'না, নাসিম, তুমি বোকার মত কিছু করতে পারবে না।'

'চাইও না, সেজন্যেই তো বলছি সময়মত সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে হবে তোমাকে।' রানার ঠোঁটে আবার একটা চুমো খেলো নাসিম। 'গুড লাক, রানা। তোমাদের সবার জন্যে আমি প্রার্থনা করব।' কেঁদে ফেলল সে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্লেনের দিকে ছুটল রানা।

সাত

স্টারবোর্ড-এর দোরগোড়ায় সুফিয়ানের সঙ্গে মিলিত হলো রানা। আকাশের গায়ে মেঘগুলো ভেসে আছে, ঠিক যেন সাগরের ঢেউ। দু'সারি ঢেউয়ের মাঝখানে প্রকাণ্ড হলুদ চাঁদ, শান্ত সাগরে একটা ঝলমলে জাহাজের মত লাগছে।

'চাঁদটা আমাদের জন্য দুঃসংবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল সুফিয়ান। 'নিচে খসে পড়ার সময় আমাদেরকে দেখা যাবে।'

'প্রার্থনা করো আজ রাতে কঙ্গোয় যেন মেঘ থাকে,' জবাব দিল রানা।

দরজা বন্ধ হলো, তারপর একে একে চারটে বিশাল অ্যালিসন এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। কেবিনটা উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কোন জানালা নেই, সেলটা পুরু প্যাড দিয়ে মোড়া। লোকজন সব তৈরি হয়ে আছে, পরনে গাঢ় জাঙ্গল-গ্রীন ক্যামোফ্লেজ, যারা শ্বেতাঙ্গ বা ফর্সা

তাদের মুখ রঙ দিয়ে কালো করা। স্ট্রিপের শেষ মাথায় পিছিয়ে এল প্লেন।

'বিসমিল্লাতেই গলদ,' ফিসফিস করল আলি। 'দানবটা আমাদের নিয়ে উঠতে পারবে না।'

'তোমাকে বলেছে!' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মাইকেল রয়। 'ল্যাণ্ড করার সময় কোন অসুবিধে হয়নি, ওঠার সময় অসুবিধে হবে কেন? তাছাড়া, এর আগে পাঁচটা প্লেন টেক অফ করল না?'

'আমরা থাকায় এটার ওজন অনেক বেশি।'

'ধ্যেত। ওগুলোয় অস্ত্র ছিল।'

এঞ্জিনগুলো বিকট আওয়াজ করছে। ধীর, অলস ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল হারকিউলিস, প্রপেলার কামড় বসাচ্ছে বাতাসে। তারপর হঠাৎ ছুটতে শুরু করল প্লেন, শক্ত বালির ওপর গতি ক্রমশ বাড়ছে। কেবিনে আটক মার্সেনারিরা অধীর অপেক্ষায় সেকেণ্ড গুনছে, অনুভব করতে চাইছে কখন তারা শূন্যে ভাসবে। মনে হলো কিছুর সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলো প্লেন। সবাই অনুভব করল, বাতাসে ভর দিয়েছে হারকিউলিস, আরও ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।

ফার দিয়ে কিনারা মোড়া জ্যাকেট পরে আছে তরুণ পাইলট, মাথায় একটু বাঁকা হয়ে আছে ক্যাপ, কেবিনে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'মি. মাসুদ রানা?'

কেবিনের আরও পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখালেন আর.এস.এম.।

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল পাইলট। 'মেজর রানা, স্যার?' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনিই জাম্প-মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। অন্যমনস্ক, অন্যান্য বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ও।

'দরজাগুলোর ওপর জাম্প-লাইট বসিয়েছি আমরা। স্টারবোর্ডের

কাছে টেলিফোন কানেকশন দেয়া হয়েছে, ফ্লাইট ডেকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে। স্কিপার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আলো জ্বলে উঠবে। ড্রপিং জোন থেকে আমরা যখন আধ ঘণ্টা দূরে থাকব, উনি আপনাকে জানাবেন। আপনার আর কিছু জানার আছে, স্যার?'

'হ্যাঁ। আমরা কি সময় বাঁচিয়ে এগোচ্ছি?'

'উল্টোদিক থেকে জোরাল বাতাস আছে, স্যার, তবু ভালই এগোচ্ছি আমরা। আপনার লোকজন কষ্ট পাচ্ছেন না তো? দুঃখিত এই জন্যে যে তাদেরকে অ্যাপায়নের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।'

'তার কোন দরকার নেই। আমি ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'উনি সময় করতে পারলেই বেল বাজাতে বলব, সরাসরি ঢুকে পড়বেন ফ্লাইট ডেকে।' আইল ধরে ফিরে যাচ্ছে তরুণ পাইলট, হঠাৎ মামুন শেখকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কি আশ্চর্য, তুমি?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'এখানে কি করছ হে? তোমার সর্বশেষ খবর পেয়েছি আমস্টারডামে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ।'

মুখ তুলে তাকাল মামুন। 'জেরি চ্যাপলিন, কি আশ্চর্য! তুমি তাহলে আজও এই আউট ফিটে?'

'এয়ারলাইনে চাকরি করার চেষ্টা করেছিলাম, নিরাপদ ও একঘেয়ে বাস রুট মনে হলো। তাছাড়া, ম্যাড হ্যারিসনের কাজে বিপদ যেমন আছে, তেমনি মেলা পয়সাও আছে। নিশ্চয়ই তুমি কন্ট্রোল টাওয়ারে আমাদের লোক হতে যাচ্ছ, তাই না? এয়ারপোর্টের লেআউট ভাল করে দেখে রেখেছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল মামুন শেখ।

'তাহলে তুমি জানো ল্যাণ্ড করার জন্যে ওটা একটা অভিশপ্ত জায়গা। লেকের গা ছুঁয়ে, খুব নিচু দিয়ে আসব আমি। সম্ভবত মেঘ থাকবে,

কাজেই আমার আলোর ওপর নজর রেখো। তোমার ওপর ভরসা করছি, নির্দেশ দিয়ে নিরাপদে ল্যাণ্ড করাবে আমাকে। ফর গডস সেক, ওই পাহাড়গুলোর একটায় ধাক্কা খাইয়ো না।'

'চিন্তা করো না,' অভয় দিল মামুন। 'নিরাপদেই নামিয়ে আনাব তোমাকে।'

'আমি যদি ল্যাণ্ড করতে না পারি, তোমাদের পালিয়ে আসা হবে না। প্রথমে তোমাদের মেজরকে ফ্লাইট ডেক থেকে ঘুরিয়ে আনি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। ওখানে খানিকটা কফি আছে, বুঝলে। এই প্লেন আগে কখনও চালিয়েছ তুমি?'

'না। যেমন বলা হয়, অতটা ভাল কি?'

'তারচেয়েও ভাল। আকারে বড় হলে কি হবে, জে. এ. টি. ও. রকেট লাগানো থাকায় একটা মিনির মত নিয়ন্ত্রণ করা যায়—টেক অফ করার জন্যে দুশো গজ রানওয়েই যথেষ্ট। যাই, স্কিপারের অনুমতি নিয়ে রাখি।'

'তাঁকে কি আমরা চিনব?'

'বোধহয় না। লুফথানসার সঙ্গে ছিলেন। খুবই দক্ষ পাইলট। উনি কিছু মনে করবেন না, ভেতরে প্রচুর জায়গা আছে। অপেক্ষা করো, কেমন?' হাসিমুখে ফ্লাইট ডেকে ফিরে গেল জেরি চ্যাপলিন।

ড্রপিং জোনে পৌঁছুতে আর যখন আধ ঘণ্টা দেরি, কেবিনের আলো কমিয়ে দেয়া হলো, আরোহীদের চোখ যাতে অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে পারে। ভেতর দিকে খুলে গেল দরজাগুলো, দেয়ালের সঙ্গে আটকানো হলো কবাট। বাতাস আর এঞ্জিনের শব্দে ভরে উঠল কেবিন। ফাঁকগুলোর কাছাকাছি যারা ছিল, কুঁকড়ে ভেতরের অন্ধকারে সরে এল।

আরোহীরা সবাই এখন পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক। উত্তেজনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কেউ কেউ একদম চুপ মেরে আছে, ভয়ে টিপ টিপ করছে বুক। আবার কেউ কৌতুক বলছে, হাসছে গলা ছেড়ে—এ-ও ভয়

তাড়াবার একটা কৌশল। আবীর মাহমুদ ভাবছেন, তিনি মারা গেলে কে কে দুঃখ পাবে। আঙুলের গিঁট দিয়ে গুণতে গিয়ে বিষম এক ধাক্কা খেলেন তিনি। মাত্র একজনের কথাই মনে পড়ছে তাঁর। সে হলো মাসুদ রানা। কেউ কেউ প্রার্থনা করছে। তাদের মধ্যে সুফিয়ান একজন।

'হে খোদা,' ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে নিঃশ্বাস ফেলছে সে। 'এ-কথা সত্য যে শুধু বিপদে পড়লেই আমি তোমাকে ডাকি। তবে জানি যে না ডাকলেও তুমি আমার পাশে থাকো। আজ বিশেষ ভাবে থাকতে অনুরোধ করছি, কারণ মাসুদ রানা আমার কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করছেন—তাঁকে আমি হতাশ করতে পারব না। তাছাড়া, চুক্তি হয়েছে অফিসাররা মাথা পিছু আড়াই লাখ ডলার পাবে, এত টাকা ভোগ করার সুযোগ না দিয়ে তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলো, সেটা কি ন্যায় বিচার হবে?'

মামুন শেখ অসুস্থ বোধ করছে। সে পাইলট হলে কি হবে, আগে কখনও জাম্প করেনি। দিনের বেলা, যখন অন্তত আকাশ ও মাটি দেখা যায়, তখন প্লেন থেকে লাফ দেয়াটা আত্মহত্যারই নামান্তর বলে মনে হয়। আর রাতে লাফ দেয়া…তার বদলে সরাসরি নরকে যেতেও রাজি আছে সে। তার মন আমস্টারডামে ফিরে গেল। ওখানে তার এক বান্ধবী আছে, নাম লুবনা। বলি বলি করেও কোনদিন বলা হয়নি যে সে তাকে ভালবাসে। তবে সে যদি মারা যায়, তার ভালবাস র কথা জানতে পারবে মেয়েটা। চুক্তিতে লেখা আছে, সে মারা গেলে পুরো আড়াই লাখ ডলার ওই মেয়েই পাবে।

ফরহাদ শূন্যে তাকিয়ে আছে, তার মুখ নিশ্চল, বিশাল এক নিঃসঙ্গতাজনিত বিষণ্ণতা গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। প্যালেস্টাইনে জন্ম তার, ইসরায়েল দখল করে নেয়ার পর ক্যাম্পে থাকত ওদের পরিবার। বাবা ছিলেন ডাক্তার, চরমপন্থী ইসরায়েলিদের হাতে নিহত হন। পালিয়ে লেবাননে চলে আসে ফরহাদ, যোগ দেয় প্যালেস্টাইনী গেরিলা দলে; ট্রেনিং নেয় রানার অধীনে। সেই থেকে রানার প্রতি

অনুগত সে, প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেক ভাল বলে শোনা গেলেও দেশে তার ফিরতে ইচ্ছে করে না। আজ, এই মুহূর্তে, তার মনে হলো, এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে থাকলে দেশমাতৃকার সেবায় আবার নিজেকে উৎসর্গ করবে সে। কিন্তু সে সুযোগ কি তাকে দেয়া হবে?

ফরহাদের পাশে বসেছে আলি, প্রকাণ্ডদেহী আমেরিকান। ফরহাদের কমাণ্ডোয় দু'নম্বরে রাখা হয়েছে তাকে, যেহেতু সে প্রাক্তন এন.সি.ও.। ট্রেনিঙের সময় দু'জনের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই পরস্পরের মনের কথা বুঝতে পারে ওরা। ফরহাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে নিঃশব্দে হাসল গরিলা, অ্যাকশনের সম্ভাবনা তার রক্ত গরম করে তুলেছে।

আর রানা ভাবছে, স্যার বোথামের কাছ থেকে আরও কিছু সুবিধে আদায় করা যেত কিনা। বিশ লাখ ডলার ফি দিয়ে রানা এজেন্সির সার্ভিস পাচ্ছেন তিনি, কাজ শেষ হলে আরও ত্রিশ লাখ ডলার দেবেন। মার্সেনারি আর অফিসারদের যে টাকা দেয়া হবে, তার বাইরে এটা। সমস্ত খরচও দেবে ওঁদের সিণ্ডিকেট। এছাড়াও, দেশের জন্যে কিছু সুবিধে আদায় করে নিয়েছে ও। সিণ্ডিকেট পাঁচশো কোটি ডলার লোন দেবে বাংলাদেশকে, একেবারেই অল্প সুদে, ত্রিশ বছরে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বাংলাদেশী একশো জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টকে চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতিও আদায় করা সম্ভব হয়েছে। রানা জানে, উসুমবুরাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে, তিনি ক্ষমতা ফিরে পাবার পর, কঙ্গোর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক সুবিধে পাবে বাংলাদেশ। এ-ব্যাপারে উসুমবুরার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে ওকে।

সীট ছেড়ে উঠল রানা। ড্রপিং জোনে পৌঁছুতে আর পনেরো মিনিট বাকি। 'অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হও,' গলা চড়িয়ে বলল ও।

নিচের দিকে নামছে প্লেন। প্যারাস্যুটে হারনেসের লোয়ার ডি স্ট্রিঙে কন্টেইনার আটকাচ্ছে আরোহীরা, হাঁটুতে জড়ানো স্ট্র্যাপ আরও টান

টান করে নিচ্ছে।

আর দশ মিনিট। রানা চিৎকার করল, 'স্টিক আপ, হুক আপ।'

প্রত্যেকে তার স্ট্রপ ধরল, ফিউজিলাজের সিলিং বরাবর ঝোলানো তিনটে কেবল-এর একটায় হুক আটকাল।

কমাণ্ড দিল রানা, 'চেক ইকুইপমেন্ট।' প্রত্যেকে তার সামনের লোকের হুক ভালভাবে আটকানো হয়েছে কিনা দেখে নিল, তারপর পরীক্ষা করল কন্টেইনার ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা বা প্যারাস্যুট হারনেস ঠিক জায়গামত বসানো হয়েছে কিনা। দ্রুত হাঁটাচলা করছেন আর.এস.এম., সবাই স্ট্রপ সঠিক কেবলে আটকেছে কিনা চেক করছেন। শেষ দু'জনের হুক টেনে দেখলেন তিনি, তাদের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলেন, তারপর একজনের পিঠে টোকা দিলেন।

নম্বর অনুসারে রিপোর্ট করল তারা।

'ফিফটি, ওকে।'

'ফরটিনাইন, ওকে।'

'ফরটি এইট, ওকে।'

'ফরটিসেভেন, ওকে।'

ফিউজিলাজের ভেতর প্রতিটি জিনিস ঝন ঝন শব্দ করছে। মেঘের ভেতর দিয়ে খসে পড়বে তারা। দরজার ফাঁকগুলো এক মুহূর্তের জন্যে সাদা দেখাল। বাইরে তীব্র শীত। তাসত্ত্বেও, ক্যামোফ্লেজের ভেতর সবাই তারা ঘামছে। হারনেসের টান আর ইকুইমেন্টের ভারে ব্যথা করছে পা।

'ওয়ান, ওকে,' চিৎকার করল সুফিয়ান। আরোহীরা ফাঁক লক্ষ করে এক পা এগোল। সবার আগে রয়েছে জুনিয়ার অফিসাররা, তাদের পিছনে এন.সি.ও.-রা। আর.এস.এম., সুফিয়ান আর রানা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ রাখছে আলোর ওপর। কারও মুখে কথা নেই। বাতাস ও এঞ্জিনের আওয়াজ অসহ্য। প্লেন দ্রুত নিচে নামছে, ফলে পেটের ভেতর আলোড়ন উঠছে।

সিধে হলো প্লেন। থ্রটল পিছিয়ে নেয়ার ফলে এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। আগুনের ফুলকি মেঘের আকৃতি নিয়ে পিছিয়ে গেল খোলা দরজার সামনে দিয়ে।

গুঙিয়ে উঠল মামুন, 'ওহ্ গড, আমার প্যারাস্যুট আগুন ধরে যাবে!'

লাল আলো জ্বলে উঠল। কমাণ্ড শোনা গেল, 'দোরগোড়ায় দাঁড়াও।'

আর.এস.এম.-এর দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকাল মামুন। তিনি খেয়াল করছেন না, তাকিয়ে আছেন আলোর দিকে।

মাহমুদ দোরগোড়ায় ঝুলে আছেন, হাত দিয়ে চৌকাঠ ধরে, মাথা আর কাঁধ বাইরের অন্ধকারে, একটা শীল্ড থাকায় তীব্র বাতাস তাঁকে টেনে নিতে পারছে না। প্লেনটা মনে হলো শূন্যে ঝুলে আছে।

সবুজ আলো জ্বলে উঠল। ডিসপ্যাচাররা যার যার সামনের লোকের কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল, তারপর চিৎকার, 'গো!'

লোকগুলো লাফ দিল অন্ধকার শূন্যে। ইতস্তত করছে মামুন। 'সম্ভব নয়,' ভাবল সে, অন্ধকারে চোখ জ্বেলে নিচটা দেখার বৃথা চেষ্টা করছে। 'আমার দ্বারা সম্ভব নয়!' কাঁধে ঘুসি খেলো এবার। চোখ বুজে অন্ধকারে ঝাঁপ দিল সে, উন্মত্ত একটা ভঙ্গিতে, চেষ্টা করল আগুনের ফুলকি যাতে তাকে স্পর্শ করতে না পারে।

অন্যান্য আরোহীরা দোরগোড়ায় ভিড় করল, একে একে লাফ দিয়ে পড়ছে বাইরে। দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে তারা, দেড় সেকেণ্ড পরপর একজন করে। ডিসপ্যাচাররা একনাগাড়ে চিৎকার করছে, 'গো! গো! গো!'

প্লেন হালকা হচ্ছে, সেই সঙ্গে থ্রটল আরও একটু পিছিয়ে আনছে পাইলট।

মামুনের বেরিয়ে আসাটা নিখুঁত হয়নি। একটা পাথরের মত খসে পড়ছে সে, নিচের দিকে মাথা। তারপর শরীরটা ডিগবাজি খেতে শুরু করল, স্টাটিক লাইন বেরিয়ে যাচ্ছে। প্যারাস্যুট খুলল, ঝাঁকির ধাক্কাটা খেলো সে কাঁধে। অকস্মাৎ সিধে হলো শরীর, অনুভব করল তার নিচে ঝুলে পড়ছে পা দুটো। ওপর দিকে তাকাল সে। পতনের গতি খুব বেশি

তার। ওপরে তাকাতে দেখতে পেল রিগিং লাইন ক্যানাপির ওপর পড়েছে, ফলে সেটা দেখতে হয়েছে মেয়েদের ব্রেসিয়ারের মত, ভেতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস, পতনের গতি আরও বেড়ে যাচ্ছে।

কাছাকাছি কোথাও থেকে কর্কশ একটা পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার সাহস হলো না। মুখ খুলল, তবে শুধু আতঙ্কিত পশুর মত গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। পতনের গতি আরও বাড়ছে। চিৎকারটা শুনতে পেল সে। 'পুল স্যুট।' মাথাটা মনে হলো কাজ করছে না। কথাগুলোর কি অর্থ তা যেন তার জানা নেই। অন্ধকার নিচে কোথাও থেকে তুমুল বেগে ছুটে আসছে মাটি।

হঠাৎ সে বুঝতে পারল। তার আঙুল রিজার্ভ প্যারাস্যুট রিলিজ ধরে টান দিল। 'ওহ্ খোদা!' তারপর দেখতে পেল ওর সামনে ফুলে উঠছে জিনিসটা। এখন সে চিন্তা করতে পারছে—একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে গেলে শেষ রক্ষা হবে না, একটা পাথরের মত নিচে পড়ব আমি।

আরেকটা ঝাঁকি খেলো মামুন, রিজার্ভ প্যারাস্যুট খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পতনের গতি কমে গেছে। মুখ তুলল সে। ক্যানাপি ফুলে উঠেছে, মেইন স্যুটের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে। তারপরও মনে হলো, পতনের গতি এখনও বেশি। কণ্টেইনার খুলে ফেলে দিল সে, আশা করছে ঠিক তার নিচে কেউ নেই। পতনের গতি আরও কমল।

শেষ তিনজন লাফ দিল প্লেন থেকে। অদ্ভুত খালি দেখাচ্ছে কেবিনটা। তরুণ পাইলট টেলিফোনের পাশে একা দাঁড়িয়ে।

অনায়াসে নিচে পড়ছে রানা। ফিরতি পথ ধরার জন্যে ওপরে উঠে যাচ্ছে প্লেন, এঞ্জিনের আওয়াজ গভীর হতে শুনে বুঝতে পারল ও। নেভিগেশন লাইট জ্বলে উঠল, অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে ডানা কাত করে স্যালুট করল পাইলট।

রানা ভাবল, ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। শুরু হতে যাচ্ছে জীবন নিয়ে জুয়া খেলা, রোমাঞ্চকর এক অভিযান।

আট

নিজের কমাণ্ডোদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো করল ফরহাদ, তারপর মামুনের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল। মাটিতে বসে আছে মামুন, মাথাটা ধরে আছে দু'হাতে।

'এটা তোমার?' জানতে চাইল ফরহাদ, কণ্টেইনারটা ছুঁড়ে দিল তার দিকে। না তাকিয়েই মাথা ঝাঁকাল মামুন। 'শালা হারামি,' চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল ফরহাদ। 'আরেকটু হলে এটা আমার খুলি ফাটাত।'

মুখ তুলল মামুন। এখনও কাঁপছে সে। 'খোদার কসম, মেরে ফেললেও আমি আর জাম্প করব না।'

'আমার ধারণা ছিল সব পাইলটই কাজটা পারে।'

'আসল কাজটা পারি আমরা,' জবাব দিল মামুন। 'এঞ্জিন লাগানো ডানা না থাকলে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না।'

মামুনকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন মাহমুদ। 'ওকে কেউ কিছু বলো না,' বললেন তিনি। 'বেচারা ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছে।'

ল্যাণ্ডিং এরিয়ার চারদিক থেকে গাঢ় মূর্তিগুলো চলে আসছে। শান্ত, নিস্তব্ধ পরিবেশ; আশপাশের পাহাড়ে কোথাও কোন আলো নেই। যে যার কণ্টেইনার খুলে ফেলল ওরা দ্রুত, ইকুইপমেন্ট চেক করে নিজেদের কমাণ্ডোর সঙ্গে ঝাঁক বাঁধল।

আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, সামান্যই ক্ষয় হয়েছে। তবে মেঘ আছে

আকাশে, লুকোচুরি খেলার সুযোগ পাচ্ছে মামা। এই মুহূর্তে তোবড়ানো মুখে উজ্জ্বল হলদেটে আলো, নিচের ঝোপগুলো আলোকিত করে রেখেছে। ঘন ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'নাম্বার ওয়ান কমাণ্ডো অল প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড কারেক্ট, স্যার,' শান্ত সুরে রিপোর্ট করলেন আর.এস.এম.।

'নাম্বার টু কমাণ্ডো অল প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড কারেক্ট, স্যার,' সুফিয়ান বলল।

মাহমুদও তাই জানালেন।

বড় একটা মেঘের কোলে মুখ লুকাল চাঁদ, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই।

'নাম্বার ফোর কমাণ্ডো অল প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড কারেক্ট, স্যার,' রিপোর্ট করল ফরহাদ।

'নাম্বার ফাইভ কমাণ্ডো অল প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড কারেক্ট, স্যার,' বলল মামুন, গলায় তেমন জোর নেই।

'শুনলাম নামার সময় সমস্যা হয়েছিল,' মামুনের দিকে তাকাল রানা। 'এখন সব ঠিক আছে তো?'

'ইয়েস, স্যার।' পায়ে মাটির স্পর্শ আগে কখনও এভাবে উপভোগ করেনি মামুন।

'অল রাইট, অফিসার্স টু মি। বাকি সবাই যে যার স্যুট আর কন্টেইনার মাটিতে পুঁতে ফেলো। আমি চাই কাজটায় কোন খুঁত থাকবে না। আপনি দেখুন, আর.এস.এম.।'

অফিসাররা রানার চারপাশে ভিড় করল।

'রাইট, শেডিউল থেকে বারো মিনিট পিছিয়ে আছি আমরা। আমার ঘড়ির সঙ্গে সময় মেলাও সবাই। তোমরা তৈরি? দশ সেকেণ্ড পর সময় হবে—ওয়ান আওয়ার অ্যাণ্ড টুয়েলভ মিনিটস। সিক্স, ফাইভ, ফোর... মিলিয়েছ সবাই? গুড। উসুমবুরাকে পেলে তোমাদেরকে আমরা জানাব। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।'

প্রথমে রওনা হলো মামুন আর মাহমুদের কমাণ্ডো। পাঁচ মিনিট পর বাকি সব কমাণ্ডো। শেষে যারা রওনা হলো, প্রতি কমাণ্ডোর দু'জন লোক নার্ভ গ্যাস ভরা প্লাস্টিক-কন্টেইনার বহন করছে পিঠে, প্রতিটির ওজন সতেরো পাউণ্ড। ওই দু'জনের কিট বহন করছে অন্যান্যরা। ফরহাদ তার রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে। তার বাহুতে অশুভ চেহারার একটা ক্রস-বো। চামড়া দিয়ে তৈরি তূণে তীরগুলো ঢোকানো।

আলবার্টভিলের উত্তর দিকে রয়েছে ওরা, পাহাড়গুলো টপকে লেকের দিকে যাচ্ছে। দ্রুত এক লাইনে এগোচ্ছে ওরা, যেখানে পাচ্ছে পায়ে হাঁটা সরু পথ অনুসরণ করছে। শহরের আরও খানিক কাছাকাছি এসে কুকুরের ডাক শুনতে পেল ওরা, দিক বদলে ঘুরপথ ধরল। নিচের উপত্যকায় লোকবসতি আছে।

হাঁটার গতি ওরা শ্লথ হতে দিল না। এ এমন একটা বিপজ্জনক এলাকা, সন্ধের পর মাতাল সিমবাদের ভয়ে পা ফেলতে সাহস পায় না কেউ। ট্র্যাকটা হঠাৎ ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। সেটা ধরে একটা মেঠো পথে পৌঁছুল ওরা। ম্যাপ চেক করার জন্যে একবার থামল রানা। নিঃশব্দে দু'পাশে কাভারিং পজিশন নিল বাকি সবাই। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। পিছিয়ে পড়েছিল, দ্রুত এগিয়ে পুষিয়ে নেয়া যাচ্ছে। সরু মেঠো পথটা ত্রিভুজের একটা বাহু, চলে গেছে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে। ত্রিভুজের উল্টোদিকের বাহুটা গেছে এয়ারপোর্টের দিকে। মার্সেনারিরা যেন আকাশ থেকে ত্রিভুজের মাঝখানে পড়েছে, বেস লাইন অবস্থান করছে ব্যারাক আর এয়ারপোর্টের মাঝখানে।

এক সময় এই পথগুলো পাকা রাস্তাই ছিল, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে মারামারি হানাহানি চলতে থাকায় যত্নের অভাবে মেঠো পথে পরিণত হয়েছে, ঘাস আর আগাছা জন্মেছে তার ওপর। বছরে একশো পনেরো ইঞ্চি বৃষ্টি হয় যেখানে, সেখানকার অবহেলিত একটা রাস্তায় অসংখ্য গর্ত তৈরি হবে না তো কি।

মার্সেনারিরা পথের দু'পাশ ঘেঁষে হাঁটছে, পয়েন্টের লোকগুলো বাকি সবার চেয়ে অনেকটা এগিয়ে আছে। অনেকক্ষণ হলো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরুচ্ছে না। দু'একটা তারা যাও-ও বা দেখা যায়, অস্পষ্ট।

অন্য দুই কমাণ্ডো, যারা পুব দিকে রয়েছে, সদ্য শুরু হওয়া বৃষ্টিতে ভিজছে। প্রথমে ঝিরঝির, তারপর মুষলধারে। চোখ কুঁচকে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে মামুন। দৃষ্টিসীমা খুবই কম, লক্ষ করে উদ্বেগ আরও বাড়ল তার। এমনিতেই আলবার্টভিল এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে রাস্তার মত যদি রান ওয়েরও অযত্ন করা হয়ে থাকে; তার সঙ্গে যদি আবহাওয়া দুর্যোগময় হয়ে ওঠে...

ফিসফাস শব্দের সঙ্গে পয়েন্ট থেকে লাইন ধরে একটা মেসেজ পৌঁছুল। মেসেজটা রানার কাছে পৌঁছায়নি তখনও, শুনতে পেল গর্তে পড়া একটা লরির এঞ্জিন গোঁঙাচ্ছে দূরে কোথাও। ইতিমধ্যে এদিকেও বৃষ্টি শুরু হয়েছে, পায়ের নিচে মাটি পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। বাতাস ছাড়ল, গাছের পাতায় কারা যেন নিঃশ্বাস ছাড়ছে, পরক্ষণে মনে হলো তেড়ে আসছে একটা নদী।

নিচু এক সারি মেঘের গায়ে লরির আলো পড়ায় কালো আভা দেখা গেল আকাশে। পথের দু'পাশের অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকগুলো। লরিটাকে হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখল রানা, ঘন ঘন ঝাঁকি খাওয়ায় হেডলাইট ওঠা-নামা করছে।

বাতাসের গতি বাড়ল। বাড়ল বৃষ্টি। লরিটা এখন প্রায় সমতল পথে, তবে চাকার নিচে কাদা তৈরি হওয়ায় কাত হয়ে আছে একদিকে। আলোর আভায় রানা দেখল লরির গায়ে আর্মির ক্যামোফ্লেজ পেইন্ট। 'এদিকে যেন গর্তে না পড়ে,' মনে মনে বলল রানা। গিয়ার বদল করল ড্রাইভার, চাকা হড়কে যাওয়ায় লরির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারল না, পথের পাশে উঁচু ঢালে ধাক্কা খেলো, উঠতে চেষ্টা করল

ঢাল বেয়ে, তারপর সবেগে পিছিয়ে এসে পড়ল বড় একটা গর্তে, কাদার ভেতর আরও খানিকটা ডেবে গেল চাকা।

মার্সেনারিরা পথের দু'পাশে, ঝোপের ভেতর পা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে। এঞ্জিন আবার চালু করল ড্রাইভার, কিন্তু চাকা কাদার অনেক ভেতরে ডেবে গেছে। আর.এস.এম. কাল্পনিক একটা স্টিয়ারিং হুইল দু'হাতে ধরে ঘোরাচ্ছেন, ইচ্ছে শক্তির জোরে গর্ত থেকে তুলে আনতে চাইছেন লরিটাকে।

আর্মির ড্রাইভার ক্যাব থেকে নেমে পড়ল। বৃষ্টির মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে চাকাগুলো পরীক্ষা করল। রেগে গিয়ে লাথি মারল একটা টায়ারে। তৃতীয়বারের মত ঘড়ি দেখল রানা। ঝড় থেমে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে বৃষ্টিও ধরে আসছে। পাতলা মেঘের ভেতর চাঁদটা কোথায় রয়েছে বোঝা যাচ্ছে। লরিটাকে এড়াবার জন্যে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরপথ ধরতে পারে ওরা, কিন্তু অন্ধকারে বিপজ্জনক শব্দ হবে। মার্সেনারিরা পথ হারাতেও পারে।

ক্যাবে বসা আরেক লোকের উদ্দেশে চিৎকার করল ড্রাইভার। দু'জনের মধ্যে তর্ক হলো কিছুক্ষণ। ক্যাবে উঠে জানালার কাচ তুলে দিল ড্রাইভার, হেডলাইট নিভিয়ে দিল।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার দিকে এগোলেন আর.এস.এম.। হাত দিয়ে নিজের গলায় ছুরি চালাবার ইঙ্গিত করলেন তিনি। মাথা নাড়ল রানা, তারপর ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল লরির পিছনটা চেক করে দেখতে চায় ও।

রানার আরেক পাশে শুয়ে রয়েছে ফরহাদ। হাত বাড়িয়ে আর.এস.এম.-এর কাঁধ ছুঁলো সে, তারমানে অপেক্ষা করতে বলল। তার খোঁচা খেয়ে এরই মধ্যে নিঃশব্দে রওনা হয়েছে আলি, এবার সে-ও তার পিছু নিল। কোন শব্দ না করে রাস্তায় বেরিয়ে এল দুই দৈত্য।

থামল তারা ক্যানভাস ঢাকা লরির ঠিক পিছনে, কান পেতে নড়াচড়ার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছে। ফরহাদকে কাভার দিল আলি,

ফরহাদ ক্যানভাসের একটা প্রান্ত ধরে উঁচু করল। আধ মিনিট পর ফিরে এসে রিপোর্ট করল সে, 'লরির পিছনে কোন লোক নেই।' ক্যাবের জানালায় বৃষ্টির ফোঁটা লেগে থাকায় ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে না। এমনিতেও তো অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবার কথা নয়। ভাব দেখে মনে হচ্ছে রাতের মত ক্যাবে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ড্রাইভার আর তার সঙ্গী।

ফরহাদ আর আলি ক্যাবের দু'পাশে পজিশন নিল। ক্যাবের ভেতর লোকগুলো যদি বেমক্কা কিছু করে বসে, অকস্মাৎ নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনবে। ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে মার্সেনারিরা। সবাই পার হবার পর তাদের পিছু নিল ফরহাদ ও আলি।

বৃষ্টি এই মাত্র থামল। দূরে মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশের এক কোণে, সেই আলোয় কাছে পিঠের পাহাড়গুলো দেখা গেল। প্রায় একই রকম আবহাওয়ায় এই রাস্তা ধরে আগেও গেছে সুফিয়ান, তবে সে অনেক বছর আগের কথা—সে-সময় ইউনুস উসুমবুরা আর উবাঙি বুটা বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তখন উসুমবুরার বিশ্বস্ত সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন বুটা, উসুমবুরা ছিলেন কঙ্গোর জনপ্রিয় নেতা। মুক্তি সংগ্রাম চলছিল, কিন্তু অস্ত্র বা ট্রেনিং কিছুই তাদের ছিল না। সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তখন সাহায্য করতে এসেছিল রানা, গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছিল একদল তরুণকে। সেই তরুণরাই পরে কঙ্গোর আর্মিতে নাম লেখায়।

আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা, আলোকিত ডায়াল থেকে পানি মুছে। শেডিউলের তুলনায় এখনও পিছিয়ে আছে ওরা। কাউকে কিছু বলতে হচ্ছে না, মার্সেনারিরা সাধ্যমত এগোচ্ছে, বিরতিহীন যাত্রায় ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে সবাই। পিচ্ছিল কাদায় পা হড়কাচ্ছে, ইকুইপমেন্টের ভারে ভেঙে পড়তে চাইছে কাঁধ। কেউ একজন কোমর সমান গর্তে পড়ে খিস্তি করল। চাপা হাসি শোনা গেল চারপাশ থেকে। ছুটে এল এন.সি.ও., চুপ থাকতে বলল সবাইকে, তাগাদা দিল সামনে বাড়ার।

লাইনের পিছন দিকে, ফরহাদের কাছে মেসেজ পাঠাল রানা। একটুপরই অন্ধকার ফুড়ে ওর পাশে চলে এল সে।

'ট্রাকটা সম্পর্কে কি বুঝলে বলো,' জানতে চাইল রানা।

'পিছনে চিনে বাদামের বস্তা দেখলাম,' বলল ফরহাদ। 'দেব?' সে তার দুই পকেট ভরে রেখেছে।

'আমার ধারণা,' বললেন আর.এস.এম., 'কোন কৃষকের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে এনেছে ওগুলো। সামরিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন, স্যার।'

আবার ঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। আন্দাজ করল, হারকিউলিস সম্ভবত বুরুণ্ডিতে ল্যাণ্ড করছে এই মুহূর্তে।

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরল পয়েন্ট। ওদের দু'পাশে খাড়া পাহাড় মাথাচাড়া দিল। এদিকের রাস্তা পাথর ও মাটি কেটে তৈরি, অবহেলায় দু'পাশের উঁচু পাড় ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অ্যামবুশ সাইট হিসেবে জায়গাটা আদর্শ, কথাটা মনে গেঁথে রাখল রানা। এলাকা ও ম্যাপ মনে রাখতে পারে ও। ওদের মাথার ওপর কয়েক হাজার ফুট দূরে মেঘের স্তূপ ভেঙে যাচ্ছে বাতাসের ধাক্কায়। মেঘের ফাঁক গলে চাঁদের আলো নামছে নিচে।

পয়েন্ট থেকে একটা মেসেজ এল। ব্যারাকের কাছাকাছি চলে আসছে ওরা। মার্সেনারিদের গতি কমিয়ে আনল রানা। ওর বাম দিকে সরু ট্র্যাক খাড়া ঢাল বেয়ে ছোট একটা মালভূমিতে উঠে গেছে। ওই মালভূমিতে দাঁড়িয়ে লেক ছাড়াও সাদা চুনকাম করা অন্ধকার কয়েকটা বাড়ি দেখতে পেল রানা। মেইন ব্যারাক থেকে বিচ্ছিন্ন, বাড়িগুলোয় সিনিয়র অফিসাররা থাকেন।

বাম দিকে সরু, পাথুরে একটা ফুটপাথ; এঁকেবেঁকে নেমে গেছে এক গুচ্ছ কুঁড়েঘর ও কয়েকটা টিন-শেডের দিকে। ওখানে সাধারণ সৈনিকদের পরিবার আর ক্যাম্প ফলোয়াররা থাকে। ক্ষুধার্ত দু'একটা কুকুর ওদেরকে এগোতে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সামনের দিক

থেকে একটা আলোড়নের আওয়াজ ভেসে এল, তারপর শোনা গেল অসংখ্য খুরের শব্দ। মার্সেনারিদের লাইন ধরে তথ্যটা পৌঁছে গেল রানার কাছে—রাস্তার ধারে এক পাল ছাগল ঘাস খাচ্ছে। কুকরগুলো সংখ্যায় বেড়ে গেল, সবগুলো একযোগে চিৎকার করছে। ছাগলগুলোকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল পয়েন্ট, কিন্তু ভয় পেয়ে আগে ভাগে ছুটছে ওগুলো। ছুটছে, আবার খানিক পর পর থেমে কৌতূহল ভরে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, যেন খুব মজা পাচ্ছে খেলাটায়।

'এ তো দেখছি মহা জ্বালা!' অসহায় দেখাল সুফিয়ানকে।

লোকজনকে থামিয়ে ম্যাপ চেক করল রানা। ব্যারাক এখান থেকে আর মাত্র কয়েকশো গজ দূরে থাকার কথা। যেদিকে যাচ্ছে ওরা, দিক পরিবর্তন না করলে ছাগলগুলো ব্যারাকের মেইন গেটে জড়ো হবে, প্রকাশ করে দেবে ওদের উপস্থিতি।

মার্সেনারিরা রাস্তার দু'পাশে, পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার থেকে একজন এন.সি.ও. বলল, 'আমরা টেলিফোন লাইন পেয়েছি, স্যার।'

'কেটে ফেলো,' হুকুম দিল রানা। একটা মেসেজ পাঠাল—পয়েন্টের দু'জন লোককে আরও সামনেটা দেখে আসতে হবে।

নিচের টিনশেড থেকে এক লোকের গলা ভেসে এল। দীর্ঘ, প্রলম্বিত সুর।

'কি বলছে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড শুনল ফরহাদ, তারপর হেসে বলল, 'কাছে পিঠে নিশ্চয়ই কোথাও একজন রাখাল আছে। তার নাম ধরে চিৎকার করছে লোকটা। কিন্তু সে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।' এখনও হাসছে সে। 'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন, সোয়াহিলি ভাষা আপনি তো জানেনই।'

'যদি কেউ থাকে, খুঁজে বের করো,' নির্দেশ দিল রানা। 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তোমাকেও তো কিছু কিছু শিখিয়েছিলাম।'

টিনশেড থেকে এখনও চিৎকার করছে লোকটা। ফরহাদের কমাণ্ডো রাখালের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ল। একটু পরই, বেশ অনেক দূর সামনে থেকে,ঘুম জড়ানো আরেকটা গলা ভেসে এল, চিৎকারের জবাব দিচ্ছে। ফরহাদকে ডেকে নিল রানা, বলল, 'থাক, বাদ দাও। পয়েন্ট তার ব্যবস্থা করবে। কি বলছে ব্যাটা?'

'সব ঠিক আছে, আমি ঘুমাইনি।' তোমার স্নেহে ধন্য আমি,' তার মুখের চাপা হাসি এধরনের একটা ভাব প্রকাশ করছে।

নিচ থেকে লোকটা কুকুরগুলোকে গাল দিচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, অফিসার্স কোয়ার্টারে একটা কমাণ্ডো পাঠাবে কিনা। নিঃশব্দে, নিখুঁতভাবে সারা যায় কাজটা, ঘুমন্ত লোকগুলো টেরও পাবে না কিভাবে মারা গেল। সিদ্ধান্ত নিল, না। অল্প কয়েকজন অফিসার ওদের জন্য খুব বড় কোন হুমকি নয়। তাছাড়া, অপারেশনে থাকার সময় মেইন প্ল্যান থেকে সরে যাওয়াটা একদমই পছন্দ করে না ও।

পয়েন্ট থেকে মেসেজ এল। টার্গেট চারশো গজ দূরে, ওটাকে ঘিরে আছে একশো গজ কিলিং গ্রাউণ্ড, এখন যেখানে ছাগলগুলো চরছে।

আশপাশের চেয়ে নিচু জায়গায় ব্যারাকটা, ডেবে থাকা জমিনের মাঝখানে। নিচু জমিনের যে অংশটুকু অগভীর, কিলিং গ্রাউণ্ড সেই অংশ পর্যন্ত সমভাবে বিস্তৃত, তারপর শুরু হয়েছে ঘন ঝোপ-ঝাড়, মাঝে মধ্যে ঘাস ঢাকা জমিন। কিলিং গ্রাউণ্ডেও ঘাস জন্মেছে, তবে এত লম্বা নয় যে একজন লোক গা ঢাকা দিয়ে ক্রল করতে পারবে। পয়েন্টের লোকগুলো একটা পথ পেল, ছাগলগুলো আসা-যাওয়া করায় তৈরি হয়েছে। পথটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিলিং গ্রাউণ্ড পর্যন্ত চলে গেছে। রাখাল একজন সত্যি ছিল, তাকে কাবু করা হয়েছে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। শেডিউলের চেয়ে সতেরো মিনিট পিছিয়ে আছে ওরা। একটু পরই বুরুণ্ডি থেকে রওনা হবে হারকিউলিস।

ট্র্যাক ধরে কলামকে পথ দেখাল পয়েন্ট। ঝোপ-ঝাড়গুলো এত ঘন আর লম্বা যে ট্র্যাকটা পাওয়া না গেলে ওগুলো কেটে পথ তৈরি করতে

হত। ট্র্যাকের ওপর বৃষ্টির পানি জমেছে। একটা পাহাড় টপকে ডেবে থাকা জমিনে পৌঁচেছে ওটা। কাভারটা খুবই ভাল। পয়েন্ট একটা সিগন্যাল দিল। নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো, মাটিতে শুয়ে অপেক্ষা করছে।

ফরহাদকে নিয়ে সাবধানে এগোল রানা, কিলিং গ্রাউণ্ডের কিনারায় এসে দাঁড়াল। গোটা এলাকায় বোল্ডার আর গাছের গুঁড়ি ছড়িয়ে রয়েছে, ওগুলোর মাঝখানে ঘাস।

পিছনের গার্ডের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল সুফিয়ান। ওদেরকে রাস্তা পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রিপোর্ট এল, কোথাও কোন শব্দ নেই, কোথাও কিছু নড়ছে না।

নয়

নিচের এলাকা ভাল করে দেখে নিয়ে ফরহাদের হাতে নাইটগ্লাসটা ধরিয়ে দিল রানা। ব্যারাকের ছোট একটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা নিসন হাট। কাঠের তৈরি, বেশ লম্বা, ছাদে করোগেটেড আয়রন। একটা স্কয়্যারের তিনটে দিক দখল করে আছে ওগুলো, স্কয়্যারের আরেক অংশে প্যারেড গ্রাউণ্ড। আর্মারী দেখা যাচ্ছে দূর প্রান্তে, নিচু একটা কংক্রিট বিল্ডিং, নিজস্ব ওয়্যায়ার গার্ড আছে। মেইন গেটের এক পাশে গার্ড হাউসটা ইট দিয়ে গাঁথা বিল্ডিং। উল্টোদিকে নিঃসঙ্গ একটা নিসন হাট, ক্যাম্প অফিস হিসেবে কাজ করে।

গোটা এলাকা দশ-ফুটী ভারি মেশ পেরিমিটার ফেন্স দিয়ে ঘেরা,

তার মাথায় দু'ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। ব্যারাকের ভেতর থেকে সারি সারি লাইটপোস্ট মাথা তুলেছে, পেরিমিটার ওয়্যায়ার আর চারপাশের এলাকায় আলো ফেলার স্থায়ী ব্যবস্থা। তবে কিছু বালব ফিউজ হয়ে গেছে, ফলে এখানে সেখানে ছায়া দেখা যাচ্ছে।

বেড়ার উত্তর আর দক্ষিণ পাশে তিনটে করে ছোট গার্ড-পোস্ট, টারিট-এর মত দেখতে। মাটি থেকে সরু ফাটলের মত ত্রিশ ফুট উঁচু হয়েছে ওগুলো, মাথায় একটা করে খোলা প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্মের মাথায় হালকা ছাদ, দু'পাশে রেইলিং। বেড়ার ওপর না উঠে ওই প্ল্যাটফর্মের নাগাল পাওয়া যাবে না। ওপরে ওঠার জন্যে ভেতর দিকে দশ-ফুটী মই আছে।

ওরা রয়েছে ব্যারাকের উত্তর দিকে। দক্ষিণ দিকটা শহরের দিকে মুখ করা। শহর এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। গার্ড টারিটগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করল ফরহাদ। সে নিশ্চিত হলো, মাত্র তিনটে টারিটে লোক আছে—উত্তর দিকের পুব ও পশ্চিম প্রান্তে দুটোয়, দক্ষিণ প্রান্তের একটায়, সেটা থেকে পুব দিকের পেরিমিটার স্পষ্ট দেখা যায়। সন্দেহ নেই, মেইন গেটের কাছে গার্ড রুমেও সেন্ট্রি থাকবে। যে দু'জন সেন্ট্রি পুব দিকের পেরিমিটার পাহারা দেয়ার কথা তারা ঘুমাচ্ছে বলে মনে হলো। উত্তর আর পশ্চিম পেরিমিটারের সেন্ট্রি জেগে আছে, প্ল্যাটফর্মের একটা থামে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। ওকে দিয়েই বিসমিল্লাহ করতে হবে।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল ফরহাদ। রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু শব্দে শিস দিল সে। ক্রস-বো নিয়ে ওদের পাশে চলে এল আলি। বিনকিউলার তুলে নিয়ে আবার ব্যারাকের ওপর চোখ বুলাতে শুরু করল রানা। তারের ভেতর কোথাও কোন নড়াচড়া নেই।

'প্রথম তীর কোন দিকে ছুঁড়বে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'নর্থ-ওয়েস্ট?'

'ইয়েস, স্যার,' সামরিক কায়দায় জবাব দিল ফরহাদ।

'ঠিক আছে। তারপর নর্থ-ইস্টে, তাই না? ভেতরে ঢুকব আমরা সেন্ট্রাল গার্ড টাওয়ারের ছায়া দিয়ে।' ঘড়ি দেখল রানা। 'সময়ের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছি, ফরহাদ। তোমাকে বারো মিনিট সময় দিলাম। তারপর গুলি চালিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল ফরহাদ। আলির হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিয়ে ক্রস-বোটা নিল সে। পিছিয়ে গেল দু'জন, তারপর পেরিমিটার বরাবর হেঁটে পজিশন নিতে এগোল। সেন্ট্রির সঙ্গে একই লেভেলে আসার পর ঝোপের ভেতর শুয়ে পড়ল ফরহাদ। নলকাটা ডাবল-ব্যারেল শটগানের মত দেখতে ক্রস-বোটা, ব্যারেলের ওপর একটা স্টীল-স্প্র্যাঙ বো আছে। পিকঅক্স হ্যাণ্ডেলের মত দেখতে লোডার ফিট করল সে, কর্ড টেনে সেটা ঘোরাতে শুরু করল। বো লোড করার জন্যে দুশো চল্লিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ পাউণ্ড প্রেশার দরকার। লোড করতে মাত্র চার সেকেণ্ড সময় লাগল।

কোমরের তূণ থেকে ছোট একটা তীর বাছাই করল ফরহাদ। তীরটা ভালভাবে পরীক্ষা করল সে। তারপর ডগায় জড়ানো খাকি ব্যাণ্ডেজটা খুলল। তীরটা পালিশ করা শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি। ডগা সামান্য ভোঁতা, চারভাগে বিচ্ছিন্ন, মাঝখানের খুদে গর্তে রয়েছে জমাট সায়ানাইড ভরা গ্লাস ফাইল।

শান্তভাবে তীরটা প্রডে আটকাল ফরহাদ। এরপর সাইটের ক্যালিব্রেশন চেক করল। ক্রস-বো তুলেছে, তবে লক্ষ্যস্থির করেনি, অপেক্ষা করছে কখন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে চাঁদ। প্ল্যাটফর্ম থেকে সামান্য নিচে রয়েছে সে, প্রায় একশো পাঁচ গজ দূরে।

মুখ তুলল আলি। মেঘের কিনারা থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে চাঁদ, একটা ফাঁক পেরিয়ে আরেক মেঘের কোলে লুকাবে। গুণতে শুরু করল সে—চার, তিন, দুই, এক। স্টকটা কাঁধের সঙ্গে টেনে ধরল ফরহাদ। দশ সেকেণ্ডের মত জোছনা পাবে সে।

দাঁড়াল ফরহাদ। পা দুটো শক্ত করল, রিকয়েলের ধাক্কায় যাতে

পড়ে না যায়। জোছনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক, আলোটা প্রায় দিনের মত। ধনুক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তীর, এই সময় ফরহাদকে দেখতে পেল সেন্ট্রি।

শুধু মুখ খোলার সময় পেল লোকটা, কোন চিৎকার বেরুল না, তার আগেই তীরটা গেঁথে গেল বুকে—পাঁজর ভেঙে শরীরের ভেতর ঢুকে গেছে। শূন্যে তোলা হয়েছে তাকে, উল্টোদিকের রেইলে গিয়ে পড়ল শরীরটা। তবে পড়ার আগেই মারা গেছে সে।

কি ঘটল দেখার জন্যে অপেক্ষা করেনি ফরহাদ। তীরটা লক্ষ্যভেদ করতেই পেরিমিটার ফেন্সের আরেক দিকে ছুটল সে। পাশ কাটাবার সময় দেখল মার্সেনারিরা ঝাঁক বাঁধছে।

রেডিওতে বাকি দুই কমাণ্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করল সুফিয়ান।

'কি খবর তোমাদের?' বেতারে ভেসে এল মামুনের গলা। নিরুদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে। সুফিয়ান জানাল, এই মাত্র ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে তারা। সে জানতে চাইল, 'তোমাদের কি অবস্থা?'

'সব নিথর হয়ে আছে,' জবাব দিল মামুন। 'পজিশন নিয়েছি আমরা, এয়ারপোর্ট দখল করার জন্যে তৈরি। বেড়ার কাছে, মাঠের মাঝামাঝি জায়গায়, মাহমুদ ভাই একজোড়া সেন্ট্রিকে দেখতে পেয়েছেন, তবে যে-কোন মুহূর্তে কাবু করা যায়। বাকি সেন্ট্রিরা সম্ভবত এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে আছে। সুফিয়ান, তোমাদের ওদিকে আকাশের কি অবস্থা? পরিষ্কার হয়ে আসছে?'

'হ্যাঁ,' বলল সুফিয়ান। 'প্লেনটা কি নিরাপদে নামতে পারবে?'

'পাইলটকে দেরি করতে বললে পারবে না। আকাশ আবার মেঘে ঢেকে যাবে। তোমাদের কাজ সারতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।'

'এখুনি আমরা ভেতরে ঢুকছি। তোমরা এয়ারপোর্ট দখল করার আগে আরেকবার কথা বলবে আমার সঙ্গে, কেমন?'

'ঠিক আছে।'

পিছনে গার্ডের কাছ থেকে রিপোর্ট নিল সুফিয়ান। মার্সেনারিদের

পিছনে পরিবেশ এখনও সম্পূর্ণ শান্ত।

দ্বিতীয় তীরের ডগা থেকে ব্যাণ্ডেজ খুলল ফরহাদ। দেখে মনে হলো প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে সেন্ট্রি। সমস্যাই, পরিষ্কার দেখতে না পেলে তীর ছুঁড়বে কিভাবে!

আরও সামনে যেতে হবে ফরহাদকে। ক্রস-বোতে একটা ইনফ্রা-রেড টেলিস্কোপ সাইট ফিট করল সে। আশি গজ রেঞ্জে ভালই দেখা যায়, তারপর ঝাপসা।

প্রথম পাঁচজন লোককে পিছনে নিয়ে কিলিং গ্রাউণ্ডে ঢুকল রানা। মাথা নিচু করে খুব দ্রুত এগোল ওরা, তারপর পেরিমিটার ফেন্সের গোড়ায় শুয়ে পড়ল। তারে বিদ্যুৎ আছে কিনা পরীক্ষা করল রানা। নেই। একটা ট্রিপ ওয়্যার অ্যালার্ম সিস্টেম এককালে ছিল, অবহেলায় মরচে ধরেছে সেটায়। দু'জন লোককে সামনে এগোবার ইঙ্গিত দিল ও। হাতে ওয়্যার কাটার নিয়ে ক্রল শুরু করল তারা।

দক্ষিণ-পুব প্ল্যাটফর্মের সেন্ট্রি নড়াচড়া করছে। সুফিয়ান নিশ্চয়ই চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে লক্ষ রাখছিল, ইঙ্গিতে তার কাটতে নিষেধ করল সে।

ছুটছে ফরহাদ, থামল টাওয়ারের সঙ্গে এক লাইনে পৌঁছে। এরপর ডান দিক ঘেঁষে খোলা কিলিং গ্রাউণ্ডের দিকে এগোল সে। উত্তর-পুব দিকের টাওয়ারের ওপর নজর রাখছে আলি। সেন্ট্রি গার্ড রেইলে ঠেক দিয়ে রেখেছে তার রাইফেল, চোখে ঘুম নিয়ে প্রস্রাব করছে নিচে।

টাওয়ার থেকে ষাট গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ফরহাদ। পা দুটো শক্ত করল সে। আকাশে এখন চাঁদ নেই, পিছনে গাঢ় ঝোপ থাকায় টাওয়ার থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না। ইনফ্রা-রেড সাইটে চোখ, সবকিছু কেমন ভৌতিক আর ম্লান সবুজ লাগছে। হাঁটু গেড়ে প্রস্রাবরত সেন্ট্রিকে নেগেটিভ ফিল্মের ফ্রেম বলে মনে হলো। ভোঁতা একটা শব্দ করে ধনুক ছেড়ে বেরিয়ে গেল তীর, বাতাসে শিস কেটে ছুটল, গার্ড রেইলে ঘষা খেয়ে দিক বদল করল, বিস্ফোরিত হলো সেন্ট্রির তলপেটে। ছিটকে

পিছন দিকে পড়ল লোকটা, রাইফেলটা পড়ল তার গায়ের ওপর। আর কোন শব্দ হলো না।

আবার তার কাটা শুরু হয়েছে। উত্তর-পুব টারিটের কাছাকাছি ফিরে এসেছে ফরহাদ। এদিকের সেন্ট্রি এখনও নড়েনি।

তার কাটা শেষ, প্রথম একজন লোক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বাকি মার্সেনারিরা প্রতিবারে পাঁচজন করে ঢুকছে। কালো একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল দশ-ফুটী মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে যাচ্ছে। চারদিকে তাকাল ফরহাদ। আলি তার পিছনে ছিল, এখন নেই। সে তার নতুন পজিশন আর টাওয়ারের দূরত্ব আন্দাজ করল, তারপর সাবধানে ফোকাস করল সাইট। শেষ বার ভাগ্য তাকে সহায়তা করেছে। এই ব্যাটা সেন্ট্রি যদি চিৎকার করে, নিজেদের অনেক লোক মারা পড়বে।

মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মের কিনারায় উঠে গেছে ছায়ামূর্তি, তার ভারে টাওয়ারের কাঠামো দুলছে। অকস্মাৎ টারিটের মেঝেতে একটা রাইফেল ঘষা খাওয়ার আওয়াজ উঠল। শেষ ধাপ বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ছায়ামূর্তি। ক্রস-বো তুলল ফরহাদ। কাটা তারের ভেতর দিয়ে এখনও ভেতরে ঢুকছে মার্সেনারিরা, টেনে নিয়ে যাচ্ছে কন্টেইনার ভর্তি গ্যাস, ওদের আরেক দিকে কি ঘটছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ে থাকা সেন্ট্রি মাথা তুলল। যে-কোন মুহূর্তে ঘাড় ফেরাবে সে, ফেরালেই নিচের লোকজনকে দেখে ফেলবে। ফরহাদ তাকে সাইটের ক্রসড হেয়ারে পেতে চাইছে। চোখে ঘামের ফোটা নেমে এল, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। হাতে ধরা ক্রস-বোটা অসম্ভব ভারি মনে হচ্ছে। মইয়ের লোকটা ধরে নিয়েছে, সেন্ট্রি ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করেছে। আবার ধাপ বেয়ে উঠছে সে, তবে অতি সাবধানে।

প্ল্যাটফর্মে সিধে হলো সেন্ট্রি। রেইলিঙের ওপর দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল সে। চোখ থেকে ঘাম মুছল ফরহাদ। রেইলিঙের কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল সেন্ট্রি, ঝুঁকে ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনি খুলে আবার সিধে হলো। লক্ষ্যস্থির করেই তীর ছেড়ে দিল ফরহাদ। ট্র্যাপ-ডোরের নিচে,

মইয়ের ওপর লোকটাকে দেখতে পেল সেন্ট্রি, একই সঙ্গে ক্রস-বো থেকে ভোঁতা আওয়াজ পৌঁছুল তার কানে। মারা গেল পরমুহূর্তে।

ইতিমধ্যে বেশিরভাগ লোক ছেঁড়া তার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, আলোগুলোর পিছনের ছায়া ধরে প্যারেড গ্রাউণ্ড পার হচ্ছে, লক্ষ্য নিসন হাটগুলো। কিলিং গ্রাউণ্ড ধরে ছুটছে ফরহাদ, পিছনে আলি। পশ্চিম বাউণ্ডারি আর মেইন গেটের দিকে যাচ্ছে তারা। ইতিমধ্যে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তবে খুব জোরে নয়।

ব্যারাকে ঢুকে পড়া মার্সেনারিরা কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে তিনটে নিসন হাটকে ঘিরে ফেলল, পজিশন নিল প্রতি হাটের দুই প্রান্তে। যারা ওগুলোর ভেতর ঢুকবে তারা সবাই গ্যাস মাস্ক পরে নিয়েছে, প্রত্যেকের বুকে রেসপারেটর আটকানো, মাস্কের সঙ্গে টিউব দিয়ে জোড়া। তাদের হাতে দস্তানা, পরনে হালকা সেমি-ট্র্যান্সপারেন্ট পলিথিনের তৈরি ড্রেস। ম্লান আলোয় ভৌতিক লাগল তাদেরকে। দু'জন লোককে নিয়ে আর্মারীর দিকে রওনা হলেন আর.এস.এম.।

মেইন গেটে, খুদে বক্সের ভেতর বসে, দু'জন সেন্ট্রি ঢুলছে। গার্ড রুমটা কাছাকাছি, সেখানে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ভেতর থেকে বোতল আর গ্লাসে ঠোকাঠুকির আওয়াজ ভেসে এল। ক্রস-বোটা নামিয়ে রাখল ফরহাদ, হাতে নিল একটা ছুরি। আলির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে।

নিসন হাটগুলো পাতলা পলিউডের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা। প্রতি সেকশনে তিন সারি কটে একশো জন লোক ঘুমায়, প্রতি জোড়া কটের মধ্যবর্তী ব্যবধান চব্বিশ ইঞ্চি। মেইন সেকশনে, দরজার কাছে ঘুমায় এন.সি.ও.। তাদের অফিসাররা শোয় পার্টিশনের সামনের অংশে, ছোট কিউবিকলে। এক সেকশন থেকে আরেক সেকশনে যাবার জন্যে প্যাসেজ আছে।

জানালাগুলো বন্ধ, ভেতরে ভারি হয়ে আছে বাতাস। মার্সেনারি গার্ডরা প্রতি প্রান্তে দু'জন করে দাঁড়াল, মাঝখানেও তাই। সাইলেন্সার ফিট করা লো-ভেলোসিটি গুলি পোরা আগ্নেয়াস্ত্র তাদের হাতে।

হেলমেটের সঙ্গে আটকানো, চোখের ওপর ঝুলে রয়েছে ইনফ্রা-রেড সাইট। শুধু মাথা নেড়ে কটগুলোর ওপর আলো ফেলতে পারবে তারা। অনেকগুলো কট খালি পড়ে আছে। পিঠে সিলিণ্ডার নিয়ে সবুজাভ ছায়াগুলো হাটের ভেতর খুব ধীরগতিতে এগোল। হিসহিস শব্দে গ্যাস বেরিয়ে আসছে।

বক্সের ভেতর ঝিমাচ্ছিল দু'জন সেন্ট্রি, নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল তারা। আলি তাদেরকে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিল। মেইন গেটে তালা দেয়া, তবে গার্ডদের জন্যে ছোট একটা সাইড গেট আছে। সেটা খোলা। ফরহাদ আর আলি ঢুকে পড়ল ভেতরে। গার্ডরুমের দরজার পাশে দাঁড়াল তারা।

টিউবের প্রান্ত দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে, প্রান্তটা ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে তাক করা। যে নার্ভ গ্যাস ওরা ব্যবহার করছে তার রঙ সামান্য সাদাটে, টকটক একটু গন্ধ আছে। নাক দিয়ে ঢুকে সরাসরি নার্ভাস সিস্টেমে হামলা চালায়, ফলে কেউ জেগে থাকলেও তিন সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে সে। নার্ভ গ্যাস অনেক ধরনের হয়, ওরা যেটা ব্যবহার করছে তার শক্তি খুব বেশি, এক ঘণ্টার আগে কারুরই ঘুম ভাঙবে না। শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোন ধরনের শারীরিক ত্রুটি থাকলে দু'চারজন মারাও যেতে পারে।

নির্দেশ অনুসারে পার্টিশন পেরিয়ে হাটের অপর অংশে বেরিয়ে যাচ্ছে মার্সেনারিরা। অফিসারদের কিউবিকল হয়ে বড় আকারের আরেকটা সেকশনে চলে এল। এখানে এক লোককে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করতে হলো। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে।

আর্মারীর তার কাটছে মার্সেনারিরা, অস্থির আর.এস.এম. অপেক্ষা করছেন। তার কাটা শেষ হতে ফিসফিস করলেন তিনি, অপেক্ষা করতে বলে একাই দেখতে গেলেন আশপাশে কোথাও গার্ড আছে কিনা। বিল্ডিংটাকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় পিছন দিকে দু'জনকে

দেখতে পেলেন। জেগেই আছে, সতর্ক বলেও মনে হলো। একজনের হাতে ফিল্ড টেলিফোনের রিসিভার, তবে উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করছে সঙ্গীর সঙ্গে।

পিস্তলের ব্যারেলে সাইলেন্সার ফিট করলেন আর.এস.এম.। বাম হাতটাকে রেস্ট হিসেবে ব্যবহার করলেন। গুলি করলেন পরপর দুটো।

ফরহাদ শুনতে পেল গার্ডরুমের ভেতর টেলিফোন বাজছে। বেশ কয়েকবার বাজল। তারপর ঘুম জড়ানো গলা ভেসে এল, টেলিফোনটাকে গাল দিচ্ছে। মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষার আওয়াজ হলো। ইতিমধ্যে টেলিফোনের আওয়াজ থেমে গেছে। লোকটা আবার গাল দিল, ফিরে এসে বসে পড়ল চেয়ারটায়।

কাটা তার গলে আরও দু'জন লোক আর.এস.এম.-এর পাশে চলে এল। থাকার কথা নয়, তবু নিহত গার্ড দু'জনের পকেটে আর্মারী কী আছে কিনা পরীক্ষা করল তারা. না, কোন চাবি নেই। ইস্পাতের দরজায় বিস্ফোরক বসাল তারা, তারপর অপেক্ষায় থাকল।

'সব ভালভাবেই ঘটছে,' রানাকে রিপোর্ট করল সুফিয়ান। 'আমি যতটুকু আশা করেছিলাম তারচেয়েও ভালভাবে। ওরা এখন শেষ সেকশনে কাজ করছে। আপনি অনুমতি দিলে পিছনের গার্ডদের ডেকে নিতে পারি।'

'ঠিক আছে,' অনুমতি দিল রানা। সুফিয়ান সরে যেতে শিস বাজিয়ে ফরহাদের কমাণ্ডোকে সিগন্যাল দিল ও। ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো গার্ডহাউসের দিকে। কাছাকাছি যেতেই সামনে এসে দাঁড়াল ফরহাদ।

'সমস্যা দেখা দিয়েছে,' বলল সে। 'ওখানে সিমবারা রয়েছে। বাঘের মত চেহারা এককেটার।'

'ক'জন?' জানতে চাইল রানা।

'গার্ড রুমে আটজন। অর্ডারলি অফিসার আর তার গার্ড কম্যাণ্ডার ওদেরকে এন্টারটেইন করাচ্ছে। আর্মির দু'জন লোকও আছে, সম্ভবত

এন.সি.ও.। সেলে নামতে হলে একটা গ্রিল পেরুতে হবে, তালা ঝুলছে সেটায়।'

'ওরা কি মাতাল হয়ে আছে?'

মাথা নাড়ল ফরহাদ। 'মদ খাচ্ছে, তবে মাতাল নয়। সেলে উসুমবুরার সঙ্গে আরও সিমবা থাকতে পারে। গ্রিলের ভেতর মদের বোতল ঢোকাতে দেখেছি। আমরা যদি হামলা করে ওঁকে ছিনিয়ে আনতে চাই, নিচে নামার আগে ওরা তাঁকে মেরে ফেলবে।'

'ইমার্জেন্সি টাইমে রয়েছি, ফরহাদ,' বলল রানা। 'আমরা যদি আলো নেভাতে পারি, চাবিগুলো বের করে আনতে পারবে?'

'সম্ভব নয়। গার্ড রুমের দেয়ালে কোন চাবি নেই। সম্ভবত কোন সিমবার পকেটে আছে। কার পকেটে কে জানে। গ্যাস ব্যবহার করলে কেমন হয়, মাসুদ ভাই?'

মাথা নাড়ল রানা। 'উসুমবুরার হার্ট খুব দুর্বল।' দু'সেকেণ্ড চিন্তা করল ও। ক্ষীণ হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'সহজ সমাধান হলো, শান্তভাবে হেঁটে ভেতর ঢুকব, নিজেদের পরিচয় দেব সবিনয়ে। এই কৌশল আগেও কাজ হয়েছে। খুব সাবধান, ওরা যেন ভয় না পায়।'

দরজা খুলে গেল দেখে গার্ড রুমের ভেতর জড়ো হওয়া লোকগুলো শান্তভাবে মুখ তুলল। সিমবারা চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিয়েছে, তাদের চেয়ারগুলো একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে। মেজবানরা, অফিসাররা সহ, হাঁটু মুড়ে বসেছে মেঝেতে। কামরাটা বড় এবং খালি। ফার্নিচার বলতে দু'তিনটে ডেস্ক। মেঝেতে খালি বিয়ারের ক্যান ও বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। উত্তর দিকের দেয়ালে জেনারেলের ইউনিফর্ম পরা বড় একটা পোর্ট্রেইট ঝুলছে উবাণ্ডি বুটার। সাদা চুনকাম করা অন্যান্য দেয়ালেও বুটার বহুরঙা পোস্টার সাঁটা। দরজার ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে বড়সড় ইস্পাতের গ্রিল, ফাঁক দিয়ে সেলে নেমে যাওয়া সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে।

পিছনে আলি, গার্ড রুমে সবার আগে ঢুকল রানা। সোয়াহিলি ভাষায়

দ্রুত নরম সুরে কথা বলছে ও, একই কথা বারবার বলছে—নড়ো না কেউ। আলির পিছু নিয়ে আরও মার্সেনারি ঢুকে পড়ল ভেতরে। কঙ্গোলিজরা যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। যারা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে, সঙ্গীদের হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে তারাও নড়তে সাহস পেল না। রানার হাতের রাইফেল একদিক থেকে আরেকদিকে ঘুরছে, বারবার। ওর পাশে আলি। ভেতরে ঢুকে আলির আরেক পাশে দাঁড়াল ফরহাদ।

আলির প্রকাণ্ড মুখে বিশাল হাসি। অনেকগুলো রাইফেল তাক করা হলেও, ওগুলোর চেয়ে তার ওই হাসিটাই বেশি ভয় পাইয়ে দিল সিমবাদের।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বারোজন মার্সেনারি ঢুকে পড়েছে গার্ড রুমে। এখন আর শুধু হতভম্ব নয়, কঙ্গোলিজদের আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। দৈত্যাকার এক সিমবা নিজের চেয়ারটা দোলাচ্ছিল, পিছন দিকে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল সেটা। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতেই শুয়ে থাকল লোকটা।

তবে বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেল। দু'জন সিমবা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল আলির গলা থেকে, যেন একটা বাঘ রাগে গরগর করছে। স্থির হয়ে গেল লোক দু'জন। উত্তেজনায় ঢিল পড়ল। এবার কথা বলছে ফরহাদ। গ্রিলের তালা খোলার জন্যে চাবি চাইছে সে।

কেউ নড়ছে না। কারও মুখে কথা নেই। নিচের সেল থেকে হেঁড়ে গলায় কেউ একজন জানতে চাইল, ওপরে সবাই হঠাৎ চুপ মেরে গেছে কেন? কোন উত্তর নেই। আরেকবার প্রশ্ন করল নিচের লোকটা, তারপর তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে, উঠে আসছে। মার্সেনারিদের একজন এগিয়ে গেল, দাঁড়াল গ্রিলের সামনে। সে রাইফেল তুলতে মাথা নাড়ল ফরহাদ, তারপর মরিয়া হয়ে রানার দিকে তাকাল।

'চুপ থাকো,' চাপা গলায়, সোয়াহিলি ভাষায় বলল রানা, 'টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট কথা বলছেন।'

সিঁড়ির ধাপে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, তারপর শান্তভাবে নেমে যেতে শুরু করল। কঙ্গোর যে-কোন লোক প্রেসিডেন্টকে শয়তানের চেয়েও বেশি ভয় পায়।

কুৎসিত চেহারার এক সিমবার মাথায় পিস্তল চেপে ধরল একজন মার্সেনারি, আর ফরহাদ তাকে সার্চ করল। এভাবে তিনজনকে সার্চ করার পর চাবিটা পাওয়া গেল। উসুমবুরাকে হারালে এমনিতেও তাকে মেরে ফেলা হবে, এ-কথা ভেবে তৃতীয় সিমবা ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল চাবির গোছাটা। স্যাৎ করে পিছিয়ে এসে সেটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল ফরহাদ। সিমবা ফরহাদকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পাশে দাঁড়ানো মার্সেনারি ট্রিগার টেনে দিল।

গার্ড রুমের সিমবারা এবার একযোগে নিজেদের অস্ত্রের নাগাল পাবার চেষ্টা করল। গ্রিল লাগানো দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে রানা, প্রতি বারে তিনটে করে ধাপ টপকে। একেবারে নিচের দিকে বাঁক নিয়েছে সিঁড়ি। দেয়ালে ধাক্কা খেলো ও, দিক বদলে লাফ দিল নিচের দিকে। সিঁড়ির শেষ ধাপে একজন গার্ডকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরে আছে। গুলির আওয়াজটা বদ্ধ জায়গায় কামান দাগার মত শোনাল। অনুভব করল, গার্ডের বুকে পা দিয়ে পড়েছে ও। দু'জনেই ছিটকে পড়ল সিঁড়ির নিচে। একটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো রানা। গার্ড চেষ্টা করছে, তবে এখনও সিধে হতে পারেনি। ফুসফুস খালি হয়ে গেছে তার। শোল্ডার সকেট থেকে একটা হাত মরা সাপের মত ঝুলছে।

রানার ঠিক পিছনেই ছিল আলি, রানার মত সে-ও দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিচের দিকে লাফ দিয়েছে। শূন্যে থাকতেই গার্ডকে গুলি করল সে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো—প্যাসেজের দেয়ালে লেগে আরেক দিকে ছুটে গেল বুলেট, এক ইঞ্চির জন্যে রানাকে লাগল না। খোলা একটা

সেল থেকে আরও দু'জন গার্ড ছুটে এল, ওখানে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। দু'জনকেই গুলি করল আলি, পরমুহূর্তে ধাক্কা খেলো প্রথম গার্ডের সঙ্গে।

প্যাসেজ ধরে ছুটছে রানা।

প্রথম গার্ডের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে আলি, ওদেরকে পাশ কাটানোর সময় তাকে সাহায্য করল দু'জন মার্সেনারি। সরাসরি গার্ডের মাথায় গুলি করল একজন।

প্যাসেজের একদিকে দশটা সেল, গ্রিল দিয়ে ঘেরা, খোলা যায় শুধু প্যাসেজের দিকে। সেলগুলো পার্টিশন ওয়াল দিয়ে আলাদা করা। প্যাসেজের আরেক দিকে সাদা চুনকাম করা, বাঁকা, টানেল ওয়াল। যে সেলগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা, সেগুলো সবই খালি। বাতাসে প্রস্রাব আর ঘামের উৎকট দুর্গন্ধ। প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে আসছে রানা। দেখল, শেষ সেল থেকে একটা রাইফেলের ব্যারেল বেরিয়ে আসছে, ভেতর থেকে কেউ একজন লক্ষ্যস্থির করতে চাইছে ওর ওপর। ডাইভ দিল রানা, মেঝেতে গড়িয়ে দিল শরীরটা। রাইফেল থেকে গুলি ছুটল। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে, বাঁকা ওয়াল আর প্যাসেজের গায়ে লেগে দিক বদল করছে। পিছনের মার্সেনারিরাও মেঝেতে শুয়ে পড়েছে।

সেলের ভেতর রাইফেলধারী লোকটা কাকে যেন লক্ষ্য করে চিৎকার জুড়ে দিল, 'কিল হিম! কিল হিম!'

প্যাসেজের দেয়াল ঘেঁষে ওত পেতে রয়েছে আলি, হামাগুড়ি দিয়ে আরও একটু সামনে বাড়ল সে, সেলের ভেতর গার্ডকে দেখতে পেয়ে কাঁধের কাছ থেকে সেলের ভেতর গুলি করল একের পর এক। আলির কাভার পেয়ে এক লাফে সিধে হলো রানা, হাতের রাইফেল উঁচু করল। গুলি খেলো গার্ড, ছিটকে সেলের ভেতর দিকে সরে গেল শরীরটা।

সেলের শেষ মাথায় একটা কটের পাশে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছেন ইউনুস উসুমবুরা। তাঁর হাত ও পায়ে শিকল বাঁধা।

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এক চুল নড়ছেন না। প্রথম গার্ড গুলি খাবার পর নড়ছে না। কিন্তু দ্বিতীয় গার্ড উসুমবুরার মাথা লক্ষ্য করে রাইফেল তুলেছে। রাইফেল তুললেও, ঠক ঠক করে কাঁপছে। প্রথম গুলিটা আগেই করেছে সে, এত কাছ থেকেও লাগাতে পারেনি—উসুমবুরার মাথার পাশে দেয়ালের ছাল তুলেছে বুলেটটা।

দৃশ্যটা এক পলক দেখে নিয়েই গুলি করল রানা। গার্ডের পিঠের ওপর দিকে লাগল বুলেট। উসুমবুরার গায়ে হুমড়ি খেলো সে, হাত থেকে খসে পড়ল রাইফেল।

সেলের দরজা খোলার চেষ্টা করছে আলি। সেটায় তালা দেয়া। হাঁটু গাড়ল রানা, গ্রিলের ভেতর হাত গলিয়ে প্রথম গার্ডকে ধরল, টেনে কাছে আনল লাশটা। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে, আরও মার্সেনারি নেমেছে প্যাসেজে। তাদের একজনের হাতে রানার ফেলে আসা চাবির গোছা। সেটা নিয়ে দরজার তালা খুলল আলি। রানা তাকে বলল, 'তুমি কি বাঁচতে চাও না? এরকম ঝুঁকি কেউ নেয়?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল গরিলা। 'মাঝে মধ্যে ভুলে যাই, স্যার।'

রানার সঙ্গে সেলে ঢুকল ফরহাদ। ইউনুস উসুমবুরা এখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেই আগের ভঙ্গিতেই, যেন পাথরের একটা মূর্তি। তাঁর দীর্ঘ শরীরের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা। স্বস্তিবোধ করল ও, কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শুধু চোখ দুটো নড়ছে। চোখের তারা হঠাৎ ঝিক করে উঠল তাঁর, সেই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল ক্ষীণ। 'কে, মাসুদ রানা? গ্লাড টু মিট ইউ এগেইন, মাই ফ্রেণ্ড।' হঠাৎ তাঁর দু'চোখ থেকে পানি গড়াতে শুরু করল। 'সত্যি আমি একটুও আশ্চর্য হচ্ছি না, কারণ জানি এ আল্লাহরই ইচ্ছে। তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন।'

তাঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আলি, শিকলের তালা খুলতে ব্যস্ত। এগিয়ে এল রানা, আলিকে এড়িয়ে আলিঙ্গন করল উসুমবুরাকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন উসুমবুরা। 'একটু বোধহয় দেরি হয়ে গেছে তোমাদের,' বললেন তিনি, একটা হাত রাখলেন বুকে। 'আমার হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ।'

'প্রয়োজনে ওটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা লাগানো হবে, মি. প্রাইমমিনিস্টার,' অভয় দেয়ার ছলে কৌতুক করল রানা। 'এত কিছুর পর এখন আর আপনাকে মরতে দেয়া যায় না। কঙ্গোর সাধারণ মানুষকে আপনার নেতৃত্ব থেকে আপনি বঞ্চিত করতে পারেন না।'

দুর্বল হাসি ফুটল ইউনুস উসুমবুরার ঠোঁটে।

'সব পরে ব্যাখ্যা করব,' বলল রানা। 'এখন আপনি...' হঠাৎ থেমে খপ করে উসুমবুরাকে ধরে ফেলল ও। জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি, পড়ে যাচ্ছিলেন।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল ফরহাদ। 'এখন কি হবে? ওঁকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব কিভাবে?'

উসুমবুরাকে ধীরে ধীরে কটের ওপর শুইয়ে দিল রানা। ইতিমধ্যে তাঁর হাত আর পায়ের শিকল খুলে নিয়েছে আলি। ফরহাদের দিকে তাকাল রানা, বলল, 'চিন্তা করো না, প্রয়োজনে ওঁকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাব।'

মাথা নিচু করল ফরহাদ, লজ্জা পেয়েছে সে।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)